নাই বা কি। জানি পিতঃ! আমার উপর আমার সতীত্ব, আমার বংশ, আমার ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। আমি জানি সতীদেবতা, কুলদেবতা আমার চিরসহায়। জানি বলিয়া, সেই দুরাচার, পামরের মুখের উপর তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি। পিতঃ! জীবন ত্যাগভিন্ন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই; তাই পিতঃ! জীবন আহুতি দিব বলিয়া সতীবেশে আসিয়াছি। সেই জন্য পিতঃ! এই যজ্ঞকুণ্ড, এই যজ্ঞদ্রব্য, ঐ তীক্ষ্ণধার অসি সাজাইয়াছি, আর বিলম্ব কেন? ঐ শুন দ্বার দেশে পুনঃ পুনঃ আঘাতের উপর আঘাতের শব্দ হইতেছে, ঐ শুন কোলাহল বাড়িতেছে। পিতঃ! আর কেন? বিলম্ব করিলে আমাকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

পিতা একবার কন্যার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তে অসি গ্রহণ করিয়া কন্যার বক্ষঃস্থল হইতে সপ্তখণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া দিলেন। সপ্তধারে কন্যার বক্ষোরক্তধারা ঝুঁঝিয়া পড়িতে লাগিল। পিতা কহিলেন বৎসে! অগ্রে তোমাকে আহুতি দিয়া পরে আপনাকে আহুতি দিতেছি। যাও,স্বর্গবাসিনী দেবকন্যা সকল অপেক্ষা করিতেছেন। বালা কোন কষ্ট প্রকাশ না করিয়া, হাস্য করিতে করিতে, আত্মশাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পিতা ও স্বর্গ পানে চাহিয়া জীবন আহুতি প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সেই সপ্ত মাংস খণ্ড মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেন। অগ্নি প্রবল বর্দ্ধিতভাবে জলিয়া উঠিল।

এমন সময়ে বাহিরের দ্বার ঘোর শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোতে ভবন ভরিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে মহার্ঘবেশধারী, মনিমুক্তা-বিভূষিত একটী যুবক। যুবক সেই অগ্নিকুণ্ড, সেই কুণ্ডমধ্যস্থা দগ্ধপ্রায়া বালিকা, সেই লোহিতনয়ন যজ্ঞীয় বেশধারী ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ঘটনাক্ষেত্র পরম্পরাদর্শনে যুবক ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বাক্য রহিত হইল। জনসমূহও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

ব্রাহ্মণের অন্য দিকে দৃষ্টি নাই; কোন রূপ চাঞ্চল্য নাই; ব্রাহ্মণ আরক্ত নয়নে সূর্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া জলগণ্ডূষহস্তে কহিলেন যে, "নরাধম আমার প্রাণ-প্রিয়তরা দুহিতার এই পরিণামের মূল, যদি দেব সত্য হয়, যদি ব্রাহ্মণবংশে ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম হইয়া থাকে, যদি ধর্ম্ম সত্য হন, যদি জগতে সতীত্বের ও পবিত্রতার আদর ও মহত্ব থাকে,তবে সেই নরাধম ও তাহার বংশের কেহ যেন কখনও সুখশান্তি সম্ভোগ না করে।" এই বলিয়া জলগণ্ডূষ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং লম্ফ প্রদান করিয়া সেই অগ্নি কুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

মহাযজ্ঞ শেষ হইল, আইস পাঠিকে! এই মহাযজ্ঞের মূলতত্ত্ব জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? ইতিহাস অনুসন্ধান কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

মারবরাধিপতি উদয় সিংহ সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে দিল্লীহইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ভীলার পল্লীর তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন সরোবরতীরে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক অবিবাহিতা বালিকা জল কলস কক্ষে সৌন্দর্য্যে বনপ্রদেশ উজ্জ্বল করিয়া মৃদুমন্দপদে গমন করিতেছে। এরূপ লাবণ্যময়ী নারী কথনও তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই, অধিক কি, এরূপ সুন্দরী জগতে বিদ্যমান আছে, ইহা তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি এরূপ স্থানে এই বালিকাকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় অনিমেষনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। উদয় সিংহ যুবক, তাহে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল, উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, এই বালিকার অনুসরণ কর। ইহার পিতাকে গিয়া বল "মারবরপতি উদয় সিংহ এই বালিকার বিবাহার্থী, সে শীঘ্র যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়"। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, বালিকা আর্য্যপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের কন্যা। ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং যুবক, রূপোন্মত্ত উদয় সিংহ আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া দুঃখে, অধৈর্য্য ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, সেই সুন্দরী পুনরায় কলস কক্ষে আগমন করিতেছেন। যুবক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "সুন্দরী! আমি মারবারাধিপতি উদয় সিংহ; তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি, আমাকে বিবাহ কর, রাজসিংহাসন, এই মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট, সমস্ত মারবার প্রদেশ, তোমার শতদল-নিন্দিত পদে অর্পিত হইল। আইস, দোলা প্রস্তুত, তোমাকে বিবাহ করি। সুন্দরী! শত শত দাসী তোমার সেবা করিবে, মণি মুক্তায় তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে।" বালিকা রাজার দিকে না চাহিয়া ক্রোধে যেন আপন সৌন্দর্য্যকে আরো বর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন, "মারবার! তোমাকে ধিক্, যে তুমি এমন পিশাচকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছ। যুবক! আমার চরণাঙ্গুলির তুলনায় রাজমুকুট, তোমার সিংহাসন, ও তুমিও অতি সামান্য; আমি ব্রাহ্মণকন্যা; ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম। বংশের, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানি, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সুখের লোভে বংশকে মলিন করিতে পারি না। যাও, দূর হও, ঐ জলন্ত নরক কুণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" বালিকা এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। রাজা স্তম্ভিত; সৈন্য সামন্ত স্তম্ভিত। বনস্থলীও যেন স্তম্ভিত

হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক আরো অধৈর্য্য হইয়া আদেশ করিলেন, যাও এখনি গিয়া ঐ দর্পিতাকে বন্ধন করিয়া আন।

বালিকা গৃহে আসিয়া পিতাকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, নয়নজল দর দর ধারে বহিতে লাগিল, কহিলেন, "বৎসে এখন তুমি কি উপায় চিন্তা করিলে? আমি তো তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু মা! তোমার জীবন হইতে যে বংশের পবিত্রতা, ধর্ম্মের মহত্ব, ও সতীত্ব গরীয়ান্, তাহা ভুলিও না। এখন তোমায় কর্ত্তব্য তুমি কর। আমি তোমার পিতা, আমার কর্ত্তব্য তোমাকে রক্ষা করা, তাহা আমাদ্বারা হইল না।" এই বলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা হাস্যমুখে বলিলেন "পিতঃ! চিন্তা কি? অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করুন। আমি জানি, এছায় দেহ অগ্নিসাৎ ভিন্ন আমার পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।"

পাঠিকে! এই সেই মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞে মহাবলি প্রদত্ত হইল। ইতিহাস জানে এই যজ্ঞের শেষ ফল কি?

যোগ-মাহাত্ম্য। *

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥

যোগী তপস্বীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

শ্রদ্ধাবান্ ও অন্তরাত্মার সহিত মদ্গতচিত্ত হইয়া যে আমাকে ভজনা করে, সে সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে ভজনা করে, সে যোগী সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আমাতে অবস্থিতি করে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

হে অর্জ্জুন আপনার সহিত তুলনা করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবকে সমান দেখে এবং সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, আমার মতে সেই পরম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত পরমাত্মায় অবস্থিত দর্শন করে।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ষষ্ঠাধ্যায় অভ্যাস যোগ হইতে গৃহীত।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখে এবং আমাতে সকল বস্তু অবলোকন করে, আমি তাহার বিনাশক হই না, সেও আমার বিনাশক অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতী হয় না।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং॥

রজোবিহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ব্রহ্মগতপ্রাণ যোগীকে সর্ব্বোত্তম সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মসমাধিজনিত পরম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

মন সর্ব্বক্ষণ বশীভূত রাখিয়া বিগতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সংস্পর্শের যে অত্যন্ত সুখ, তাহা ভোগ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। তারা মা—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত এবং বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ কর্তৃক প্রকাশিত জগৎ-জননী সকল জীবের তারণকর্ত্রী যিনি, তিনিই তারা মা। গ্রন্থকার অতি উদার ভাবেই সকল ভক্ত প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া সেই মার পূজা করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভক্তই প্রাণের সহিত ইহাতে যোগ দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। ইহাতে যে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত প্রাণের পূজা, সুতরাং সরলতা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রেমে পূর্ণ, বলা বাহুল্য। ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা সেই প্রাণের ভাষাতেই রচিত। গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা অধিক কথা কি বলিব? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য "তারা মা'র আধ্যাত্মিক মহা পূজা ইহাদ্বারা জগন্ময় প্রচারিত হউক।"

২। কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ প্রণীত—প্রয়াগতীর্থে গত মাঘ মাসে যে মহা মেলা হইয়াছিল, তাহার সুন্দর চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা মেলায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে তাঁহারা তাহার দৃশ্য কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তীর্থ যাত্রার ফলও কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিতে পারিবেন। লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না হইলেও তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের সহিত হৃদয় যোগ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ভক্তিরসপ্লুত লেখনী বিনিঃসৃত এবং সাধুভক্তি উদ্দীপনের বিশেষ সহায়।

৩। জীবনী-কোষ—শ্রীদ্বারকা নাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার অনেকগুলি ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ প্রচার

করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের উপকারী বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হইবে। পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতিতে উল্লিখিত মহাত্মা এবং বর্ত্তমান কাল প্রসিদ্ধ নরনারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। বৃত্তান্ত সকল সংগ্রহে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এ গ্রন্থপাঠে স্থূলভাবে এদেশের পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এরূপ গ্রন্থের উৎসাহ দান করা সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য।

৪। বামাবোধিনীর বিশেষ আনন্দ, ক্রমে বঙ্গসাহিত্য সমাজে অধিকতর সংখ্যক স্থলেখিকা আভির্ভূত হইয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আমরা বঙ্গমহিলা রচিত যে তিন খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অল্পকাল মধ্যে দর্শন করিয়াছি, তাহার সবিস্তর সমালোচন না করিলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় না। স্থানাভাবে এবার সে সম্বন্ধে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া কেবল প্রাপ্তি মাত্র স্বীকার করিলাম ঃ—

(১) কাব্যকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(২) প্রতিধ্বনি—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, ১নং হারিণ্টন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

(৩) প্রেমলতা—স্নেহলতা রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৷০ মাত্র।

নূতন সংবাদ।

১। চীন ও জাপানের যুদ্ধে পিঙ্গিয়াঙ্গ নামক স্থানে জাপানীরা পরাভূত ও তাহাদের পাঁচ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে। চীনদিগের বিজয়ী সেনাপতির নাম ইয়ে, তাঁহার বর্ণনায় চীন সেনা অল্পমাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরেজ রুষ প্রভৃতি জাতি নিরপেক্ষ হইয়া ইহাদের কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। ইউরোপের ন্যায় আসিয়ায় শান্তি সংস্থাপনার্থ অন্তর্জ্জাতিক সভা সমিতি নাই, চীনজাপানীরা সতর্ক না হইলে পরস্পরের বিবাদে উৎসন্ন যাইবে।

২। আমেরিকা প্রবাসী স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্দ্ধনার্থে কলিকাতার টাউনহলে এক মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুদিগের সকল শ্রেণীর লোক যোগ দিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। নবাব মীর মহম্মদ আলি ৬০ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহার আয়ে দরিদ্রদিগের জন্য বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। নবাব যথার্থই উন্নত-হৃদয় নবাব নামের যোগ্য।

৪। স্থানান্তরে 'নথ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে আনাম দেশ বাসীদিগের নথ রক্ষা প্রথার উল্লেখ আছে। আনামের রাজার নথ অধিক মুল্যবান্ সন্দেহ নাই, ইহা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রধানা ৫টী মহিষীর একটি নিযুক্তা। তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা একশত।

৫। ফরিদপুর বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ খুব প্রবল। নব্য ভারত লিখিয়াছেন ফরিদপুরের মধ্যে অনাহারে ৯টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের প্রাণ রক্ষার্থ সাধারণের সাহায্য দান নিতান্ত আবশ্যক।

৬। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে যাঁহারা পারিতোষিক রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেবল শ্রীমতী মানকুমারী বসুর "বিগত শত বর্ষে রমণী দিগের অবস্থা" পরীক্ষকদিগের মতে পারিতোষিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

বামারচনা।

সঙ্গীত বাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি কুলরমণীগণের সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষার বিদ্বেষী। তাঁহারা জানেন না যে এই দুটী রমণীকুলের কত উপকারক। প্রথমতঃ গীত বাদ্য দ্বারা আপনার মন প্রফুল্ল রাখা যায়। মানসিক যন্ত্রণায় হৃদয়াকাশে আনন্দরূপ চন্দ্রালোক বিতরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহার মত এমন কি আছে? অতএব সঙ্গীত বাদ্য মানসিক যন্ত্রণা অন্তর্হিত করিবার এক মাত্র মহৌষধ। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত বাদ্যে মনের প্রফুল্লতা বশতঃ স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই দুটী উপকার ব্যতীত সঙ্গীত বাদ্য রমণী কুলের আর একটী প্রধান উপকার করে; সে উপকারটী স্বামীকে সৎপথে রাখা।

স্বামী বিষম বিষাদে মগ্ন হইলেও গীত বাদ্যদ্বারা স্ত্রী স্বামীকে সদানন্দে রাখিতে পারেন। আমাদের কুল-মহিলা দিগের জন্য যদি সঙ্গীত বাদ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত না এবং তাহাদের অভাগিনী মাতা ও স্ত্রী হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। অনেক পুরুষ শুধু সঙ্গীত বাদ্যের বিমলানন্দ উপভোগের জন্য কুপথে গমন করিয়া থাকেন। পরিণামে অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুরুষ এরূপ কুপথে যায় কেন? কুলমহিলা দিগের সঙ্গীত বাদ্যের অভাব যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা বোধ-হয় প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে সকলে

স্বীকার করিবেন। যে সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস আস্বাদনের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া পুরুষ কুপথগামী হইতে কুন্ঠিত হয় না, যদি সেই সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস গৃহে বসিয়া আস্বাদন করিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতি নিয়ত এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া নিজের নন্দন কাননরূপ সংসারে অশান্তিরূপ অগ্নি জ্বালিতেন না। অনেক স্ত্রীলোকে মনে করেন সঙ্গীত বাদ্য একটা লজ্জার বিষয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের ধারণা ভুল। সঙ্গীত বাদ্য পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী ভাশুর ইত্যাদি সকলের কাছে করা যাইতে পারে। তবে কতগুলা অশ্লীল গান কণ্ঠস্থ করিয়া সেই গুলা গাওয়া অন্যায় ও ঘৃণাকর। ভগিনীগণ তোমরা গুরুজনের সম্মুখে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান কর, তাহাতে কেহ নিন্দা করিবে না এবং সংসার সুখের হইবে। গীত বাদ্য যদি একটা লজ্জাকর কার্য্য হইবে, তাহা হইলে আর্য্য মহিলাগণ যত্নের সহিত গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন না। তাঁহারা কি নির্লজ্জা ছিলেন? তাহা কখনই নয়। প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের ন্যায় লজ্জাবতী রমণী আমাদের মধ্যে কয় জন? কি দুঃখের বিষয় এক সময় যে দেশের কুল মহিলাগণ যত্নের সহিত সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন; অধুনা সেই দেশের রমণীগণই এই মঙ্গলকর কার্য্যকে লজ্জাকর কার্য্য ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যে দিন আমাদের কুলমহিলাগণ প্রাচীন আর্য্য মহিলার ন্যায় বীণা বাজাইয়া গান গাহিতে শিখিবেন, সেই দিন হইতে পুরুষ আর কুপথগামী হইবে না; দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া সংসার বিষময় হইবে না। সেই দিন হইতে আমরা সংসারে স্বর্গ লাভ করিব।

লেখিকা

নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

৺অম্বিকা দেবজায়ার উদ্দেশে চিত্রপট।

আমার আঁধার ঘরে,
এ কে গো বিরাজ করে,
লক্ষী-প্রতিমার মত এ কার প্রতিমা!
মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী,
দয়াময়ী, স্নেহময়ী,
মানবীতে সম্ভবে কি এত মধুরিমা?
ভূতল পবিত্র করি,
বুঝি কোন দেবনারী,
খেলা করে চলে গেল আপন আবাসে।
আমরা কি লয়ে রব,
এই চিত্রপট তব,
পূজিব চিরজীবন অশ্রুনীরে ভেসে।
শুধু কি এ প্রতিমূর্ত্তি,
শত তব পুণ্যকীর্ত্তি,
কত স্নেহ কত দয়া জাগিছে হৃদয়ে!

সতী লক্ষ্মী তুমি দেবী,
আদর্শ জীবন লভি,
করিলে মানবী লীলা মরত আলয়ে।
মর্ত্ত্যেও দেবতা পতি,
লভেছিলে তুমি সতি,
কে বলে মানব তাঁরে তিনিও দেবতা।
শাঁপভ্রষ্ট হুজনায়,
জনমিলে এ ধরায়,
পালিলে সতীত্ব ধর্ম্ম অয়ি প্রতিব্রতা!
হরিনাম লয়ে মুখে,
জীবন ত্যজিলে সুখে,
অটল বিশ্বাস বুকে, নির্ভয় হৃদয়;
আপন পুণ্যের বলে,
কি আনন্দ মৃত্যুকালে,
শুভদিনে চলে গেলে অমর আলয়।
কৃতান্ত যন্ত্রণা দিতে,
পারে কি ও শরীরেতে,
মৃত্যুছায়া না পড়িল ও পবিত্র দেহে;
অপ্সরা মূরতি ধরি,
হাসি মুখে কায়া ছাড়ি,
গেলে চলি সুরনারী আপনার গেহে॥

শ্রীমতী সু—ঘোষ।
নওগাঁ।

স্বপন।

১

দেখিনু স্বপনে আর বসন্ত না হবে,
প্রকৃতির সে ক্ষমতা নাহিক এখন,
কু আশায় ধূমজালে আবৃত সে পথ,
দ্বারে আসি মিছে কথা বলে সর্ব্বজন।

২

জনপদ ছাড়ি আমি চলিনু সুদূরে,
দেখিলাম বনলতা কণ্টকে আবৃত,
কাঁটাগুলি লইলাম বাঁধিতে ললাটে,
বিজয়-মুকুট সম পরিলাম শিরে।

৩

কত যে শুনিনু আমি ঘৃণা কটু কথা
যুবক বালক আর বৃদ্ধের নিকট,
সভামাঝে সমস্বরে বলিলেক তারা
কাঁটার মুকুট মাথে বোকা সে নিশ্চয়।

৪

বলিতে লাগিল সবে নির্ব্বোধ বালিকা।
নিশায় দেখিনু এক স্বরগের দূত;
অধরে নাহিক ভাষা, উজ্জ্বল নয়ন;
নীরবে মধুরে হাঁসি দেখেন মুকুট।

৫

ক্রমে হস্ত পরিমিত হ'ন অগ্রসর
ছোঁয়া মাত্র কণ্টক হইল পারিজাত,
সে ভাষা মুখের ভাষা কভু না সম্ভবে
বলিলেন "ধন্যা তুমি নারী ভাগ্যবতী।"*

শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু।

* শেষচরণ অল্প পরিবর্ত্তিত। বা, বো, স।

*** পারিতোষিক রচনা—বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৭ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০১—অক্টোবর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মূক বধির বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে মূক বধির এবং অন্ধদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিবেন। মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহার জন্য অন্যূন ৬ হাজার টাকা ব্যয়ের ভার লইয়াছেন। দেশহিতৈষী নরনারীগণের এ সাধুকার্য্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বিদ্যাবত্তা—মহারাণী বিক্টোরিয়া ইউরোপীয় ১১টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, ইহার উপর হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। ভারতীয় কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন।

লণ্ডন দাতব্য—এক লণ্ডন সহরে ধনাঢ্য লোকের মৃত্যুর সময়ে সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান প্রতি বৎসরে প্রায় ২কোটী টাকা। ইহাতেই তথায় এত দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এ দেশের ধনাঢ্যদিগের অর্থ মোকর্দ্দমা ও পোষ্য-পুত্রে প্রায় নিঃশেষিত হয়।

লেডী ডফারিণ—ভারত-হিতৈষিণী এই অশেষ গুণবতী রমণীর নাম আমাদের বিশেষ প্রিয়। ইনি কেবল দয়ার কার্য্যে প্রসিদ্ধ নন, বিদ্যাতেও সুবিখ্যাত। ইহাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অল্প দিনে নিঃশেষিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—মিস্ মেল্বা এল টাইটন গত জুন মাসে নিউইয়র্কে আইন পরীক্ষা দিয়া এল এল বি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীতে ১০৫ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি পরীক্ষায় ৪র্থ হইয়াছেন।

স্ত্রী ডাক্তার—কুমারী হামিল্টন আফগানিস্থানের আমীরের জেনানা ডাক্তার হইয়া ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছেন। তিনি যথায় যান, তাঁহার দেহরক্ষীরূপে ৬ জন সৈনিক গমন করিয়া থাকে।

স্ত্রী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাত্রী—বিবী কেঞ্চ সেলডন একবার আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তথায় এক নব জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় যাইবেন এই জন্য ইংলণ্ডে বন্দোবস্ত করিতেছেন। জাঞ্জিবারের উত্তরে একটী বাণিজ্য বন্দর করিবেন। ৩০০ মার্কিন শ্রমজীবী তথায় যাইতে প্রস্তুত।

বাল্মীকি চরিত।

যে প্রসিদ্ধ দস্যু রত্নাকর পূজ্যবর দেবর্ষি নারদের মহামন্ত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অমর কবি বাল্মীকি নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বাল্মীকি তিনি নহেন। ইনি দ্বাপর যুগের জনৈক ভক্তিমান্ বৈষ্ণব। ত্রেতা যুগের বাল্মীকির ন্যায় ইঁহার পাণ্ডিত্য এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সসাগরা সদ্বীপা অবনীর অধীশ্বর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ইহঁাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, অধিক কি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জগদ্বিখ্যাত রাজসূয় যজ্ঞ উক্ত মহাত্মার আগমনেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

জাতিভেদ অথবা জাত্যভিমান থাকার দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন বিচার করিতেছি না, তবে বলিতে চাহি সর্ব্বেশ্বর জগদীশ্বরের নিকট "ভক্তের জাতিভেদ" নাই একথা সর্ব্ব সাধারণের স্বীকার্য্য এবং সেই হিসাবে ধরিলে নীচ জাতি বলিয়া কাহাকে অশ্রদ্ধা অথবা ঘৃণা করা অন্যায়। যাহাহউক এ প্রবন্ধের বাল্মীকি মহাশয় জাতিতে রোহিদাস অর্থাৎ মুচি ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অশ্রদ্ধা ক র, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? যে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুজাতির নিকট পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তিনি স্বয়ং এই ভক্তের অপ্রমেয় সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন। যখন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পরাক্রান্ত জাতি পরাস্ত হইয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধার্ম্মিক প্রবর যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞে সদাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই সমাগত হইয়াছিলেন, লক্ষ

লক্ষ বিদেশীয় নরপতি মহারাজের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, মহাসমারোহে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে অপরিতোষ ভোজ্য দান, নানাবিধ যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠেয় যাবতীয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে যজ্ঞীয় শঙ্খ নিনাদ দ্বারা যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

কিন্তু এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কালে প্রথমে শঙ্খ ঘণ্টার স্বর বন্ধ হইয়াছিল, কোন চেষ্টাতেই কেহ তাহা বাজাইতে সক্ষম হইল না। এরূপ অমঙ্গল দর্শনে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ভীত চকিত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল, ছিদ্র কি হইল ?"
কৃষ্ণ কহে "মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ;
যেহেতু অপূর্ণতায় শঙ্খ না বাজিল ;
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতে বিধিহীন হৈল।"

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের অপূর্ণতা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন, এত ধুমধাম এত ব্যয় ব্যসন করিয়া যজ্ঞ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইল ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় চিন্তা করিলেন, অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! এই অসংখ্য অসংখ্য সদাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজ্য গ্রহণ করিলেন, ইহাদিগের মধ্যে কেহই কি বৈষ্ণব নহেন?"

"কৃষ্ণ কহে নাহি, নাহি, শুদ্ধ ভক্ত যায়া,
যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তারা?"

যুধিষ্ঠির অস্থির হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণ তবে উপায়?" তখন মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ, তোমার এই নগরের মধ্য অতি পবিত্র, ভাগবত, শুদ্ধচেতা, পরম বৈষ্ণব রোহিদাস বাল্মীকি; তুমি সযত্নে সেই মহাত্মাকে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা কর।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে কৃষ্ণাদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন, মহানন্দে ভীমার্জ্জুনকে বাল্মীকি সন্নিকটে পাঠাইলেন; তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনাজন্য নগর পুনর্ব্বার নব বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল, যেন পুনরায় নব যজ্ঞের উদ্যোগ হইতেছে; অন্তঃপুরে পুনরায় রন্ধন ক্রিয়ারম্ভ হইল। আর মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির একজন নিতান্ত অপরিচিত গরীব মুচির অপেক্ষায় সোৎসুকনয়নে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হায় হায়! প্রাণসখা কৃষ্ণের প্রতি এত বিশ্বাস, এত ভক্তি না থাকিলে কি নির্ব্বাসিত যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইতে পারিতেন? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, চাতুর্ব্বর্ণ জাতি সমূহের শ্রেষ্ঠ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত ভূপালগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া ভক্তপ্রবর যুধিষ্ঠির আজ কৃষ্ণের সামান্য অস্পৃশ্য চর্ম্মকারের সেবা সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল, চিন্তিত, ও পরম আগ্রহান্বিত।

যাহাহউক এদিকে চর্ম্মকার পল্লীতে দরিদ্রতম বাল্মীকি মহোদয় গৃহে নিমী-

লিত-লোচনে ইষ্টদেবের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য, এমন সময়ে বীরাগ্রগণ্য ভীমার্জ্জুন স্বদলবলে, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রোহিদাসের সেই ভক্তি-পূর্ণ বিশাল বক্ষস্থল, জ্যোতির্ম্ময় মুখাবয়ব, চাকচিক্যময় প্রশস্ত ললাট দর্শনে ভীমার্জ্জুনের মনে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের উদয় হইল।—তাঁহাদিগের অবস্থানুযায়ী বীর্য্য, পরাক্রম, খ্যাতি, যশ, গর্ব্ব, সকলই ভক্ত সন্দর্শনে অবনত ও অন্তর্হিত হইল। দুই ভ্রাতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ভয়ে সবেগে বাল্মীকির পদদ্বয় লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। চমকে ভগ্নধ্যান হইয়া বাল্মীকি মহোদয় সত্রস্তে নেত্রোন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, মহা পরাক্রান্ত রাজানুজ, মধ্যম ও তৃতীয় পাণ্ডব, পদতলে পতিত। তিনি ভীত চকিত হইয়া কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাল্মীকির সেই দীনভাব দেখিয়া ভীমার্জ্জুনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ অশ্রুলীলার পর ভীম মহাশয় কম্পিত-কলেবরে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে বৈষ্ণবকুলতিলক! দেব-দুর্লভ আপনার পদ-রজোদানে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরী পবিত্র করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক রাজধানীতে শুভাগমন করুন।" আহা! নিরক্ষর বাল্মীকি অত উচ্চ সাহিত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তবে বুঝিলেন, যে তাঁহাকে রাজবাটী যাইতে হইবে। তখন ধীরে ধীরে বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে বলিলেন :—

"তবে যদি যাব আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো সমান যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি॥
উচ্ছিষ্ট পাড়িব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুক্রি যোগ্য না হইব॥"

যাহাহউক, বাল্মীকি যাহাই বলুন, ভীমার্জ্জুন মহাসমারোহে তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন, পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভক্তপ্রবর বাল্মীকি এ রহস্য কিছুই বুঝিলেন না। বিরক্ত হইয়া, "কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ" বলিতে বলিতে নেত্র নিমীলিত করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় সমারোহে স্বধামে রাখিয়া আসা হইল। হরিধ্বনি করিয়া মহা-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যজ্ঞীয় শঙ্খ যেন বাল্মীকির সম্মান বৃদ্ধির জন্যই এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন শঙ্খঘণ্টা উচ্চৈঃস্বরে বাজিয়া যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মহারাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়া, মনে মনে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ এই বাল্মীকি চরিতে ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশিত। "শুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ বাধ্য," জাতি ধন বুদ্ধি বিদ্যা পদমর্য্যাদার অপেক্ষা নাই, এই বাল্মীকি তাহার অন্যতম জাজ্বল্য

উদাহরণ। শ্রুতিপুরাণ, গীতা ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রও এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন, যথা—যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিপ্রিয়োমাধবঃ। ভগবান্ ভক্তিতে বদ্ধ, ভক্তিপ্রিয়।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর।)

"নচাপত্যসমঃ স্নেহঃ" এ কথা প্রায় সকল জীব জন্তুর পক্ষেই খাটে। আমাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের মাতৃ-স্নেহ অনেকেই দেখিতে পান। আরও আশ্চর্য্য এই যে মাতৃ-প্রকৃতি-প্রাপ্ত হিংস্রজন্তুগণও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শাবকাদি পালন করে!—মানবশিশু তাহাদের ভক্ষ্য হইলেও তাহারা নিরাশ্রয় মানবশিশুকে পাইলে স্বীয় সন্তানবৎ প্রতিপালন করে; পুস্তকাদিলিখিত "ব্যাঘ্রপালিত মানুষ" এবং কলিকাতা দাসাশ্রমের "ভল্লুকপালিতা কন্যা" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, মাতৃ-স্নেহ ইতর ও হিংস্র জন্তুর মনেও যখন এত প্রবল, তখন জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, হৃদয়বিশিষ্ট মানবজাতির মাতৃ-স্নেহ যে অপরিসীম ও চিরস্থায়ী, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সন্তান গর্ভস্থ হইলে সেই ভ্রূণের উপরেই মাতার স্নেহসঞ্চার হয়। গর্ভস্থ শিশু কিসে নিরাপদ থাকিবে, কিসে সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইবে, ইহাই মাতার ভাবনা। স্নেহাতিশয়ে আনন্দ ও আগ্রহে মাতা প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করেন; তাহার পরে নিদারুণ প্রসববেদনা—যে যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে মানবের সাধ্য নাই, যে যন্ত্রণার পরিণাম মৃত্যুও হইতে পারে, সেই দুঃসহ বেদনা সহিয়াই মাতা সন্তান প্রসব করেন। আবার সদ্যঃপ্রসূতা মাতা সন্তানের মুখ দেখিয়া এত আনন্দিতা হন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এত ব্যগ্র হন, যে নিজের মরণাধিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া প্রাণের সন্তান হীনাঙ্গ হইয়াছে কিনা, তাহার শারীরিক ক্রিয়া সকল উপযুক্ত রূপে সম্পাদিত হইতেছে কিনা ইহাই মাতার প্রধান চিন্তনীয় হয়। সেই চেতনাবিশিষ্ট জড়বৎ শিশুটীকে "মানুষ" করা যে কি আয়াসসাধ্য কি শ্রমসাধ্য, তাহা মাতাই জানেন, আর পরম মাতাই জানেন। সেই অসহায় নিরাশ্রয় শিশুটী মাতার হৃদয়ের শোণিত, জীবনের আনন্দ, মমতার পুত্তলীরূপে পালিত হয়—তাহার সকল অভাব পূর্ণ হয়। একই মা তাহার ধাত্রী, দাসী ও মেথরাণী রূপে নিযুক্তা থাকেন। মল মূত্রে মাতার শরীর ডুবিয়া থাকে, স্তন্য

স্রাবে অজস্র শোণিত ব্যয় হইয়া শরীর কৃশ হইতে থাকে, তাহাতেও মা'র কত আনন্দ! শিশুর পীড়া হইলে মাতা রোগীর ন্যায় স্নানাহার ত্যাগ করেন, রোগীর ন্যায় ঔষধ পথ্য গ্রহণ করেন; শিশুর শরীর-পোষণ আশয়ে মাতা স্তন্যবৃদ্ধিকর আহার পানীয় গ্রহণ করেন এবং শিশুপালন অনুরোধে মাতাই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি সকলকে সংযত করেন। দাসত্বের মহত্ব, আত্মত্যাগের দেবত্ব মাতৃ-হৃদয়ে মাতৃ-ব্যবহারে সর্ব্বদাই দেখা যায়। এ জগতে সাধারণ মানব সুখপ্রার্থী; যে কেহ সুখের ক্ষতি করে, সাধারণ মানব তাহার হাত এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু অলৌকিক—মাতৃ-চরিত্র ইহার বিপরীত। এ জগতে সন্তানের জন্য মা "সর্ব্বসুখহারা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দেহ শিশুর মল মূত্র বমনাদি লিপ্ত, আহার নিদ্রাদি হইতে বঞ্চিতা, রোগাদির জন্য সদাই শঙ্কিতা—এত দুঃখভাগিনী মা কেবল সন্তানেরই জন্য; কিন্তু সন্তানকর্ত্তৃক মাতৃ-হৃদয় এত নিপীড়িত হইলেও, মাতার বিরক্তি দূরে থাকুক, স্নেহ-সিন্ধু সহস্র স্রোতে উথলিয়া সেই সন্তানকে ডুবাইতে থাকে! আবার সন্তানের মধ্যে যেটী কাণা খোঁড়া প্রভৃতি বিকলাঙ্গ, অথবা পীড়িত, মূর্খ, বা দরিদ্র বলিয়া জন-সমাজে অবহেলনীয়—এক কথায় যে সন্তানটী হইতে মাতার সুখ, শান্তি, আশা প্রভৃতি সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই হতভাগ্য সন্তানটীই মা'র বড় যত্নের ধন—বড় আদরের জিনিস হয়! নিষ্ঠুর সংসার "অধম" দেখিয়া পাছে পদ-দলিত করে, এই ভয়ে মা সেই দুর্ভাগ্য জীবটীকে স্নেহের বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখেন! এমন নিঃস্বার্থতা, এমন স্বর্গীয় প্রেম, জগৎ আর দেখিবে না! মাতৃ-হৃদয়ের উপমেয় পদার্থ জগতে আর মিলিবে না! এইজন্যই, মাতৃ-তত্ব বুঝিয়া মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে ডুবিয়া আর্য্য ঋষিগণ, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া গিয়াছেন,

"নাস্তি মাতৃ-সমা ছায়া
নাস্তি মাতৃ-সমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃ-সমং ত্রাণং
নাস্তি মাতৃ-সমা প্রিয়া॥"

"মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই, মাতার ন্যায় আশ্রয় আর নাই, মাতার ন্যায় রক্ষা আর নাই, মাতার ন্যায় প্রিয় বস্তুও আর নাই!" আমরাও বুঝিতে পারি মায়ের মত ত্রিতাপজ্বালা-নাশিনী দেবতা আর নাই!

এ সংসারে সুখের দিনে যেমনই হউক, দুঃখের দিনে মহাপাপীও ভগবান্‌কে একবার মনে করে। সেই রকম সৌভাগ্যের সময়ে যাহাই হউক, দুর্ভাগ্যের সময়ে অতি বড় কৃতঘ্ন সন্তানও "মা" বলিয়া নিশ্বাস ছাড়ে। তাই রোগী রোগ-যাতনায়, শোকী শোক-যাতনায়, ভীরু বিভীষিকায়, সকল ব্যথিতেরাই ব্যথার সময়ে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে;

ভগবানকে ডাকিলে মহাপাপীর পাপের জ্বালা যেমন জুড়ায়, মা'কে ডাকিলে বড় দুঃখীর দুঃখের জ্বালাও সেইরকম জুড়াইয়া থাকে। মানব রোগী হউক, শোকী হউক, শিশু হউক, বৃদ্ধ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, বড় ব্যথার সময়ে সে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেই। কুসন্তান হইলেও সেই মাতৃ-স্মরণে তাহার আত্মা এক পলকের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিবেই। তাই বলিতেছি মা'র মত অমৃতময়ী দেবতা যেমন এ জগতে আর নাই, "মা" শব্দের মত অমৃতময় শব্দও সেইরূপ ভাষায় আর নাই! মানবশিশু জীবনের প্রথমে "মা" বলিতে শিখে, প্রাপ্ত বয়সে মাকে সম্বোধন ভিন্ন আত্ম-তৃপ্তির লালসাতেও প্রতিদিন অগণ্য বার "মা" মা" করে, মুমূর্ষু মানবও বুঝি তাহার শেষ নিশ্বাস "মা" বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু এতবার ব্যবহৃত হইলেও "মা" শব্দ সন্তানের প্রাণে চির-নূতন! "মা" উচ্চারণ করিলেই সন্তান-হৃদয়ে নব বল, নবোৎসাহ, নব স্ফূর্ত্তি, নব-জীবনী সঞ্চারিত হয়! শুনিয়াছি অমৃত পান করিয়া কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না—এ বিষয়ে সত্যতা জানিতে মানবের উপায় নাই, কিন্তু মা'কে ডাকিয়া ডাকিয়া সন্তানের পরিতৃপ্তি কখনও হয় না ইহা সকলেই বুঝিতে পারি। এ জগতে মাতৃ-স্নেহ যেমন অমৃত, মাতৃ-স্তন্য যেমন অমৃত, মাতৃ-ক্রোড় যেমন অমৃত, মার আদর যেমন অমৃত, 'মা' বলিয়া ডাকাও সেই রকম অমৃত! 'মা' বলিলেই সন্তানের বুকে অমৃত-স্রোত বহে! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই হিন্দু-সম্প্রদায় জগদীশ্বরকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিয়াছেন! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই সে দিন ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ভগবান্‌কে মাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছেন! ভগবান্ বলিয়া ডাকিলে যাহার হৃদয় শুষ্ক থাকে, 'মা' বলিয়া ডাকিলে তাহার হৃদয়ও ভিজিয়া যায়! এই টুকুই ভগবানের কৌশল! তবে এ কথা কুসন্তানের জন্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলাবাগান।

আমাদের পরিচিত কোন বাবুর একটী কলাবাগান ছিল। বাবু জাতিতে কায়স্থ, বয়স পঞ্চাশের অধিক। কৌলীন্য আছে, বিলক্ষণ সুশিক্ষা আছে, ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র যশঃ আছে। আমরা যত দূর জানি, ভগবদ্ভক্তিও অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি কলাবাগানের প্লাইট্ জানিতেন না। তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বালক কালে পিতা মাতা

বর্ত্তমানে একবার বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্নী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী হইলেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিশাভ্রমণে বহির্গত পতির আগমন প্রতীক্ষায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে হইত, তজ্জন্য পত্নীর মনে একটু ব্যথা থাকিলেও তিনি কখনই পতির প্রতিকূলচারিণী হন নাই। যাহা হউক, বাবুজীর যৌবননদীতে ভাঁটা পড়িবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর লোকান্তর হইল। পত্নীর প্রতি স্নেহ, মমতা কি অনুরাগ যে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে অতিশয় কাতর হইলেন! হইলে কি হয়, এখনও ধন আছে, ধনাগমের উপায় আছে, বয়স আছে, বাসনা আছে।

বাবুজীর কলাবাগানে দ্বাদশটী মাত্র কলাগাছ ছিল। কিন্তু গাছ কয়টী খুব বড় বড়; একটী গাছের অসংখ্য বাস্না বা বাইল দ্বারা বাগানের অনেক স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ কলাবাগানে বাবুর এক ঘর ধোবা প্রজা বাস করিত। ধোবা ও ধোবানী ভিন্ন তাহাদিগের অন্য পরিজন ছিল না। বাবুজী কলাবাগানের কলা, মোচা, থোড়, পাত প্রভৃতি নিত্যই ভোগ করিতেন বটে; কিন্তু বাগানটী কেমন, তাহা প্রায়ই চক্ষে দেখিতেন না এবং তাহাতে কোন প্রকার কর্ষণের বা পাইটের প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও জানিতেন না। কালে ভদ্রে কখনও যদি বাগানের কথা মনে পড়িত, একবার বেড়াইতে যাইতেন; কিন্তু ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইতেন না—তাহারা কোথায় আপন কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের সাক্ষাৎ না মিলিবার আর একটু কারণও ছিল। কলাগাছের বাইলগুলি শুষ্ক না হইলে বাবু তাহাকে বাসনা বলিতেন না, আমরাও বলি না। শুষ্ক বাসনাই পুড়াইতে হয়, এই ই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ঐ ধোবা কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকার বাইলকেই বাসনা বলিত এবং ঐ উভয়বিধ বাসনাই ছেদ করিবার জন্য বাবুকে নিয়তই অনুরোধ করিত। আরও বলিত, "কাঁচা বাসনা পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তত হয়, তদ্দ্বারা কাপড়ের ময়লা কি, গাত্রের ময়লাও ছাড়িয়া যায়। আর এই বাসনা সকল যত অধিক পরিমাণে ছেদ করা যাইবে, বাগানে মোচা কলা তত অধিক ফলিবে এবং মোচা কলা ভোগের সুখও বাড়িবে।" বাবুজীর, ছোট মুখে বড় কথা আদৌ ভাল লাগিত না। তিনি মনে করিতেন, ধোবা বেটা নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ; আপনার ক্ষারের জন্য আমার সাধের কলাবাগান নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঢলঢলে কাঁচা বাসনা সকল নাকি ছেদ করা যায়? এই সকল বাসনা ছেদ করা আর আমার এক একটা অঙ্গ ছেদ করা উভয়ই সমান।" এইরূপ ভাবিয়া ধোবাকে কহিতেন, "শুন ধোবা, তুমি আমার বাগানের একটী বাসনাতেও হাত দিবে

না ; ঐ সকল আমার বড় সুখের সামগ্রী ; যদি আমার একটী বাসনা নষ্ট হয়, তোমাদের উভয়কেই বাগান হইতে তাড়াইয়া দিব।" ধোবা ধোবানী সেই জন্য বাবুকে প্রায় দেখা দিত না।

পত্নীবিয়োগে যখন বড় কাতর, তখন বাবুজী মহাশয় এক দিন বাগান বেড়াইতে গেলেন। পত্নীর সহিত একাদিক্রমে বিংশতিবর্ষ সংসার ধর্ম্ম করিয়াছেন। মনের কত সুখ দুঃখ, কত আশা ভরসা, কত ভাবের বিনিময় তাঁহার সহিত হইয়া গিয়াছে। এমন অনেক ক্ষতির অনুভব হইতে লাগিল, পত্নীর অভাবে চিরকালে যাহার আর পূরণ হইবে না। এমন সুখ অনেক মনে পড়িতে লাগিল, হয়ত এজন্মে আর তাহা পাইবেন না—ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বাগানে উপস্থিত হইলেন। অদ্য বাগানে যাইবামাত্র ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ধোবাকে একটু আদর করিয়া নিকটে ডাকিলেন। বাগানের কলাগাছ গুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। আজ প্রায় সকল গাছেই ২।১টী শুষ্ক বাসনা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া দুঃখ হইল। ধোবার বাসনা ছেদের পরামর্শ আজ একটু মিষ্ট বোধ হইল। হইলে কি হইবে? যে কখনও বাসনার উপর অস্ত্রাঘাতের চেষ্টা করে নাই, বাসনা-ছেদ তাহার পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধোবা, বাবুর ভাব বুঝিয়া কহিল, "কলাগাছে যে সকল বাসনা শুষ্ক হইয়াছে, তাহা কাটিব কি? বাবু কহিলেন, "আজ না।" ধোবা মনে মনে কহিল, "তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।" ধোবার মুখ হইতে বাসনাচ্ছেদের ব্যবস্থা বাহির না হইলে বাবুজী মহাশয় হয়ত আজ ২।৪টী বাসনা ছেদ করিতেন। কিন্তু একে ধোবার কথা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না, তাহাতে আবার তাহাদের স্ত্রীপুরুষের অসঙ্গত নাম দুইটাতে তিনি হাড়ে চটিয়া ছিলেন। ধোবার নাম "বৈরাগ্য" এবং ধোবানীর নাম "প্রজ্ঞা," সুতরাং তাহাদের কথা শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না ; গম্ভীরভাবে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এখন বাবুজীর বয়স প্রায় ত্রিষষ্টি বর্ষ। একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তই হইয়াছে আর দার পরিগ্রহ করা হইবে না, কেননা ৩।৪টী পুত্র কন্যা ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ঘর সংসার করিতে আসিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থাও হইয়াছেন। গৃহিনীর অভাবে আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদির ভরণ পোষণ, অতিথি সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ ইত্যাদি কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যিনি আজন্ম সকল বাসনার প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন,—কখনও ভুলিয়াও একটা বাসনার ছেদ সহ্য করেন নাই, কাম অর্থাৎ আত্মইন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা সহসা পরিহার করা তাঁহার পক্ষে

অসাধ্য। বাবুজী মহাশয়ের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বাসনা প্রবল পবন-সন্ধুক্ষিত দাবানলবৎ জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে পাত্রীর সন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু সকল পাত্রীর বয়ঃক্রমই বাবুজীর অল্প বলিয়া বোধ হয়। হইতেও পারে, দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, পাত্রী যত বড় হয়, ততই ভাল। বাবুজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমাদের ঘরে অনূঢ়া কন্যার অধিক বয়স হইতে পারে না, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ করিলে আমার যোগ্যা পাত্রী পাইতে পারি। তদ্‌ভিন্ন আমি এ অবস্থায় সুখী হইতেও পারিব না। তবে সমাজ কিছু গোল করিতে পারে। তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই একটী বিবাহার্থিনী বিধবার সন্ধান পাইলেন। বাবুজী স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। বিধবা রমণীর রূপলাবণ্য ও কথাবার্ত্তায় বাবুজী মুগ্ধ হইলেন। যথাকালে বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে একটু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যেমন সরোবরের গভীর জলে নিমগ্ন ব্যক্তি তীরস্থ আহ্বানকারীর বাক্য শুনিতে পায় না, তেমনি বাবুজী দ্বিতীয়া পত্নীর স্নেহ মমতায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, উপরি উক্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। উভয়ের প্রতি গাঢ় আসক্তি ও মমতা জন্মিল। বাবুজীর প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-জনিত সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু নিরন্তর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি না হইয়া ঘৃতাভিসিক্ত বহ্নির ন্যায় তাহা বৃদ্ধি পায় এবং আত্ম সুখ কামনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিষয় ভোগ করা অপেক্ষা পরসুখ কামনা-পরিচালিত হইয়া উপভোগ করিলে অধিক আনন্দ হয়, ইহা তাঁহার একবারও মনে হইত না। সুতরাং কোন দিন কোন সুখের কামনা পূরণের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই মন অশান্ত হইয়া উঠিত। এইরূপে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়া গেল।

এত দিনে বাবুজী মহাশয়ের কাল-চক্রদর্শন হইল। কালচক্রখানি ত্রিগু-ণাত্মক ও দ্বন্দ্বভাবরূপ অসংখ্য ব্যাসের সমষ্টি। ঐ সকল ব্যাসের উভয় প্রান্ত চক্রনেমি খর্ব্ব করিয়াছে। যে ব্যাসের এক প্রান্তে শীত, সেই ব্যাসের অন্য প্রান্তে উষ্ণ; যাহার এক প্রান্তে আলোক, তাহার অন্য প্রান্তে অন্ধকার; যাহার এক প্রান্তে সুখ, তাহার অন্য প্রান্তে দুঃখ; যাহার এক প্রান্তে আশা, তাহার অন্য প্রান্তে নৈরাশ্য; এইরূপ রাগ দ্বেষ, শুভাশুভ, শোকশান্তি, আসক্তিবৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, কামপ্রেম, ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবে কালচক্রের নেমি আবৃত রহিয়াছে। এই চক্র ঘূর্ণায়মান। সুতরাং আজ যিনি যে সকল ভাব ভোগ করিতেছেন

চক্রের আবর্ত্তনে অবশ্যই তাহার বিপরীত ভাব সকল তাঁহাকে একদিন না একদিন ভোগ করিতেই হইবে। কাজেই আমাদের বাবুর বয়স গড়াইল, বার্দ্ধক্য আইল, ধন ফুরাইল, দারিদ্র্য দেখা দিল, ধনাগমের পথে কাঁটা পড়িল ;—কাল-চক্রের ভীষণ ঘর্ষণে সব গেল ; কিন্তু গেল না কেবল মনের সুখাশা। নব-প্রণয়িনীর নিকট পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপিয়া যে সকল সুখসম্ভোগ যেরূপে করিয়াছেন, এখনও ঠিক্ সেই আশা। বাবুজী আত্ম সুখাসক্ত ও বিলাসী ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম ভাব এক কালেই নির্জ্জীব হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি এক্ষণে পত্নীকে ধর্ম্মোপদেশ ও বিবিধ সময়োপযোগী উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ইহার মধ্যেও আত্মসুখ কামনা ছিল। কেননা তাঁহার উপদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই যে পত্নী এক্ষণে তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া আপনার বিলাস লালসা একটু খর্ব্ব করুন, নচেৎ ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু পত্নীর বিলাসলালসা এখনও বাবুজীর অপেক্ষা অধিক বলবতী ছিল ; বিশে-ষতঃ পাকা ডালের যোড় কলম মজবুত্ হয় না। পত্নী, বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "তোমার বয়স বাইট্ বর্ষ হইতে চলিল ; এখনও তোমার এত কেন? আরও দেখিতেছি, তুমি আমার সুখের হিংসা কর ; আমার ভাল খাওয়া পরা দেখিতে পার না। তোমার ইচ্ছা যে, আমি তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সজিনার শাক খাইয়া ও নেকড়া পরিয়া কাল কাটাই। কেন? তোমার জন্য এত করিব কেন? আমিত তোমার পত্নী নই,—তুমিও আমার পতি নও। যাঁহার সহিত প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, এবং যাঁহাকে লইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর ঘর করিয়াছি, তিনিই আমার প্রকৃত পতি। আমি কেবল সুখের জন্যই তোমাকে বিবাহ করিয়া-ছিলাম ; তোমার যখন আর আমাকে সুখী করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার জন্য প্রাণ কাঁদাইলে কি হইবে? এখনও যে তোমাকে যত্ন করি, সে আমার দয়া। এখন যত শীঘ্র তোমার মৃত্যু হয়, ততই আমার মঙ্গল ; আমার যেরূপ রূপ আছে, আমি এখনও আর একবার বিবাহ করিতে পারি।" পত্নীর এই সকল কথা শুনিয়া বাবুজীর মস্তক ঘূর্ণিত হইল। অনেক ক্ষণ নীরবে রহিয়া কহিলেন,—

"বিধৌবামে বামঃ সুহৃদপি
সকামং প্রভবতি।"

বুঝিলাম, নিশ্চয়ই বিধি আমার প্রতি বাম হইয়াছেন, নতুবা তোমার ন্যায় সুহৃদ্ বাম হইবে কেন? ভাল! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি যে তোমার সুখের হিংসাকারী, ইহা কি তোমার বিশ্বাস? না রাগের কথা?" গৃহিণীর হৃদয় অতি সরল,

কিন্তু রাগ হইলে এক কালে আত্মহারা হইতেন। সেই আত্মহারা অবস্থাতেই ঐ সকল উক্তি করিয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ত্তাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া হৃদয় গলিয়া গেল। কহিলেন,—"তুমি কয়-দিন ধরিয়া নানা প্রকার এলোমেলো কথা কহিয়া আমাকে জ্বালাতন করি-তেছ; এমন কি আমার সুখাভিলাষ ও বেশবিন্যাস দেখিয়া আমি যেন অন্য পুরুষাভিলাষিণী হইয়াছি, ভঙ্গীক্রমে তাহা বলিতেও ত্রুটি করিতেছ না। ঐ সকল কথা এক কালে বন্ধ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ উক্তি করিয়াছি; নচেৎ এত মর্ম্মান্তিক ও এত নিষ্ঠুর বাক্য কি আমি তোমাকে বলিতে পারি? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ দাঁড়া-ইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।"

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া বাবুজী আর কোনও কথা কহিলেন না। কঠোর চিন্তার বেগে সে দিন সমস্ত নিশায় একবারও চক্ষু মুদিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে, এত দিন তোমার সহিত খেলা খেলিলাম, তাহাতে একটী চাল্ ভুল হইয়াছিল; তাহাতেই এই বৃদ্ধ বয়সে এত দুঃখ পাইলাম; এক্ষণে সেই ভুল শুধ্‌রাইয়া পুনরায় নূতন খেলায় রসিব।" বলিয়াই বেগে প্রস্থান করি-লেন। গৃহিণীর উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না। একেবারে কলাবাগানে উপস্থিত। যাইবামাত্রই ধোবা ধোবানী সম্মুখে হাজির। আজ কলাগাছের অনেক বাসনাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হইল। আজ বাবুজীর চক্ষে বাগানের অবস্থা অতীব শোচনীয় বোধ হইতে লাগিল। যেন সন্ধ্যাকালে শূন্য শ্মশানে পিশাচের "হো হো" শব্দ শুনিতে পাইলেন। ধোবাকে ডাকিয়া কহিলেন, "অহে, তুমি অনেক দিন হইতে ক্ষার করিবার জন্য আমার কলাবাগান হইতে বাসনাচ্ছেদের দরবার করিয়া আসিতেছ। আজ আমি দাঁড়াইয়া হুকুম্ দিতেছি, সকল গাছের সকল বাসনায় এক কালে অগুণ ধরাইয়া দাও।" ধোবা কহিল, "মহাশয়, বলেন কি? আমিত অনেক বাগানের বাসনা সংগ্রহ করিয়া থাকি, কখন কাহার মুখে এমন কথা শুনি নাই; বিশেষ আপনার মুখে একথা বড়ই অসম্ভব। কেননা আপনি কখন একটী শুষ্ক বাসনাও কাটিতে দেন নাই। আজ বাগানের (হৃদয়) সকল বাসনা এক কালে জ্বালা-ইতে আদেশ করিতেছেন, অথচ প্রত্যেক গাছেই (ইন্দ্রিয়) দুই চারিটী কাঁচা বাসনা আছে; শুষ্ক বাসনার আগুনে যে সে গুলিও পুড়িয়া যাইবে? আমি ধোবার ছেলে,—বাসনা পোড়া-নই আমার ব্যবসায়,—আমি কাঁচা শুক্‌না সকল বাসনাই পুড়াইতে পারি; কিন্তু কলাগাছের কাঁচা বাসনায় আগুণ দিলে তাহা হইতে যে অরুন্তুদ

ধূমোদ্গম হইবে, তাহার জ্বালা মানুষে সহিতে পারে না,—সে জ্বালা সহ্য করা কি আপনার ন্যায় ঘোর সকাম পুরুষের কার্য্য ?" বাবু কহিলেন, "কাঁচা বাসনা দাহের জ্বালা সহ্য করা আমার ন্যায় 'ঘোর সকাম' পুরুষেরই কার্য্য। কেননা আমি জানি, বাসনা পোষণে যে জ্বালা পাইতেছি,—বাসনা দাহনে সে জ্বালা পাইব না।" ধোবা, বাবুর কথা শুনিয়া একটু হাসিল,—সে হাসিতে সমস্ত কলাবাগান উদ্ভাসিত হইল। বাবুর দিকে বাম হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া ধোবানীকে ডাকিয়া কহিল,—"হে ধোবানি, দিনত আখের ছুয়া,—বাসনা মে আগ্ লাগাও। কামনা সমুদ্রের বিলাস তরঙ্গে ভাসমান বঙ্গদেশের যে বাবু বৃদ্ধবয়সেও শুষ্ক বাসনার সহিত দুই চারিটী কাঁচা বাসনা পুড়াইতে পারেন, আমরা তাঁহার চরণ শিরে ধারণ করি।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ)

আমাদের অবলম্বিত নিয়মানুসারে ভাদ্র মাসের পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন গতিকে তাহা ঘটে নাই। এই জন্য এই আশ্বিনের সংখ্যায় আশ্বিন ও কার্ত্তিক একত্র প্রকাশিত হইল।

আশ্বিন।

বর্ষার আরম্ভ ও শেষ, সকল বর্ষে একরূপ হয়না। আরম্ভ, কোন বর্ষে অগ্রে ও কোন বর্ষে পরে হয়। ঐরূপ শেষও, কোন বর্ষে কিছু অগ্রে, কোন বর্ষে কিছু পরে হইয়া থাকে। যে বর্ষে বর্ষার শেষ, কিছু অগ্রে হইয়া যায়, সেই বর্ষে শীতলাকের যাবতীয় ফসলের বপন ও রোপন আশ্বিন মাসে করা যাইতে পারে, নহিলে কার্ত্তিক মাসের অপেক্ষা করিতে হয়। কপি, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পালং, মুলা, চুকোপালং, গাজোর, বিট্ প্রভৃতির বপণ ও রোপণ করিতে হয়। কপি রোপণ করিবার ক্ষেত্র কিরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, আমরা ভাদ্র মাসের বিবরণ মধ্যে যে কথা বলিয়াছি সেইরূপে প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে চারিদিকে দেড় হাত অন্তর কপির চারা রোপণ করিতে হয়। কপি ক্ষেত্রে প্রতি পক্ষে একবার জল সিঞ্চন করিতে হয় বেগুন, হরিদ্রা, কি আদার ভূমির ন্যায় যদি কপি ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে দাঁড়ার পার্শ্ববর্ত্তী পিলি বা ছলি সকলে জল সিঞ্চনের বেশ সুবিধা হয়। কপি ক্ষেত্রে

দাঁড়া বাঁধার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কোন কোন দেশের কৃষকগণ কপি ক্ষেত্রকে সমভূমি করিয়া থাকে। কিন্তু যে দিক হইতে জল সিঞ্চনের সুবিধা আছে, তাহার বিপরীত দিক্ অভিমুখে ঐ ভূমি ঢাল করিয়া থাকে, তাহাতে সিঞ্চিত জল সহজেই গড়াইয়া সকল ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিতে পারে। জল সেকের পর "যো" হইলেই কোদাইল দ্বারা ক্ষেত্রের সমস্ত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিতে হয়। মৃত্তিকার যে অবস্থায় তাহাতে রস থাকে, অথচ খননকালে লাঙ্গল বা কোদাইলে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর সেই অবস্থাকে "যো" কহে। কপি গাছের যে সকল পত্র শুক বা পক্ক হয়, কিম্বা পচিয়া যায়, তাহা সর্ব্বদাই ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এদেশে সচরাচর বাঁধা, ফুল ও ওল এই ত্রিবিধ কপির চাস আবাদ হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকার কপিরই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে।

আলু,—মাঘের শেষে কিম্বা ফাল্গুণের প্রথমে আলুগাছের মূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহাই কৃষকেরা বীজের জন্য রাখিয়া থাকে। আলুর বীজ কিরূপে রাখিতে হয়, আমরা যথা সময়ে সে কথা বলিব। এক্ষণে আলু রোপণের কথা বলি বীজ আলু সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে এক একটী বীজ রোপন করিতে হয়। এক শারি হইতে অন্য শারির অবকাশ যেন এক হাতের কম না হয়। যে দিন আলু রোপণ করা যায়, সেই দিন প্রত্যেক বীজের উপর জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক। যতদিন চারা বাহির না হয়, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐরূপ জলের ছিটা দিতে হয়। রাজমিস্ত্রীগণ যেরূপ খড়ের আছাড় বাঁধিয়া আপনাদিগের কার্য্যবিশেষে জল ব্যবহার করে, আলুর বীজের উপর সেইরূপ খড়ের আছাড় দ্বারা জল দেওয়া উচিত। এদেশের কৃষকেরা একস্থানে এক একটী আলুর বীজ রোপন করে কিন্তু এক একটী বীজের উপর যতগুলি চক্ষু থাকে, ততগুলি চারা বাহির হয়। আয়রলণ্ডের কৃষকেরা যে সকল আলুর বীজ রোপণ করে, তাহা অপেক্ষাকৃত বড়। এজন্য তাহারা একস্থানে একটী আলু না পুঁতিয়া একটী আলুকে দুই, চারি, অথবা তদধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড একস্থানে পোঁতে। ঐ খণ্ডে যতটী চক্ষু থাকে, ততটী চারা বাহির হয়। আলুর জমি প্রস্তুত করার কথা যথা কালে বলা যাইবে। স্থূলতঃ উহার জমি বারমেসে হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রায় বার মাসই উহাতে চাস দিতে হয়, অথচ আলু রোপণের পূর্ব্বে উহাতে কোন ফসল, কি আগাছা, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি হইতে দেওয়া হয়না। হইতে দিলে জমির তেজঃক্ষয় হয়। ঐ জমির মাটী কাশির চিনির ন্যায় চূর্ণ ও শিথিল হওয়া আবশ্যক।

কৃষকেরা বলেন, আলু ক্ষেত্রের মাটী এমন শল হইবে, যেন তাহাতে ভরন্ত (জলপূর্ণ) কলসী ফেলিলে না ভাঙ্গে। যাহাহউক, বীজ রোপণের ৫।৭ দিন পরেই এক একটী বীজ হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়। ঐ সকল চারার মধ্যে যে গুলি সতেজ ও পুষ্ট, তাহা রাখিয়া দুর্ব্বল চারা গুলি মারিয়া দিতে হয়। তাহাতে অবশিষ্ট চারা-গুলি অধিকতর বলবান্ হয়। উভয় শারির মধ্যবর্ত্তী জমিতে পিলি কাটিয়া প্রতি সপ্তাহে এক একবার জল সেচিয়া দিতে হয়। জলসিঞ্চনকালে এরূপ সতর্ক হইতে হইবে, যেন আলুর চারায় জল না লাগে। চারায় জল লাগিলে চারা পচিয়া যাইতে পারে। পিলি কাটিবার সময় চূর্ণ মৃত্তিকা গাছের শারির গোড়ায় ধরাইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পিলিতে জলদিলে দাঁড়ার শুষ্ক মৃত্তিকা কর্ত্তৃক ঐ জল শোষিত হয়। তাহাতেই গাছের পুষ্টি হয়। এই জল-শোষণ কালে দাঁড়ার অনেক মাটী ঝরিয়া পিলিতে পড়ে। পিলির জল শুষ্ক হইয়া "যো" হইলেই মাটী খুঁড়িয়া এবং কতক মাটী দাঁড়ায় ধরাইয়া দিবে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ বা মাঘ পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

রাঙ্গাআলু.—গোবরের সারই রাঙ্গা-আলুর উপযুক্ত সার। রাঙ্গাআলুর জমিতে অধিক পরিমাণে ঐ সার দেওয়া আবশ্যক। ঐ আলুর লতার এক কি দেড় হাত পরিমাণে ডগা কাটিয়া তাহার মাঝে খানে মাটী চাপা দিয়া রোপণ করিতে হয়। ঐরূপ ডগাকে বলয়াকারে জড়াইয়া কেবল অগ্র ভাগের ৫।৬ অঙ্গুলি মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত বলয়টী মাটী চাপা দিলেও হয়। লতার যে অংশ মাটী চাপা পড়ে, তাহাতে যতগুলি পত্র কক্ষ থাকে, প্রত্যেক পত্র কক্ষ হইতে শিকড় নির্গত হয়। রাঙ্গাআলুর ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নিড়াইবা এবং খুঁড়িয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থানে শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও রাঙ্গাআলুর চাস আবাদ করিয়া থাকে।

পালংশাক,—শীত কালে যত প্রকার দেশীশাক জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে পালং অতি সুখাদ্য। উহা শীতকালের বেগুন ও মূলার সহিত মিলাইয়া উত্তম তরকারী হয়। বিশেষতঃ উহার গোড়া ও শিষ বড়ই মিষ্ট। উহার বীজ অতি কঠিন, শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না। উহা একবারে ভূমিতে বপন করিলে অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। তন্মধ্যে কীট, পতঙ্গ ও ভেকে উহার অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য ঐ বীজ ৪।৫ দিবস জলে ভিজাইয়া পরে একদিন নেকড়ার পোট্‌লায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। এইরূপে বপন করার পরও যে কয় দিন উত্তমরূপে অঙ্কুর নির্গত না হয়, কলাপাতা, বা মান কচুর পাত দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। নচেৎ

পিপীলিকা এবং পূর্ব্বোক্ত কীট পতঙ্গে ঐ বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। বপন অধিক না ঘন হয়। বপন বিরল হইলে গাছ গুলি বড় ও সতেজ হয় এবং জমি নিড়াইয়া দিবার সুবিধা হয়। যে কোন শাকের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পালং ক্ষেত্রে ঘাস হইলে শাক ভাল হয়না এবং শাকে পোকা ধরে। এজন্য পালং ক্ষেত মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে।

মূলা,—মূলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার অনেক বচন আছে। যথা,—

"শতেক চাসে মূলা, তার অর্দ্ধেক তূলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাসে পান॥
খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলাবুন।
মূলার ভুই তলা, কুশরের (ইক্ষু) ভুঁই ধুলা॥

মূলার ভূমিতে অনেক চাস দিতে হয় এবং চাস দিয়া ঐ ক্ষেত্রের মৃত্তিকাকে তূলার ন্যায় কোমল ও শিথিল করিতে হয়। শরতের শেষে, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে মূলার পুরাতন বীজ বপন করিতে হয়। মূলার বীজ যত পুরাতন হয়, ততই ভাল। নূতন বীজ কোন কার্য্যের নহে। প্রথম বপন খুব ঘন করিবে। পরে গাছ গুলি শাক খাই-বার উপযুক্ত হইলে মধ্যে মধ্যে শাক তুলিয়া খাইতে হয়। নূতন ও কোমল মূলার শাক ভাজা, সরিষা বাটার সহিত মিলিত হইলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। মূলার শাক ভোজনে দ্বিবিধ উপাকার। প্রথম উৎকৃষ্ট শাক ভোজন, দ্বিতীয় কতক গুলি গাছ তুলিয়া ফেলায় মূলার ক্ষেত্রে বিরল হয়। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ সতেজ হয় এবং স্থূল ও কোমল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রের মূলা এমন কোমল ও সুস্বাদ হয় যে কাঁচা খাইতে বড় সুখ বোধ হয়। মূলা রন্ধন করিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।

চুকোপালং,—ইহা টক্, অধিক খাইতে ভাল লাগেনা। কিন্তু ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি পালং শাকের ক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে চুকো পালঙ্গের বীজ বপন করিয়া রাখিতে পারেন।

শিম্বী,—ইহা নানাবিধ। পটুলে, আলুতাবোল, দুধে, বাঘনখো ইত্যাদি। শীতকালের তরকারী, প্রথমে হাপোরে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। চারা গুলি আধহাত তিন পোয়া পরিমাণের হইলে হাপোর হইতে তুলিয়া মাচার তলে, অথবা অন্য কোন বৃহৎ বৃক্ষের তলে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু অন্য গাছের তলা অপেক্ষা মাচার তলায় রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কেননা অন্য গাছের আওতায় শিম্বী-লতার অনিষ্ট হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার ও জল দেওয়া ভিন্ন শিমের অন্য কোন আবাদ নাই।

মাঠ কড়াই,—ইহার আর একটী নাম চিনের বাদাম। ছোলা, মটর,

কলায় ইত্যাদির ন্যায় ইহারও প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে, খাইতেও মন্দ নহে। কিন্তু উহা তৈলাক্ত, এজন্য অধিক খাইলে উদরের অসুখ হয়। এই উদ্ভিদের একটী প্রকৃতি আশ্চর্য্য। আশ্বিন মাসে উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে উহার বীজ বপন করিতে হয়। গাছে ফুল ধরিবামাত্র উহার শাখা সকল নম্র হইয়া মাটীতে ঝুলিয়া পড়ে এবং ফুল সহ মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। মাটীর মধ্যেই ফল জন্মে এবং পরিপক্ক হয়। এজন্য ঐ ফলের জমি অধিক পরিমাণে কর্ষিত ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক। নহিলে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল জন্মে না। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যত শিথিল হইবে, মাঠ কড়াই তত অধিক পরিমাণে ফলিবে।

গুঁড়ি কচু,—কচু অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কোন কোন কচু অতি সুখাদ্য তরকারী। যাঁহারা "বিশ্বকোষ" নামক বিস্তৃত অভিনব অভিধানের "ক" পর্য্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কচু কত প্রকার এবং তাহার চাস আবাদ কিরূপ। যাঁহাদের পড়া ঘটে নাই, অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার বিশ্বকোষের কচু পড়িবেন। এদেশে গুঁড়ি কচু ভিন্ন, অন্য কচুর আবাদ প্রায় হয় না। আমরা বৈশাখ মাসে তাহার চাস আবাদের কথা বলিয়াছি। এই মাস হইতে ঐ কচু তুলিতে ও খাইতে হয়।

মান কচু,—উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য। মান কচু এক দিকে যেমন পুষ্টিকর, অন্য দিকে তেমনি লঘুপাক। মান কচুর চারার কতক গুলি শিকড় ও গেঁড়ুর কিয়দংশশুদ্ধ এবং মাইজ পাতাটী ছাড়া আর সকল পাতা কাটিয়া চারাটি রোপণ করিতে হয়। মানকচু রোপণের অনূ্যন এক পক্ষ পূর্ব্বে একহাত কি পাঁচ পোয়া পরিমাণে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সারমাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। অপরার্দ্ধ শূন্য থাকিবে। যে মাটীর দ্বারা গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে, সেই মাটীর উপর গর্ত্তের মধ্যে চারা পুঁতিতে হয়। যে টুকু ফাঁক থাকে, সে টুকু আপনি পুরিয়া যায় এবং ঐ অংশে অতি শীঘ্র কচু জন্মে। কচুর মুখ গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া উঠিলে তখন উহার গোড়ায় ছাই ধরাইয়া দিতে হয়। ছাই যত উচ্চ করিয়া দিতে পারা যায়, কচু ততই বৃদ্ধি পায়। মান কচুর বৃদ্ধি উপরের দিকে এক বর্ষের মধ্যে যত খানি কচু জন্মে, তাহাই কোমল ও সুখাদ্য।

"কচু বলে যদি ছড়াস ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥
নদীর ধারে পুঁতলে কচু।
কচু হয় তিন হাত উঁচু॥"

নদীর ধারে মান কচুর আবাদ করিলে খুব বড় বড় কচু হয়।

আশ্বিন মাসে যে কয়েকটী ফসলের

কথা বলা হইল, বাগানে বা ক্ষেত্রে তদ্ব্যতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বে মাসের যে সকল ফসল আছে, এই মাসে তাহাদেরও আবশ্যক মত পাইট করিয়া দিতেহয়।

কার্ত্তিক।

যো বাঁধা—জ্যৈষ্ঠমাসে কেবল আল-বালের কথা বলা গিয়াছে, যোবাঁধা, তাহার ঠিক্ বিপরীত ক্রিয়া। অর্থাৎ সকলপ্রকার তরু লতার গোড়া খুঁড়িয়া চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা মূলের চারিদিক্ উত্তম-রূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহাতে ঐ চূর্ণ মৃত্তিকার ছিদ্র মধ্যে বায়ু ও উত্তাপের চলাচল হওয়ায় মূলস্থ মৃত্তিকা সকল কথঞ্চিৎ সরস থাকে ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ্-শরীরও সুস্থ থাকে। এরূপ না করিলে পরবর্ত্তী শীতে মূলস্থ মৃত্তিকা পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। তাহাকে কৃষকেরা "শিলিয়ে যাওয়া" বলে।

ওষধি,—ফল পাকিলেই যে সকল উদ্ভিদ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। এই মাসে প্রায় যাবতীয় ওষধির চাষ আবাদ হইয়া থাকে।

আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ যদি আশ্বিনমাসে না হইয়া থাকে, এই মাসে করা যাইতে পারে।

শাখা কলম,—যাঁহাদিগের ফুলের বাগান আছে, তাঁহাদিগকে গোলাব, করবী, জবা, বেল, মল্লিকা, যুঁথি, স্থলপদ্ম ইত্যাদি শাখা কলম এই মাসেই করিতে হয়। ঐ সকল পুষ্পের পরিপক্ক শাখা সকল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে ছেদন করিয়া একটা আটাল মৃত্তিকার চৌকা বা হাপোরে ঈষৎ হেলাইয়া পুঁতিতে হয়। কলমের যে মূলটি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে হইবে, সেই মূলটী ঠিক কলমের (লেখনীর) ন্যায় করিয়া কাটিতে হইবে এবং সেই মুখের ত্বক্ বা ছাল ছেঁচিয়া না যায়, কাটিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। বেল, মল্লিকা, যাঁতি, যূঁথির, "দানা কলম"ও উত্তম হয়। তাহাও এই মাসে করা আবশ্যক। ঐ সকল তরুর দীর্ঘ ও পরিপক্ক শাখা সকল গাছ হইতে নোয়াইয়া গাছের একপার্শ্বে ঐ শাখার কিয়দংশ মাটী চাপা দিতে হয়। শাখাটী না নড়ে, এজন্য ২।১ খানি ইষ্টক বা প্রস্তর উহার উপর চাপা দিলে ভাল হয়। যে চৌকায় শাখা কলম রোপণের কথা হইল, রোপণের পর প্রত্যহই তাহাতে জলসিঞ্চন করিতে হয় এবং ঐ চৌকার মৃত্তিকার অল্প নিম্নেই বালুকা বা ইটের খোয়া দিতে হয়। তাহাতে সিঞ্চিত জল অধিকক্ষণ উপরে তিষ্ঠিতে পারে না, জল অধিকক্ষণ উপরে থাকিলে শাখা কলম পচিয়া যাইতে পারে। আবার প্রতিদিন জলসিঞ্চন না করিলে উঁই ধরিয়া শাখাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। এই মাসে গোলাব গাছের মূলের চারি-দিকের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মূলে রাত্রের শিশির ও দিনের রৌদ্র খাওয়াইতে হয়। এইরূপে ১০।১৫ দিন রাখিয়া পরে পার্শ্বের খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মূল উত্তম-

রূপে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই ক্রিয়াটি বেশ চাতুর্য্য সহ করিতে পারিলে গোলাব ফুল খুব বড় বড় হয়।

এই মাসে ধনে, কার্পাস, তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, পলাণ্ডু, কাঁকুড়, উচ্ছে, পটোল মটোর, বরবরটী, ছোলা, সর্ষপ ইত্যাদি হরিত খন্দের চাস আবাদ করিতে হয়। বিলাতী কুমড়ার আবাদ এ মাসেও হইতে পারে।

ধনে,—যেমন তেমন জমি, একটু জলাল হইলেই তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে জন্মে। সুয়, মেথি, কালজিরে, রাঁধুনী, মৌরি, এদেশে ভালরূপ জন্মে না; তবে উহাদিগের সুগন্ধি শাক খাইতে বড়ই মুখপ্রিয়। ঐ শাকের জন্য অতি অল্প পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্যের আবাদ করা যাইতে পারে।

তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, কাঁকুড়, এই তিনটি ফসল বালুকাময় পলিমাটীযুক্ত চড়া ভূমিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। তরমুজ মাটী চাপা দিলে খুব বড় হয়। চড়া ভূমিতে ঐ সকল ফসল করিবার সুযোগ যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের ঐ সকল ফসলের ভূমিতে বালুকা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। বালুকা ঐ সকল ফসলের একটি সার স্বরূপ। যে সকল গুল্ম বা লতার ডাঁটা সবুজ ও সরস, সাধারণতঃ বালুকাময় ভূমিতে তাহারা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উচ্ছে ও পটোল,—এই দুইটি ফসলের চাষ আবাদ প্রায় একই প্রকার এবং উপরি উক্ত প্রকার ভূমিতে ইহাদিগেরও আবাদ হইতে পারে ৩।৪ হাত অন্তরে উচ্ছের থানা দিবে, নহিলে পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে বড় কষ্ট হয়। এক এক থানায় উচ্ছের বীজ ৩।৪ টার অধিক রোপণ করা উচিত নহে। এক থানায় অধিক গাছ হইলে কোন গাছই সবল ও পুষ্ট হয় না। পটোলের গেঁড় সকল প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ঐ সকল গেঁড়র মূল হইতে কল বাহির হয়। তখন উহাদিগকে ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পটোলের থানা ও বীজ রোপণের প্রণালী উচ্ছেরই মত। পুনঃ পুনঃ ভূমি নিড়াইয়াও খুঁড়িয়া দেওয়াই পটোলের প্রধান পাইট। আমরা পটোলের ভূমি সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছি, খনাও তাহাই বলিতেছেন।

"শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস্ পটল।
তাতেই তোর আশা সফল॥"

মটর, বরবটী, ছোলা, যাঁহাদিগের এই তিন ফসলের চাস আবাদ অধিক পরিমাণে করিবার সুযোগ নাই, তাঁহারা শুটি খাইবার জন্য আপন আপন উদ্যানে উহার কিছু কিছু আবাদ করিতে পারেন। কাঁচা মটরাদি নানাবিধ তরকারীর সহিত পাক করিয়াও খাওয়া যায়। এই সকল ফসলে জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই;

জল পাইলে উহাদিগের অনিষ্ট হয়। উহারা হৈমন্তিক, হেমন্তের শিশির দ্বারাই পুষ্ট হইয়া থাকে। ফাঁকে ফাঁকে জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন উহাদিগের অন্য পাইটনাই।

সর্ষপ ও তিসি,—এই দুই ফসলের প্রয়োজন সকলেই জানেন। আশ্বিনের শেষে, বা কার্ত্তিকের প্রথমে উহাদিগের বুনানি হয়। নূতন ডাঙ্গা জমিতে, বিশেষতঃ ভিটা জমিতে সর্ষপ উত্তমরূপ হয়।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।" সর্ষপের বপন ঘন এবং রাই নামক অপেক্ষাকৃত বড় সর্ষপের বপন বিরল হওয়া আবশ্যক। খনা বলেন —

"খনা বলে চাসার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো।"

আশ্বিনের শেষ ভাগ। আমরাও পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছি। বর্ষার অগ্রপশ্চাতে কার্ত্তিকের প্রথমভাগেও সরিষার বপনা দ হইয়া আসিতেছে।

"সরিষা বলে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপ্ড়ে বুক।"

এক ক্ষেত্রে এককালে সরিষা কলাই, কিম্বা সরিষা মুগ বপন করিলে এক খরচে ও এক শ্রমে দুইটী ফসল হওয়ায় কৃষকের বড় লাভ বোধ হয়। এই জন্য খনা তাহাদিগকে বুক চাপড়াইতে, অর্থাৎ আনন্দ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

আলু ও কপি—এই দুই ফসলের জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও আলুর ক্ষেত্রে সাত দিন অন্তর এবং কপির ক্ষেত্রে পনর দিন অন্তর জল সিঞ্চন ভিন্ন কার্ত্তিক মাসে উহাদিগের অন্য পাইট্ নাই।*

কতকগুলি সুমাতা।

সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে নৈতিক জীবনই মনুষ্যের যথার্থ জীবন বলা যাইতে পারে। নীতি বিনা যে জীবন, তাহা পশুজীবন বই আর কিছুই নহে। মানব যদি অপকর্ম্ম করে বা সাধ্য থাকিতে নিরপরাধ জন্তুর প্রাণ রক্ষা না করে, কর্ম্মক্ষম জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাণী হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে, তবে মানব জীবনের মহত্ত্ব রহিল কোথায়? আধুনিক সমাজের দুরবস্থার কারণ কি? মূলে ঐ নীতির প্রতি অনাদর। আমাদের বালকদিগের দোষ দিব কি? জননীগণ তাহাদের নিকট এমন কিছু উচ্চ নীতির আদর্শ দেন না যাহা দেখিয়া

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত কৃষিশিক্ষা হইতে কার্ত্তিকের অধিকাংশ বিবরণ সংকলিত হইল। কাপাস ও পলাণ্ডুর চাষ আবাদের বিবরণ স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে দেওয়া হইল না, আগামী বারে হইবে।

তাহারা নীতিমান্ হইতে পারে। পশু অপেক্ষা তাহারা যে কারণে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণটী উহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। উচ্চনীতিই যে "যথার্থ জীবন" "প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সত্যকে লাভ করিবে" এই উপদেশ পাইলে ও ইহার মত কার্য্য দেখিলে শিষ্য নিশ্চয়ই রত্ন" হইবে। পুর্ব্বকার সুমাতাগণ শিশুকে প্রতি কার্য্যেই ঐ শিক্ষা দিতেন। ঐরূপ দুইটী রমণীর বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

২। কয়াধু। ইহার বিষয় ইতি-পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে সবিস্তর আলোচনা হইয়াছে। ইনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষী এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের জননী। সংক্ষেপে প্রহ্লাদের সহিত জননীর একদিনের বাক্যালাপের পরিচয় দিব। দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যকশিপু যে সময় হরিনাম করা অপরাধে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহ্লাদকে যন্ত্রণা দ্বারা নিষ্পেষিত করিতেছেন, সে সময় প্রহ্লাদ শরীরকে তুচ্ছ করিয়া নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন। পরিশেষে কিছু-তেই দৈত্যরাজ তাহাকে জব্দ করিতে না পারিয়া আজ্ঞা করিলেন একবার অন্তঃপুরে উহার জননীর নিকট লইয়া যাও। দৈত্যানুচরগণ ধূলায় ধূষরিত ম্লান-মুখ প্রহ্লাদকে জননীর নিকট লইয়া গেলে কয়াধু প্রিয়পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। যে সকল অনুচর নিকটে ছিল, তাহা-দিগকে মৃদুবাক্যে কহিলেন "নির্জ্জনে যত্ন করিয়া না বুঝাইলে ইহার দুর্ম্মতি দূর হইবে না, অতএব তোমরা স্থানা-ন্তরিত হও।" তাহারা প্রস্থান করিলে কয়াধু সস্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং মধুরবাক্যে কহিলেন "বৎস! তোমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইয়াছি। শঙ্কর বিরিঞ্চি ইন্দ্র নারদ প্রভৃতি যাঁহার অনন্ত করুণার এক এক বিন্দু মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্পদশালী ও কৃতার্থ হইয়া-ছেন, উহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পদ। মহা-জনগণ যে জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হন, সাধারণের সেই জ্ঞানই উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ঐ শ্রেষ্ঠবিদ্যা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা লাভ হইবে না—মনে মনে একান্ত যত্ন-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গরূপ উপায়ে উহা উপা-র্জ্জন করা যায়। এ সংসারের সমস্তই বৃথা জলবুদ্বুদমাত্র। কি অপরিমেয় ধনরত্ন, উচ্চপদ মর্য্যাদা কি অসংখ্য দাস দাসী কি সুরম্য হর্ম্ম্য ও উপবনাদি এবং স্নেহময় পুত্র কলত্রাদি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন দুরন্ত কাল উহা গ্রাস করিবেই। রে পুত্র! এমন কি এই যে তোমার লাবণ্যময় সুকুমার দেহ-যষ্টি, ইহাও কালের কবলিত রহিয়াছে। বৎস! এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অনিত্য তুচ্ছ পদার্থের জন্য যে মূঢ় সময় ও শক্তি অপব্যয় করে, তাহাকে তুষাবঘাতীর সহিত তুলনা করিবে। যে হেতু তুষা-বঘাতী তুষ আঘাত করে মাত্র, তাহার

তণ্ডুল লাভ বিড়ম্বনা হয়। এইরূপ অনিত্যতার মধ্যে কদাচ যে সাধু ভাগ্যবান্ ধীর পুরুষের নিত্য জ্ঞান হয়, সেই ধন্য। সমস্ত সংসার মরণশীল, এই মহাকোলাহলের মধ্যে যে সেই সার নিত্যানন্দ চৈতন্যময় দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতে বিহার করে, সেই সাধুই নমস্য।—তাত! বিঘ্ন বাধায় ভয় কি? তাহাতে অনিত্য শরীর বিনা অন্য কিছু ধ্বংস করিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয় চিত্তে হরিনাম কর। বিপদ ভঞ্জন তাঁর একটী নাম, ঐ নামটী সাধন কর।" বিশ্বাসী জননীর সদুপদেশে বিশ্বাসী পুত্র দ্বিগুণ উৎসাহিতচিত্তে বিভুপদে প্রাণ দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৩। কৌশল্যা। রামায়ণ পাঠকালে রাম সীতা লক্ষ্মণের পরেই কৌশল্যা দেবীর চরিত্র আমাদের চক্ষে পড়ে। দুঃখের বিষয় রামায়ণে তাঁহার বিষয় অধিক জানিবার উপায় নাই। দশরথ নৃপতির মহিষীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। সর্ব্বদাই ব্রত উপবাসাদিদ্বারা তিনি কুলদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। যদিও কৌশল্যা পতিপ্রিয়া ছিলেন না, তথাচ একান্ত পতিপ্রাণা ছিলেন, পতি তাহার সর্ব্বনাশ করিলেও কখনও পতিনিন্দা করেন নাই। যখন রামচন্দ্রের রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে বনগমন করিতে হইবে, কৌশল্যা শুনিলেন, তখনও তিনি পতিনিন্দা করেন নাই। নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি "হা বিধি এ কি করিলে? মন্দভাগিনীর সুখ তোমার সহ্য হইলনা। বুঝিয়াছি যে কখনও সুখভোগ করে নাই, তার সুখ বিধাতার সহ্য হয় না। রাজকুলে জন্মিয়া আমার মত হতভাগিনী অতি অল্পই আছে। প্রথমাবধি পতিবিমুখ। কল্য পুত্র রাজা হইবে, অদ্য তাহার বনবাস। দ্বাদশ বৎসরাবধি যে আশা করিয়াছি, অকস্মাৎ তায় বজ্রাঘাত! হা বিধি, হা দেব! নৃপতির দোষ কি, সকলি আমার দুরদৃষ্ট!" এইরূপ অবস্থায় কোন্ রমণী পতির দোষ না দিয়া থাকিতে পারেন? কৌশল্যার এইরূপ গুরুজননিষ্ঠা, এইরূপ উদার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সদ্গুণ হইতেই বোধ হয় রত্নাকর সদৃশ অশেষ গুণশালী বীরপুরুষ রামচন্দ্র মাতৃগুণে গুণবান্ হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে ধীরচিত্তে সপত্নী ও স্বামি নিগ্রহ সহ্যকরা অত্যন্ত গৌরবজনক সন্দেহ নাই। এক সময় কৌশল্যা যমযন্ত্রণা সদৃশ সপত্নীগণের বাক্য যন্ত্রণা এবং স্বামীর অবজ্ঞা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কালে পুরুষোত্তমের জননী হইয়া ভাগ্যবতী ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ঝিঁঝিঁট। একতালা।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কৃত গীত পরিবর্ত্তিত।

+। ‖ । ‖ । । । । ‖
ধ নি প প ম প ম গ গ
সে-দিন কে-মন-ভা-ব-লি-না- মন,

+। ‖ । ‖ । ‖ ‖।
প প ধ ধ ধ নি সা˙
যে- দিন জী- বন যা- বে- রে।

+। ‖ । ‖ ‖ । । ‖
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা. সা˙ ঋ˙ সা˙
বি- ষয়- ম- দে ম- ত্ত হ- য়ে

+। ‖ । ‖ । ‖ ‖।
নি নি ধ প ধ নি সা˙
তাঁ- রে ভু- লে আ- ছ- রে॥

+। ‖ ‖ । ‖ । । ‖
ধ নি প ধ নি নি নি নি
(১ম) জা- ন শূ- ন্য বা- ক্য ছা- ড়া,
(২য়) ভ- ব শ- য্যা ভ- গ্ন বা- সে,
(৩য়) নী- লা- ম্বর আর বল-বে ক- ত,

+। । । । ‖ ‖ । । ‖
সা. সা˙ নি সা˙ ঋ˙ সা˙ সা˙ নি নি
(১ম) ছাঁ- বে- না লো-কে বল্ বে ম- ড়া,
(২য়) ল- য়ে যা- বে শ্ম-শা- ন বা- সে,
(৩য়) যে মু- খে খা- ও প- ক্বা- মৃ-ত,

+। । । ‖। । ‖ । ‖
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ ঋ˙ সা˙
(১ম) প- রি বা- রে দে- বে ছ- ড়া,
(২য়) হ- ঙ্গ র- সে পা- লং পো-সে,
(৩য়) সে মু- খে- তে দা- রা সু- ত,

+। ‖ । ‖ । ‖ ‖।
নি নি ধ প ধ নি সা˙
(১ম) য- খন ল- য়ে যা- বে রে॥
(২য়) কে আর হে- সে শো- বে- রে॥
(৩য়) আ- গুণ জে- লে দে বে- রে॥

শিশু পালন।

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে,তন্মধ্যে শিশুপালনই, পিতা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এই গুরু ভার মাতাকেই অধিকাংশ বহন করিতে হয়, তবে পিতার নামোল্লেখ করার কারণ এই যে পিতার সাহায্য পাইলে কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং সময় সময় পিতার সাহায্যের বিশেষ আবশ্যকতাও হইয়া উঠে। এই সাহায্য কেবল অর্থ নহে, অর্থভিন্ন অন্যান্য সাহায্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। পিতাকে অনেক সময় অর্থোপার্জ্জন ও বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, আর মাতার গৃহকার্য্যের মধ্যে প্রধান অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বগণের আহার প্রস্তুতি ও শিশুপালন। এই শিশুপালন করিতে হইলে সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই পিতা মাতাকে সাবধান থাকিতে হয়। সন্তা-

নের সহিত পিতামাতার স্বাস্থ্য ও স্বভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তবে বাল্যাবধি সুশিক্ষা ও সুনীতি দ্বারা শিশুর স্বভাব গঠিত হইলে দুশ্চরিত্র পিতামাতার সন্তানও সচ্চরিত্র হইতে পারে। * কিন্তু পিতা মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য সন্তানে যে দোষ সংঘটিত হয়, তাহা যুক্তি ও চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বর্গের পক্ষে পিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যিনি যত প্রকার বিশ্বহিতকর ব্রতে ব্রতী হউন না কেন, শিশু সুপালনই উহার মধ্যে প্রধান, কেন না শিশুগণ ভবিষ্যৎ সংসার ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, ইঁহাদিগকে নারী নরোচিত গুণে ভূষিত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বিশ্বের কোন্ হিতসাধন করা না হইল? সুতরাং শিশুকে সুপালন করাই বিশ্বের মৌলিক হিতসাধন কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই কথায় কেহ মনে করিবেন না যে আমি বলিতেছি, শিশুপালন ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিশ্বহিতকর কার্য্যই নাই, তবে ইহাকে বিশ্বের মৌলিক হিত বলিতে চাহি কেন? মনুষ্য সমাজ লইয়া বিশ্বের ভাল মন্দ ঘটনা। জ্ঞানী যোগী ঋষিগণ, তৃণ ও পর্ব্বতকে সমান চক্ষে দেখুন, ঈশ্বর হস্তী ও পিপীলিকাকে একই মহান্ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করুন, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য আমরা মনুষ্য সমাজের নিকট ধর্ম্ম ও সদ্গুণাবলী চাহি—যে ধর্ম্ম বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে, † সেই ধর্ম্ম মনুষ্য সমাজের নিকট চাহি আর চাহি একটী ক্ষুদ্র জীব হইতে সর্ব্বজীবের প্রতি সুবিচার ও দয়া। মনুষ্যসমাজ ব্যতীত ইহা আমরা অন্য কোন পার্থিব জীব লোকের নিকট আশা করিতে পারি না. তাই মনুষ্য শিশুর সুপালন ও সুশিক্ষা দ্বারা আমরা বিশ্বের উন্নতি ও মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করি। মনে করুন কোন ব্যক্তি আজীবন বিশ্বহিত ব্রত পালন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন, তাঁহার গুণাবলীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সুপালন ও সুনীতি শিক্ষা দ্বারা নীরোগ হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, ও দয়ালু ২০।২৫টী শিশুকে সৎস্বভাবসম্পন্ন যুবক যুবতী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহাহইলে ঐ যুবক যুবতীগণ দ্বারা সংসারের অনেক প্রকার হিত সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের শিক্ষকও পরলোক গমন

* পিতা মাতা অসচ্চরিত্র হইলে সন্তান সচ্চরিত্র হওয়া কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, কেননা অসচ্চরিত্র পিতা মাতা হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুশিক্ষা ও সুনীতি শিক্ষা দিলে শিশু কালে সচ্চরিত্র হইতে পারে।

† ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং সধর্ম্মইতিনিশ্চয়ঃ ॥
মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, একোনসপ্ততিতমোধ্যায়—৫০ শ্লোক।

করিয়া ইহলোকের অপূর্ণ কার্য্য পূর্ণ করিতে থাকেন।

ঈশ্বরের বিশ্বহিতের জন্য যে এক নিগূঢ় মহান্ উদ্দেশ্য আছে, জনক জননীর হৃদয়ে অসীম সন্তান-বাৎসল্য নিহিত করিয়া তাঁহার সে উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই শিশুপালন কার্য্য যে বিশ্বের হিতকর ও ঈশ্বরাভিপ্রেত ইহা বুঝিতে পারিয়া গৃহাশ্রমী জনক জননীগণকে জ্ঞানিগণ বার্দ্ধক্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। * যখন সহমরণ প্রথার অসীম আদর ও গৌরব ছিল, তখনও শিশু সন্তানের জন্য জননী সহমৃতা না হইলেও ধর্ম্মের হানি বলিয়া পরিগণিত হইত না, তাই পরীক্ষিত-জননী উত্তরা স্বামিশোকে কাতর হইয়াও সহমরণ যাইতে পারেন নাই। অতএব শিশুকে সস্নেহে লালন পালন করা যেমন জননীর স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি যাহা কিছু সৎকার্য্য তাহাই পুণ্য—যাহাতে বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বের একবিন্দুও হিত করা হয়, তাহাই পুণ্য। যদিও আপন আপন সন্তানগণকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করা জননীর ইচ্ছা, তবুও আমরা জানি না—বুঝি না যে কি করিলে সন্তান সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে ও স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমরা গল্প উপন্যাস পড়িতে চাই, উল বুনিতে চাই, বেশ বিন্যাস করিতে যাই, আরও কত কি শিখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সংসারের গুরুতর কার্য্য যে শিশুপালন সেই শিশু-পালন কিসে ভাল হইতে পারে, তাহা শিক্ষা করি না বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করি না; সুতরাং "শিশুপালন" লেখা আজকাল আমাদের নিকট বিড়ম্বনা মাত্র। তবে শিশুপালন যে আমাদের শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাই বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহারই আনুষঙ্গিক সামান্য সামান্য বিষয় দুই একটী দেখা যাইবে, কিন্তু তাহাও যে নির্ভুল একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

শিশুপালন গর্ভ হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত, কেননা অঙ্কুরেই উহার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে পরিণামফল মঙ্গল-জনক হয়। কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভের প্রথম অবস্থায় অরুচি হয়, সেই সময় ক্ষুধা নিবারণার্থ তাঁহাদের মুখরোচক ঝাল লবণ সংযুক্ত অম্লরস খাওয়া উচিত নহে, উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া সম্ভব। গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণের স্বাস্থ্যের দশাও তদ্রূপ হওয়া সম্ভব, বরং দুধ মিছিরী সরবত ইত্যাদি মুখরোচক লঘুপাক দ্রব্যাদি আহার করা কর্ত্তব্য। গর্ভের প্রথম অবস্থায় গুরুতর পরিশ্রম করা অনুচিত। সাধ পঞ্চামৃত উপলক্ষে নিমন্ত্রণাদিতে গুরুপাক দ্রব্যাদি অধিক

* "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥"
মনু ।৬।২।

পরিমাণে ভোজন করা উচিত নহে। আর গর্ভের সঞ্চার জানিতে পারিলেই অবসর মত 'ভারত কামিনী' ও 'ধাত্রী শিক্ষা' এবং ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা শুইয়া আলস্যে দিন কাটাইলে প্রসবের সময় প্রসূতিকে ভারি কষ্ট পাইতে হয়। এ বিষয়ে আলস্য-পরায়ণা বিলাসিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী প্রসূতিগণ আর অসভ্য নীচ বংশীয়া দৈনিক শ্রমজীবিনী প্রসূতিগণ প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। কোন সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন* যে তিনি দেখিয়াছেন কোন দৈনিক শ্রমজীবিনী রমণী পুরুষদিগের সহিত শস্য কর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটু আড়ালে গেল, অল্পক্ষণ পরে নদীতে গিয়া সদ্যঃপ্রসূত শিশুর সহিত পরিষ্কৃত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পুনর্ব্বার শস্য কর্ত্তন করিতে লাগিল। আর আমরা ২।৩টী ভদ্র বংশীয়া আলস্য-পরায়ণা সূতিনীকে প্রসবের প্রাক্কালে জীবন ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। কোনও বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া সেই বীজাঙ্কুর ভূগর্ভ হইতে যাহাতে সতেজে চারারূপে বহির্গত হইতে পারে, সেজন্য মালীর যেমন চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত, প্রসূতিকেও তেমনি গর্ভাবস্থা হইতে শিশুর মঙ্গল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় অতি হর্ষ, অতি ক্রোধ, অতি বিষাদ, অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হওয়া বিধেয় নহে, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত এবং নীরোগ হইবার চেষ্টা করা উচিত।

সাধারণতঃ আমাদের সূতিকাগার যে প্রণালীতে নির্ম্মাণ করা হয়, উহা অতি কদর্য্য এবং সূতিনী ও শিশুর পক্ষে বিপদজনক। একেত অপ্রশস্ত স্থান, তাহাতে আবার উহাতে না যায় গ্রীষ্মে বাতাস, না ঢাকে শীতের ঠাণ্ডা। এই অবস্থায় শয্যাদির যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাও ভাল নয়। ছেঁড়া মাদুর আর ময়লা বস্ত্র খণ্ড ইহাই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শয্যা। শিশু গর্ভে যে অতি গরমে থাকে, ইহা সহজে অনুমিত হইতে পারে, সুতরাং অমন গরমের মধ্য হইতে ভূমিস্পৃষ্ট হইলে তাহার লেপের ভিতর হইতে শীতল জলে পড়ার ন্যায় ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। গরমের সময় হইলেও সদ্যোজাত শিশুকে আমরা শীতে কাঁপিতে দেখিতে পাই এবং উহাকে আমরা গর্ভ-শীত বলিয়া থাকি। শীতকালে উক্তরূপ বিছানায় তাহারা যে কত সুখে থাকে, তাহা বুঝিতে অধিক সময় লাগে না। ইহাতে যে শিশু সুধু কষ্ট পায় এমত নহে, হয়ত ইহাতে শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। অতএব সেই অবস্থায় তাহাকে গরম জল ও সাবান দ্বারা সুপরিষ্কৃত করিয়া গরম বস্ত্রে উত্তমরূপে ঢাকিয়া

* বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত বাহ্য বস্তুর সহিত "মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" দেখ।

রাখা আবশ্যক। আমাদের পল্লীগ্রামের ধরণী (ধাত্রী) গণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত না হইলেও অন্য উপায় দ্বারা ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা বেশী পরিমাণে সর্ষপ তৈল শিশুকে মাখাইয়া ধীরহস্তে নেকড়া দ্বারা পরিষ্কার করে, তাহাতে শিশুর গাত্রমলা বেশ উঠিয়া যায়। অনন্তর আগুণের সেঁকে গরম করিয়া গর্ভ-শীত নিবারণ করে। কিন্তু উপরোক্ত উপায়ই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়। সূতিকাগার সেঁত সেঁতে, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না অথবা ঝালাপালা হওয়া উচিত নহে, কেন না শিশু যে কয়দিন সূতিকাঘরে থাকে, সেই কয়দিনই তাহাকে অতি সাবধানে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা, নাড়ীকাটার সময় সতর্ক হওয়া, গরমে থাকা ও স্তন্য বা জলমিশ্রিত উষ্ণ দুগ্ধ খাওয়া উচিত।* সূতিকাগারে আগুণ রাখা উচিত, কিন্তু ধোঁয়া হওয়া ভাল নয়, তজ্জন্য কয়লা বা গুলের আগুণ রাখা কর্ত্তব্য। শিশুকে সর্ব্বদা শুষ্ক স্থানে পরিষ্কার কোমল শয্যায় পরিষ্কার গরম বস্ত্রে আবৃত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। জননীর শরীরের অবস্থার সহিত যে শিশুর শারীরিক অবস্থার অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, প্রাচীনাগণ ইহা উত্তম রূপ জানিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা শিশুপালনে নিতান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন না। কি কুক্ষণেই যে বঙ্গ পরিবারের মধ্যে বিলাস-বিষ সংক্রামিত হইয়াছে যে আমরা আলস্য বশতঃ তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রাচীনাগণের সেই সুন্দর শিশু-পালন রীতি শিক্ষা করি নাই। কিন্তু ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাই 'ধাত্রীশিক্ষা' পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের শিশুপালনরূপ কর্ত্তব্য জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িতে-ছিল, কিন্তু ধাত্রীশিক্ষা যেন উহার সঞ্জীবনীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আশা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে অনেক প্রসূতি উহার উপকারিতা বুঝিতে আজও চেষ্টা করেন না। আমা-দের মধ্যে আজ কাল স্বধর্ম্মনিরত, হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ সৎসাহসী পুরুষের এবং শিশুপালন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা রমণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাই কবি বড় দুঃখে ক্ষোভে বলিয়াছেন—

"যত ভারত রমণী আছ ঘরে,
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে,
বল-বীর্য্য-হীন দাস-সুতে
কি কাজ প্রসবি অযুতে অযুতে।"

কিন্তু ভারতরমণী শিশুপালনে সুশিক্ষিতা হইলে 'বলবীর্য্যহীন দাসসুত" কি বলবীর্য্যসম্পন্ন হইতে পারে না?

* ধাত্রী শিক্ষা প্রথম অধ্যায় দেখ।

শুভ যাত্রিক।*

(সন ১৩০১ সাল, ২৭ শে ভাদ্র মঙ্গলবার)

১

শুভ ধান দূর্ব্বা দিয়ে
সাজায়ে মঙ্গল ডালা,
এস মা ভারত লক্ষ্মি!
এস যত বঙ্গবালা;
নিয়ে এস পূর্ণ কুম্ভ
সহকার-শাখা সনে,
বাজাও বিজয় শঙ্খ
সবে পুলকিত মনে;
সুখদা জোছনা ভরা
সুমঙ্গলা বিভাবরী,
নিথর গঙ্গার জলে
জাগিছে বৃটিশ তরী;
ছাড়ি ঘর ছাড়ি দেশ,
ছাড়ি পরিচিত জন,
দূর দেশে সে জাহাজে
যেতেছেন একজন—
বঙ্গ জননীর ছেলে
অনাথের সহোদর,
উদারহৃদয় আহা
বিশ্ব প্রীতি সরোবর।—
সাধিতে বিধির কাজ
যেতেছেন সিন্ধু পারে,
প্রবাসে, বিদেশে, দূরে,
সেই শ্বেতদ্বীপ দ্বারে!
সুমঙ্গল ধান দূর্ব্বা
দেহ সবে তাঁর শিরে,
নীরোগ সবল রবে,
পরাণের পূত আশা
সকলি সফল হবে!
বৎস-সনে গাভী যথা
তেমনি মা র'বে কাছে,
যে ছেলে "মায়ের ছেলে"
তার ভয় কোথা আছে?

২

চারিধারে নীল জল
করিছে ভৈরব খেলা,
সুনীল লহরী ছোটে,
নয়নে আসে না বেলা;
এহেন বিশাল নীল
মহাসাগরের পরে,
চলিছ বৃটিশ তরি!
কত শিশু কোলে করে;
যেতেছেন আজি দেখি,
আমাদের একজন—
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ
ডা'ক বিশ্বজননীরে;
মা'র বরে মা'র শিশু
বঙ্গজননীর শিশু
বড় আদরের ধন!—

* কলিকাতা সিটী কালেজের মূক ও বধির শিশুগণের শিক্ষার উন্নতি জন্য, তাহাদের জনৈক সদাশয় শিক্ষক গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন, এই কবিতাটি তদুপলক্ষে লিখিত।
লেখিকা।

দেবের আদেশ নিয়ে
যেতেছেন সিন্ধু পারে,
তুমি মা, "পরের ছেলে"
কখনো ভেবনা তাঁরে ;
মা'র কোলে শিশু যথা
তেমনি রাখিও তুমি,
নিরাপদে নিয়ে যেও
সে দূর বিলাত ভূমি।

৩

নমো মাতঃ! দয়াময়ি,
সিদ্ধিদাত্রী, শুভঙ্করী
পূরাও শিশুর আশা,
ও পদে মিনতি করি।
মৃত জড় পুনঃ বাঁচে
বোবা ছেলে কথা কয়,
বরদে, তোমারি বরে
সকলি সম্ভব হয়!
তোমার চরণ স্মরি,
করিতে তোমার কাজ,
বঙ্গ জননীর শিশু
বৃটনে যেতেছে আজ!
রেখ মা, সন্তানে সুখে
সে বিদেশে পরবাসে,
নিরাপদে পুনরায়
মা'র কোলে যেন আসে।
যার তরে সারা বঙ্গ
রহিল চাহিয়া পথ,
সে সুপুত্রে দয়া করি,
পুরিও মা, মনোরথ।

লেখিকা শ্রীমা।

পাঁচন মুষ্টিযোগ।

(৩৫৫ সংখ্যা—১১৪ পৃষ্ঠার পর।)

অর্শ।

আদা ও আম-আদা একত্র সেবন করিলে অথবা এক তোলা আতপ চাউল আর আদ তোলা চারা নিমের শিকড় একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ-রোগের শান্তি হয়।

পুরাতন শুক মূলা এক তোলা জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া কোন প্রস্তর বা কাচ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ঢাকিয়া শিশিরে রাখিবে। পর দিবস প্রাতে স্নান করিয়া উহা সেবন করিয়াই এক তোলা নিস্তুক (খোসা ছাড়ান কৃষ্ণতিল) ও এক তোলা আতপ চাউল চিবাইয়া খাইলে অর্শ সারে।

হরীতকী ২ তোলা গোমূত্রে চারি দিবস ভিজাইয়া কাটিয়া তুল্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবিত হইলে অর্শ ভাল হয়।

নিস্তুক কৃষ্ণতিল ২ তোলা, মাখন ১ তোলা, মিছিরী ১ তোলা, অথবা কচি পদ্মপত্র ৷৷০ তোলা ও ছাগদুগ্ধ এক ছটাক সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়।

অর্শ রোগের রক্তস্রাব হইলে গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া, সেই জলে শৌচ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

শূকরের রক্ত ও আফিং একত্রে অর্শের বলিতে লেপ দিলে বলি পতিত হয়।

বলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকিলে হরিণের শৃঙ্গ শিলে ঘসিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা গন্ধবিরজার ধূম তথায় দিলে বেদনার আশু শান্তি হয়।

ভাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ ৶০ আনা, ১ তোলা মাখনসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণার লাঘব হয়।

হরীতকীর আঁটির লম্বাদিকের দুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাটিবে, তৎপরে আঁটির লম্বা দিকেই একটী ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে ৯ গুণ অর্থাৎ ৯ খেয়া ব-সূতা প্রবেশ করাইয়া কটীদেশে ধারণ করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

প্রতিধ্বনি,—আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত এই সমালোচনা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলাম; কারণ এই পুস্তকখানি কোন পঞ্চদশবর্ষীয়া বামার প্রণীত। প্রতিধ্বনি কবিতাময় পুস্তক, রচয়িত্রীর নাম শ্রীমতী মৃণালিনী, এই পুস্তক প্রণেত্রীকর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃদেবচরণে উৎসর্গীকৃত। সেই উৎসর্গ পত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তক খানির কাগজ, মুদ্রাঙ্কন ও বাইণ্ডিং এত উৎকৃষ্ট যে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে তাদৃশ উৎকর্ষ দেখা যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক খানিতে অষ্টষষ্টী বিভিন্ন কবিতা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িত্রীর ভূমিকাপাঠে জানা গেল, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে রচনার সন, মাস, এমন কি তারিখ পর্য্যন্ত লিখিত আছে।

এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। অনেকে মনে করিতে পারেন, বামারচনার প্রশংসা করাই বামাবোধিনীর ব্যবসায়। নবশিক্ষিতা বঙ্গবালাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ঐ ব্যবসায় অবলম্বনে বামাবোধিনী কুণ্ঠিতা না হইলেও "প্রতিধ্বনির" প্রশংসা বাদে সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলিতেছি এত অল্প বয়সের রমণী—লেখনী হইতে এমন কবিত্বপূর্ণ এতগুলি সরল কবিতা আমরা

আদৌ দেখি নাই এবং ভরসা করি, প্রতিধ্বনির এই প্রশংসাবাদ অচির কাল মধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে। বামাবোধিনীতে স্থানাভাব না হইলে আমাদিগের পাঠক পাঠিকার অবগতি জন্য অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। বাঙ্গালা কবিতা পাঠে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগের সকলকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা "প্রতিধ্বনি" পাঠের কোন সুযোগ ত্যাগ না করেন। অন্ততঃ ফুল, পাপী, কখন বসন্ত এলো, ৺ সরোজিনী, ডেকেছি কেন, সুখের আশা, তখন ও এখন, বিষাদিনী, শেষ ;—কোন ব্যক্তিকে এক-খানা পুস্তক হাতে পড়িলে, এই কয়টী পড়িয়া লইবেন।

নূতন সংবাদ।

১। চীনজাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, কয়েক দিন হইল নিউব্যাঙ নামক স্থানে চীনেরা জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তৎপরে কয়েকটী জলযুদ্ধ হইয়া চীনেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতিমধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

২। ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা ৪৭৮৫ চাঁদা তুলিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল। বালিকাদিগের এ শুভানুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৩। বহরমপুরের জলের কল স্থাপনার্থ যত টাকা ব্যয় হইবে, মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বয়ং তাহা দিবেন। মহারাণীর রাজকীয় বদান্যতা চির-আদর্শ স্থল।

৪। গত জুনমাসে বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল বাহির হইয়াছে। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র আলবিয়ন রাজকুমার ও জে ঘোষাল ও ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারীর পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীর সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ হেতু ইংরাজ বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

প্রয়োজনীয় প্রার্থনা।

আমাদের হিন্দু সমাজে রমণীর পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। কন্যার পিতা, ভ্রাতা, খুড়া, জ্যেঠা, ইত্যাদি অভিভাবকগণ যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করাহইবে। কেহ একবার দেখিবেন না যে, যাঁহার করে চির জীবনের জন্য একজন অবলার সুখ, আশা, ভরসা সমস্ত অর্পিত হইবে, যাঁহার অধীন-হইয়া সেই দুঃখিনী অবলাকে অকূল সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তিনি সেই অবলার মনোনীত হইলেন কিনা ? এইত আমাদের সমাজের রীতি ! পতি পত্নীর মনোনীত এবং পত্নী পতির মনোনীত হইবেন কিনা বিবাহের পূর্ব্বে এক বার তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় না বলিয়া অনেক পরিবার অশান্তি-

রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। বিবাহ একটী কঠিন কার্য্য। বিবাহের পর হইতে মানবের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রীর দুইটী জীবন একটী জীবনে মিলিত করিয়া অতি সতর্কতার সহিত জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু দুইটী জীবন একত্র করিতে কয়জন জানেন? কয়জন পারেন? যিনি পারেন তিনিই ধন্য, তিনিই এই সংসারে স্বর্গসুখ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মানবের দুটী জীবন একত্রে মিলিত করিয়া নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় দুরূহ কার্য্য। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুইটী দ্রব্যের আবশ্যক—একটী প্রেম, অপরটী স্নেহ। সংসারে সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে উভয়ের সহিত এই মহামূল্য রত্নস্বরূপ এই প্রেম স্নেহের বিনিময় করিতে হয়। কিন্তু এই পবিত্র রত্নের বিনিময় করিতে কয়জন জানেন? আর একটী কথা, এই অমূল্য রত্নদ্বয়ের বিনিময় করাও বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী হইলেই যে এরত্নের বিনিময় করিতে পারেন তাহা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাহা পারিতেন তাহা হইলে প্রতি নিয়ত দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া স্ব স্ব জীবন ভার বোঝা বোধ হইত না। হৃদয় যাহার গুণে মোহিত হয়, তাহার সহিতই এই অমূল্য রত্নের বিনিময় করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি অগ্রে দেখা উচিত দম্পতিযুগল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের উপযুক্ত কি না? কিন্তু এই উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা নিরূপিত করাও দুরূহ কার্য্য, একজনের যাহাকে ভাল বোধ হয় অপরের যে তাহাকে ভাল বোধ হইবে তাহার নিশ্চয় কি?

কুমুদিনী চ'খে শশী, অতুল সুষমা রাশি
তা বলে কি ভাল লাগে নলিনীর নয়নে?

পাত্রীর অভিভাবকেরা যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পাত্রীকে সম্প্রদান করিলেন, পাত্রীর হয় ত তাঁহাকে ভাল লাগিল না—সকলের অজ্ঞাতে হয়ত তাঁহার হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তাই বলি প্রত্যেক লোকের রুচি বিভিন্ন প্রকার। হৃদয়ও এক প্রকার নয়। নিজের হৃদয় নিজে যেমন বুঝিতে পারা যায়, অপর সেরূপ বুঝিতে কোন মতেই সক্ষম নহেন। অতএব দম্পতিদ্বয় পরস্পরের প্রণয়ভাজন হইতে পারিবেন কি না, বিবাহের পূর্ব্বে সে পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের করেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই কঠিন পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের উপর ন্যস্ত হয় না বলিয়া স্বামী স্ত্রীর অপ্রণয় ঘটিত মনোমালিন্যে কত সংসার অশান্তি অনলে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়? স্বামী পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইলে সংসারে ক্লেশ থাকিবে না—দম্পতি-যুগল পরস্পর পরস্পরে পবিত্র প্রণয়সুখ উপভোগ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন।

কিন্তু হায় এ পোড়া ভারতে—পোড়া সমাজে আরকি সে সুখের দিন উদয় হইবে যে দিন সাবিত্রী দময়ন্তী ভদ্রা ইত্যাদি আর্য্য মহিলাগণ স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন? আমাদের হিন্দু সমাজে আর কি সে শুভ দিন হইবে? আমরা একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার কৃপায় যেন আমরা আবার সেই শুভদিন ফিরিয়া পাই। ভগবান্ যে দিন আমাদের এই প্রয়োজনীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন সেই দিন হইতে আর দম্পতিদিগের মনোমালিন্যে সংসার বিষময় হইবে না।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৮ সংখ্যা। — কার্ত্তিক ১৩০১—নবেম্বর ১৮৯৪। — ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সামস্থিক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় স্মরণার্থ সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৬১ বার্ষিক স্মরণার্থ সভা যেমন কলিকাতায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি দূরস্থানে এবং বঙ্গদেশের অনেক প্রধান প্রধান নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায় যেমন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি ভারতের স্ত্রী, পুরুষ, ভদ্র, ইতর সর্ব্বসাধারণের পরমহিতকারী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার কোন স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ সর্ব্বসাধারণের উদ্যোগ ও সহায়তা করা একান্ত বিধেয়। তাঁহার উদ্দেশে কলিকাতায় "রামমোহন রায় ক্লব" নামে একটী ধর্ম্মতত্ত্বালোচনী সভা এবং একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি।

জাতীয় মহাসমিতি—আগামী বড়দিনের সময় মান্দ্রাজে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহার জন্য উৎসাহ সহকারে আয়োজন হইতেছে। কানাডার গবর্ণরকে সভাপতির আসন গ্রহণার্থে আহ্বান করা হইয়াছে। আমেরিকার কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড এল, এল, ডি এবং ইংলণ্ডের লেডী হেন্‌রী সমরসেট্ এই দুই সুপ্রসিদ্ধা মহিলার সমিতিতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

স্ত্রীকবির মৃত্যু—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এস্ সত্যনাদনের পত্নী শ্রীমতী কৃপাবাই গত ৩রা আগষ্ট পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্গবালা তরুদত্তের ন্যায় ইহাঁর কবিত্বশক্তি

এবং ইংরাজী সাহিত্যে বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি ইংরাজীতে "সগুণা" ও "কমলা" নামক দুইখানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন; সগুণা খৃষ্টীয় কলেজ মাগাজিনে মুদ্রিত হইয়াছে, কমলা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ গুণবতী রমণী ৩১ বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন, ইহা ভারতের বড়ই দুর্ভাগ্য।

সুখের মৃত্যু—কনগ্রেসের উৎসাহী সভ্য রাজা রামপাল সিংহের মাতা ১২৫ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এত বয়সেও তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই।

দান—মহারাণী স্বর্ণময়ী হায়ার ট্রেণিং সভায় ৫০০ ও মূক বধির বিদ্যালয়ে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ—উভয় পক্ষের বার বার জয় পরাজয় হইয়া প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি খুব প্রবল। জাপানীরা একদিকে চীন রাজধানী পেকিন অধিকারে, অন্য দিকে চীনের প্রধান ধনাগার মৌকডেন নগর লুণ্ঠনে লোলুপ হইয়া অসংখ্য সৈন্য চালনা করিতেছে।

ভারত বিধবা — সেন্সসের গণনানুসারে, ভারতে বিধবা সংখ্যা আড়াই কোটি, তন্মধ্যে দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বাল-বিধবা সংখ্যা ৭০,০০০ হাজারের অধিক !!

ভগবৎ-কৃপা।

ভাগবত শব্দের অর্থ ভক্তিরস পাত্র ও ভক্তিরস শাস্ত্র। এই ভাগবত শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন, ভক্তি লাভের তিনটি কারণ; প্রথমতঃ জীবের ভজন সাধন, দ্বিতীয়তঃ সাধু কৃপা, তৃতীয়তঃ ভগবৎ কৃপা। আমরা আজ এই প্রবন্ধে প্রথমোক্ত দুইটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তৃতীয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞান, ও বুদ্ধিক্ষমতার যেরূপ প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্তিবাদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থরূপে অনাদৃত হইয়া থাকে, অথবা ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। এরূপ ঘটনা যে কেবল আজ কালই হইতেছে, এমন নহে; ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন এবং তাদৃশ যত্নশীল সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ জ্ঞান লাভ

করেন। যাহা হউক, "ভগবৎ কৃপা" বলিয়া একটা পদার্থ আছে এবং তাহাতে বিশ্বাস হইবার উপযুক্ত ঘটনাবলী কখন কখন জীব-চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অদ্য আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে রঙ্গনাথ বলিয়া এক দেব বিগ্রহ আছেন। তাঁহার শ্রীমন্দিরের অদূরে বারমুখী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রমণী বাস করিতেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বহুসংখ্য উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। আপনি বহুসংখ্যক সুন্দরী দাসী পরিবৃতা হইয়া পরম সুখে অট্টালিকায় বাস করিতেন। একদা মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার বাস ভবনের অদূরবর্ত্তী এক কুসুমোদ্যানে কতকগুলি বৈষ্ণব সাধু উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্ন তপনের প্রচণ্ড কিরণে পথভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উদ্যানের সুগন্ধি কুসুমযুক্ত ঘন পল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষচ্ছায়া ও সরোবরের শীতল জল উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহারা তৃপ্তি জন্য আনন্দ কোলাহল পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। বারমুখী আপনার বাস-প্রকোষ্ঠের বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া সাধুগণকে দর্শন করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

"দুষ্কর্ম্ম করি আমি অর্থ বানাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু॥
তথাপিহ আরও অর্থপথ নিরখিয়া।
নিজ দেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া॥
ছিছি মোরে ধিক্ ধিক্ যে অর্থ লাগিয়া।
পাপ পথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া॥
সেই অর্থে ইহ(সাধুগণ)সব ফুৎকার করিয়া।
স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেলিয়া॥
পরম পদার্থ সর্ব্ব লোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্মে হইল আশ্রিত॥
অতএব ছিছি মুই ত্যজি হেন অর্থ।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ॥"

পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির স্মৃতি সহকারে এইরূপ চিন্তা করিয়া বারমুখী হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং একখানি থালা স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তৎসহ সাধুগণ সমীপে উপনীত হইলেন। সাধুগণ তাঁহার পূর্ণ যৌবন ও রত্নজড়িত আভরণ দ্বারা ভূষিতা কনকলতিকা-প্রতিমা মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিতা হইলেন এবং তিনি দেবী কি অপ্সরী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহাদিগের

"নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে।
কহে মো পাপীরে গোঁসাই কর অঙ্গীকারে॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামল সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া॥"

এই কথা শুনিয়া সাধুগণের মোহান্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি অধোবদনা হইলেন। অবশেষে মোহান্ত পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—

কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী হয়।
তবে ত কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয়॥

এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অচিরে॥
মোহরের থলি রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায় মনে॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈল মোরে॥"

সাধুগণের প্রত্যাখ্যানে বারমুখীর ক্রোধ হইল না, মনের নির্ব্বেদ শতগুণ বৃদ্ধি হইল। অশ্রুজলে বদন প্লাবিত করিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে সেই মোহরের থলি মস্তকে করিয়া রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে মোহরের থালা রক্ষা করিয়া গললগ্নীকৃত-বাসা ও কৃতকরপুটা হইয়া শ্রীবদনের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পূজারি ঠাকুর বারমুখীকে বেশ্যা জানিয়া তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিলেন না। এখনও বারমুখীর ক্রোধ কি অভিমান হইল না; কেবল আপনাকে পাপিনী ও ভাগ্যহীনা বলিয়া আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বারমুখীর সেবা লালসা ও রোদন দেখিয়া এবং করুণ বিলাপ শুনিয়া পূজারি ঠাকুরের একটু দয়া হইল।

"চূড়া বানাইয়া দেও পশ্চাৎ কহিল॥"

বারমুখী ইহাতে পরম উৎসাহিনী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ঠাকুরের যে অঙ্গে যে গহনা সাজে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত রত্নাভরণ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই সকল আভরণ একখানি স্বর্ণ থালি পূর্ণ করিয়া আপনি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রঙ্গনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পূজারি ঠাকুর অনেক বিবেচনা করিয়া সে আভরণ লইতে সাহস করিলেন না, বেশ্যার সামগ্রী দেব সেবার উপযোগী নহে বলিয়া পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। বারমুখীর বদন শুষ্ক ও মলিন হইল, নয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং

"ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥"

কিন্তু

"দয়াল হরি না বাছে উত্তম অধম।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম॥"

সেই রাত্রিতে পূজারি স্বপ্নে দেখিতেছেন যেন ঠাকুর ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন, "তুমি বারমুখীকে কল্য প্রাতে যত্নে আহ্বান করিবে এবং তাহাকে নিজহস্তে আমার অঙ্গে আভরণ পরাইতে দিবে। তাহাকে মন্ত্রশিষ্যা করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত করিবে, কদাচ তাহাকে ঘৃণা করিও না।" পূজারি ঠাকুর ভীতচিত্তে স্বপ্নাদিষ্ট আদেশ পালন করিলেন। বারমুখীর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বহস্তে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আভরণ পরাইয়া দিয়া

"সর্ব্বস্ব লুটাইয়া কৈল মহা মহোৎসব।
বিষ ত্যজি পান কৈল কমল আসব॥

অতএব কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে নাই জাতির বিচার॥"

বায়ুমুখীর উদ্ধার দৈবাৎ হইল। এই জন্যই আমরা ইহাকে "ভগবৎ কৃপা" বলিলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানশালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ এরূপ ঘটনাকেই মিথ্যা বলিবেন। আর যদি দয়া করিয়া সত্য মনে করেন, তবে ইহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধে যে কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

গোয়েণ্ডেলাইন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের অন্তর্গত মেল্টেন্‌হাম নগরে গোয়েণ্ডেলাইন জন্মগ্রহণ করেন। গোয়েণ্ডেলাইনের পিতা, শ্রুজবেরীর আরল ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মাতাও জনৈক লর্ডের দুহিতা। এই সম্ভ্রান্ত ভবনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া গোয়েণ্ডেলাইন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ঐশ্বর্য্যে এবং সম্ভ্রমে ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করিতেন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে কিছুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই।

গোয়েণ্ডেলাইনের জন্মগ্রহণের পর তদীয় পিতা মাতা বিশিষ্টরূপে তাঁহাকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। শিশু গোয়েণ্ডেলাইন 'বাবা' 'মা' ইত্যাদি কথা বলিবার পূর্ব্বে যাহাতে পরমেশ্বরের নামে মুখ পবিত্র করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার পিতা মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে ঈশ্বরের নাম শুনাইতেন। পিতা মাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহাদের স্নেহের দুহিতা গোয়েণ্ডেলাইন সর্ব্বপ্রথমে পরমেশ্বরের নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গোয়েণ্ডেলাইন কথা বলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে করপুটে স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন। গোয়েণ্ডেলাইনের চরিত্রের বিশেষত্ব শৈশব হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি ভিক্ষুক দেখিলেই দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। কাহাকেও কিছু দিতে পারিলে তিনি যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, বহুমূল্য বসন ভূষণ ও সুমিষ্ট আহারেও তাঁহার তেমন আনন্দ হইত না।

ক্রমে তিনি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। ধনী কন্যাগণ যৌবন সমাগমে যেরূপ বিলাস-সুখ এবং কাম্য বস্তুর অপর্য্যাপ্ত সম্ভোগে মত্ত হইয়া অসারভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক

ভাবাপন্ন গোয়েণ্ডেলাইনের ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আপাত-মনোরম বিলাসিতা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মার্থে—নরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। প্রভু পরমেশ্বরের সেবা, তাঁহার সন্তানগণের পরিচর্য্যা ভিন্ন জগতে গোয়েণ্ডেলাইনের অন্য কার্য্য রহিল না। তাঁহার সমগ্র দেহমন ধর্ম্মের জন্য সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বীয় জনক জননীর সন্নিধানে বাস করিয়া সমস্ত দিবস সাধু কার্য্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন তিনি কোন দরিদ্রকে দান কিম্বা রোগীর সেবা করিতে পারিতেন না, সে দিন বৃথায় গেল বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া স্বহস্তে রোগীদিগের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী অসহায় রোগীদিগের মাতা হইয়া তিনি সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার সেবা শুশ্রূষা এবং সপ্রেম ব্যবহারে সকলে এরূপ প্রীত হইল যে, তিনি নিকটে উপস্থিত থাকিলেই রোগী আরাম বোধ করিত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রোমের প্রিন্স মার্ক এন্টনী বর্ঘীসের সহিত গোয়েণ্ডেলাইনের বিবাহ হয়। প্রিন্স মার্ক এন্টনীও গোয়েণ্ডলাইনের সমুদয় শুভ কার্য্যের সহচর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে অতি শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে রোমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ সময় রোমে ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বিসূচিকার করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে লাগিল। নগর, পল্লীতে, হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গৃহে গৃহে রোগী, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, চিকিৎসা করিবার বৈদ্য নাই। অশুশ্রূষায়, অচিকিৎসায় স্বীয় স্বীয় শয্যাতে কত লোক যন্ত্রনা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সমাধি করিবার লোকের অভাবে অনেক মৃতদেহ কবরস্থ হইল না; সে সকল মৃতদেহের দুর্গন্ধে নগর পল্লিকে নরকময় করিয়া তুলিল। সোণার রোম শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা দেবীর ন্যায় গোয়েণ্ডেলাইন সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কয়েকজন সহচরী সমভিব্যাহারে স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করিতে লাগিলেন। তিনি দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় এবং ঔষধ পথ্যে শত শত লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে লাগিল।

এ সময় হইতে গোয়েণ্ডেলাইন অনাথ ও রুগ্নদিগের পালনার্থে একটী মূল সমিতি এবং তাহার অনেক শাখা সমিতি

স্থাপন করিলেন। চিকিৎসালয়, অনাথ-নিবাসও স্থাপিত হইল। তিনি সমুদয় কার্য্যের ভার নিজ মস্তকে লইয়া সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তিনি দরিদ্রদিগের ধনরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য রোমনগরে একটী সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। দরিদ্র শ্রমজীবিগণ দুই চারিটি করিয়া পয়সা সংস্থান করিবার স্থান প্রাপ্ত হইল। ইহাদ্বারা দরিদ্রগণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। দরিদ্রবালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান এবং দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে গোয়েণ্ডোলাইন যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রোগীর পার্শ্বে, দরিদ্রের কুটীরে, দুর্নীতিপরায়ণের শিক্ষালয়ে, চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়কতায়, শোকার্ত্তের সান্ত্বনার স্থলে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসত্রে সর্ব্বত্র বিরাজিত সেই দেবী গোয়েণ্ডোলাইন। তিনি রোমের জননীরূপে অনাথ উপায়হীনদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, প্রাণপণে জনসমাজের হিতকার্য্যসাধন করিয়াছেন। আলস্য, বিলাসিতা, সুখভোগেচ্ছা কখনও তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ধনে মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অতি সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার ধনবল, জনবল, গরিবের উপকারার্থে নিয়োজিত হইত। তিনি যথার্থই বিপন্ন মানবের বান্ধব ছিলেন। এই মূর্ত্তিমতী দয়া-স্বরূপিণী, বিশ্বহিতৈষিণী, সর্ব্বলোক-জননী গোয়েণ্ডোলাইন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মানবলীলা সংবরণ করেন।

মেঘ।

আজ অনেক দিন পরে আবার গগনে মেঘের নিবিড় ঘটা। বাল্যকালে মেঘ দেখিলে—মেঘে বিজলি দেখিলে—মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হইত, মার ক্রোড়ে—মা'র বক্ষে মস্তকটী না লুকাইলে, মা'য়ের অঞ্চলে চক্ষু না ঢাকিলে আর নিরাতঙ্ক হইতে পারিতাম না। মা তুমি ধন্য। অদ্যকার এই মেঘে আমার আর ভয় নাই, তোমার ক্রোড়েও একটু স্থান নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এই সংসার তাপে সন্তাপিত হইয়া যখন ছট্‌ফট্ করি, তখন কি একবার কোলে লও না? তাই বলি মা তুমি ধন্য! কেন না তোমার ক্রোড়ের সহিত আমার সেই মেঘের ভয়টাও অপসারিত করিয়াছ, তাই আজ নির্ভয় হৃদয়ে সুপরিচিত আত্মীয় সমূহের ন্যায় গগন-

বিহারী "ধূম জ্যোতিঃ মরুতাং সন্নিপাত" বিজলী-মালী মেঘের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হে অনন্ত আকাশ! মনুষ্যের এই শান্ত—ক্ষুদ্র হৃদয়টা যেন তোমারই ছায়া লইয়া গঠিত। সত্য তোমার তলে গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল আবির্ভূত এবং ঘনঘটা ও বিজলী ছটা বিভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে সদ্গুণাবলীই জ্যোতিষ্কমণ্ডল; আকাঙ্ক্ষা ও আশাই, আবর্ত্ত, পুষ্করাদি মেঘ।

হে জলধর! তুমি প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের একটী অনন্ত সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া যেমন সুনীল আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছ—যেমন বায়ু বিতাড়িত হইয়া শত শত খণ্ড হইতেছ, তথাপি অপসারিত হইতেছ না, তেমনি আমাদের হৃদয়াকাশে—নির্ম্মল হৃদয়াকাশে কত বৃথা চিন্তারাশি—অসার কল্পনা রাশি আসিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, একটী অপসারিত হইতে না হইতেই আর একটী আসিয়া পড়িতেছে, আশাও একটী পূর্ণ হইতে না হইতেই আর একটীর অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, একটী পূর্ণাশার নেশা ছুটিতে না ছুটিতে আরটী আসিয়া হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলিতেছে। যদি সমুদ্র-তরঙ্গের বিরাম থাকে, তথাপি আশার ও চিন্তার বিরাম নাই। বায়ু-বিতাড়িত হইয়া তুমি কতবার ছিন্ন ভিন্ন হইতেছ, তবুও সুনীল আকাশের নির্ম্মলতা টুকু কলুষিত করিতে ছাড়িতেছ না, আশাও কতবার নৈরাশ্য-বায়ু বিতাড়িত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার প্রাবৃট কালীন গগনের ন্যায় হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার নির্ম্মলত্ব বিনষ্ট করিতেছে। তাই তোমার সহিত আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্যগণের অসার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। জলদ! এই যেমন তুমি ভরপুর হইয়া সদর্পে গগন আবৃত করিয়াছ অমনি বায়ু আসিয়া বিতাড়িত করিতেছে, বায়ুকে তুমি যদি কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে পরাস্ত করিতে পার তবে বড়জোর জল হইয়া গলিয়া যাইবে, অতএব তোমার ভদ্রস্থতা কৈ? তেমনি মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভদ্রস্থতা নাই, হয়ত উড়িয়া গেল, পূর্ণ হইল না, যদি পূর্ণ হইল ত তৃপ্ত হইল না—প্রাণের পিপাসা মিটিল না। মেঘ-শূন্য আকাশ যেমন নয়নের তৃপ্তি-সাধক, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হৃদয়ও তেমনি সংসারের উত্যক্ত প্রাণের শান্তিদায়ক। মেঘে যেমন ঝটিকার ঝঞ্ঝাবাত, পৃথিবী প্লাবনকারী ঝমঝমে মুষলধারে বৃষ্টি, কড় কড় শব্দ, বৃহৎ বৃহৎ করকাপাত ও বজ্রের অনল সমস্তই সম্ভবে, তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে, ক্রোধের গুরু গর্জ্জন, বজ্রানলের ন্যায় কঠিন অপ্রিয় বচনাবলী দ্বারা লোকদিগকে দগ্ধ করিয়া মারা, প্রলয় কালীন ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় মারামারি কাটাকাটি করিয়া লোকের জীবন-মূল উৎপাটন

করা, ও হিংসা দ্বেষানলে ধরাদাহন করা সবই সম্ভবে। কেননা আকাঙ্ক্ষা হইতে আশার উৎপত্তি, আশা হইতে লোভ, মোহ, ক্রোধাদির উৎপত্তি। এটী আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে কিঞ্চিৎ উদাহরণের আবশ্যক। এই ধরুন সরিকী স্বত্ব লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায়, যাতায় যাতায়, খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রে কলহ বিবাদ হয় কেন? উভয় পক্ষের মনের ভাব এই যে 'আমি ধনী হইব ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব।' অনন্তর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আশা আসিয়া কার্য্যারম্ভ করে। সেই আশা চাহে কি? সমধিক লাভবান্ হইতে। সুতরাং মেঘ! তোমাতে যেমন ঝড় বৃষ্টি করকাদি সবই সম্ভবে, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তেমনি হিংসা দ্বেষ সবই সম্ভবে।

জলদ! মূলে তোমার গুণ আছে, যতই দোষ থাক্ মূলে তোমার গুণ,—জগতের পুষ্টিবর্দ্ধন করা। আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূলেও যে গুণ আছে তাহা জগতের হিতসাধক। মনুষ্যগণ আকাঙ্ক্ষার অনলে পুড়িয়া—নিরাশার তাড়না খাইয়া—আশার নেসায় পাগল হইয়াও জগতের হিত এক পক্ষে করিতেছে বলিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন যাহাতে জগতের অহিত হয় এমন বস্তু বোধ হয় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নাই। 'আমিত্ব' সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর 'আমাকে' রক্ষা করিতেছেন, এই 'আমিত্ব'ই যুবতীর কুলমান, লালন পালন দ্বারা শিশুগণের জীবন, সেবা শুশ্রূষাদ্বারা স্থবির ও রোগিগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, কেননা "আমার ভার্য্যা, ভগ্নী, কন্যা, পুত্র, পিতা, মাতা" এ সমস্তের মূলে 'আমিত্ব' নিহিত, 'আমিত্ব' সিক্তি। যদি কেহ বলেন যে নিঃস্বার্থ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয় বিশ্ব প্রেমিকগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা বলি তাহা হইতে পারে না. কেননা উক্ত শ্রেণীর লোক সংখ্যা এত অল্প যে শতকরা একজনও মিলে না। যে সময় তপস্বী ঋষিগণের কুটীরে তপোবন সকল জনপদ ছিল—যে সময়ে যোগের ও বেদের প্রতি লোক সমধিক অনুরাগী ছিলেন—যে সময়ে পূর্ণগর্ভা কোশল-রাজমহিষী একটি উক্ত প্রকার মহাত্মার আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাপদে ছিলেন, সে সময়ের কথা বলিতেছি না,—যে দিন প্রজাপতিগণ সর্ব্বলোক পিতামহের "দার পরিগ্রহ কর" এই বাক্য লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা নারদ সেই বাক্য লঙ্ঘন করায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাসীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন * সে দিনের কথা বলি-

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দেখ। শ্রীমদ্ভাগবতেও যখন মহামুনি ব্যাসদেবকে দেবর্ষি নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ বলিতেছেন, তখন দাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকটিত আছে। অনাবশ্যক হইলেও উহার একটী মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে,
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ ন বেদবাদিনাং।
১ স্কন্দ। ৫ অধ্যায়। ২৩ শ্লোক।

তেছি না, বলিতেছি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা যে শতকরায় উক্তরূপ লোক একটি মিলাও সন্দেহস্থল। সুতরাং একটি "অহঙ্কারী" অর্থাৎ "আমিত্ব" পূর্ণ মনুষ্য দ্বারা যখন ২০।২৫ টী পরিবার "আমিত্ব" রজ্জুতে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন অত অল্প সংখ্যক সাধু সাধ্বীগণ দ্বারা যদি এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে চলিত, তাহা হইলে পিতৃ মাতৃ ও আত্মীয় বিহীন বালক বালিকাগণ মৃত্যু-মুখে পতিত বা দুরবস্থাগ্রস্ত হয় কেন? কেনইবা আশ্রয়হীন অভাগিনীগণ বিপথ-গামিনী হয়? অপত্যবিহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা-গণ এক বিন্দু জলের জন্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য বলি সাহায্যে পথে পথে ফিরে কেন? কেনইবা নিরাশ্রয় রোগি-গণ বিষ্ঠা মূত্র লিপ্ত দেহে এক ফোঁটা জলের জন্য শুকতালু হইয়া জীবন হারায়? অতএব মেঘ! তুমি যেমন নীল আকাশে থাকিয়া জগতের হিত অহিত সাধন করিতেছ, হৃদয়াকাশে তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে। তোমাতে বজ্রের অনল আছে, আবার সুশীতল সলিলও আছে; আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ষড়্‌রিপুর দৌরাত্ম্য আছে, আবার সুস্নিগ্ধ স্নেহাদিও আছে। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী প্রভৃতির স্নেহই গৃহবন্ধন, গৃহ বন্ধনই আশা ও আকাঙ্ক্ষার জনক। আশা ও আকা-ঙ্ক্ষার গুণ থাকিলেও জলধর! অদ্য যেমন তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি, উহাদের নিকট কবে বিদায় চাহিব বলিতে পার?

কু, রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৬৭ পৃষ্ঠার পর।)

সন্তানের শরীর বিকাশ মাতৃ কর্ত্তৃক সাধিত হয় একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে সন্তানের হৃদয়ের বিকাশও মাতৃ কর্ত্তৃক সাধিত হয়।" ভালবাসা মানব-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধানা বৃত্তি। এই বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় সম্প্রসারিত হওয়াকেই "মানব-হৃদয়ের উন্নতি" বলা যায় এবং হৃদয়ের উন্ন-তিকেই "মনুষ্যত্বের প্রধান সহায়" বলা যায়। মাতা হইতেই সন্তানের সেই ভালবাসা-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়। মা'র বুকভরা স্নেহ পাইতে পাইতে শিশু সহজেই মা'কে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। ইহাই হৃদয়ের প্রথম কার্য্য। শিশু যখন জড় ও চেতনের সন্ধিস্থলে, যখন জাগতিক ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়, যখন আহার, রোদন মাত্র তাহার সম্বল, সেই অজ্ঞানতা-কোয়াসা ভেদ করিয়া সে শিশু-হৃদয় মা'কেই চিনিতে পারে! সেই ক্ষুদ্র শিশু যখন মায়ের জন্য কান্না ধরে, তখন অপর কেহ তাহাকে সহজে শান্ত করিতে পারে

না।—সে কান্না সে আকুলতা যে কেবল স্তন্যের লোভে নহে, প্রধানতঃ মা'কে পাইবার জন্যই শিশুর প্রাণ এমন অধীর হইয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, রোদন-পরায়ণ শিশু অনেক সময়ে স্তন পান না করিতেই, মাতৃক্রোড়ে যাইবা-মাত্র শান্ত হয়।—কত সময়ে মাতার পদশব্দ শুনিয়াও রোদনে নিবৃত্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্লনেত্রে মাতার আগমন-পথ চাহিয়া থাকে! এমন প্রাণভরা ভালবাসা যে দুধ খাইবার জন্য, এমন কথা কেহ কখনই বলিও না। শিশুর এই ভালবাসা স্বর্গের ভালবাসা, এই ভালবাসা প্রথম ভালবাসা, এই ভালবাসা সহজ ভাল-বাসা। এই ভালবাসার অমর শক্তিতে মা'কে পাইলে ক্ষুদ্র শিশুর বুকে আনন্দ ধরে না; মা'র মুখে একটু হাসি দেখিলে শিশুর আনন্দ লহরী উঠিতে থাকে; মা'র স্নেহপূর্ণ চুম্বন ও মধুমাখা আদর পাইলে তাহার প্রাণ পুলকে গলিয়া যায়! পর-প্রহার-ত্রাসিত শিশু এবং পতন বা পশ্বাদি ভয়-ভীত শিশু যখন অভয়া-রূপিণী মা'কে জড়াইয়া ধরে, যখন ঠোঁট ফুলাইতে ফুলাইতে ছল ছল চক্ষে মাতৃ-মুখ-পানে চাহিতে থাকে, তখন তাহার সে উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্রোতে বিশ্বজগৎ ডুবিয়া যায়, মানব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়া যায়, মানব-প্রাণ পাগল হইয়া যায়। অধম আমরা সে স্বর্গীয় প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতেও পারি না, বুঝাইতেও পারি না। একদিন যদি শিশুর মত হৃদয়খানি পাই, একদিন যদি শিশুর মত বিশ্বজগৎ ভুলিয়া আমার মা'কে ভাল বাসিতে পারি, তাহাহইলেই আমার মানবজন্ম সার্থক হয়!

এ জগতে শিশুই মায়ের অমৃতময় প্রাণে অনুপ্রাণিত। মায়ের সর্ব্বস্বধন শিশু, শিশুরও সর্ব্বস্বধন মা। মানব সময়ে মহাত্মা হইয়া জগৎকে আপনার করিতে পারেন, পরিণত জীবনে প্রেমিক যীশু বা প্রেমিক চৈতন্য হইতে পারেন, প্রেমিক হাউয়ার্ড বা প্রেমিক বিদ্যাসাগর হইতে পারেন, উন্নতিশীল মানবজীবনে কিছুই অসম্ভব নহে—কিন্তু যে হৃদয়-বিস্তৃতির জন্য তিনি নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, সে হৃদয় তাঁহার মাতৃহস্তেই প্রথম বিকশিত হয়! যিনি মানব-চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি দেখিয়া থাকিবেন, যে ব্যক্তি শৈশবে মাতার (অথবা মাতার ন্যায় সহৃদয়া স্নেহময়ী কাহারও) স্নেহের ছায়ায় পালিত হইতে না পারে, তাহার প্রকৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠোর রহে; হৃদ-য়ের কোমলতা সাধিত হইতে বিলম্ব হয়।* তাই বলিতেছি সন্তানের শরী-রের মত হৃদয়েরও প্রথম বিকাশ মাতৃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

* ইহা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য; ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অন্যথা হইতে পারে।

পঃ লেঃ।

এইরূপে যে মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ, লালনপালন, হৃদয়-বৃত্তি পরিস্ফুটন ও মঙ্গলাশয়ে যাবজ্জীবন আত্মোৎসর্জন করেন, তিনি যে সন্তানের পরম দেবতা একথা বলা বাহুল্য মাত্র! এই পরম দেবতাকে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারিলে সন্তানের দেহ ও জীবন সার্থক হয় এবং আত্মার দেবত্ব লাভ হয়। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী পুণ্যবান, পুরুষ রমণী মাতৃপূজায় সকলেই অধিকারী, এবং এ জগতে মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, যে শিশু-হৃদয়ে শৈশব কালোচিত ভালবাসাকে প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায় না। শিশুর ভালবাসা হৃদয়পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরা ভালবাসা হইলেও উহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় না; কারণ শৈশবে প্রায় সকল শিশুই মাতার একান্ত অনুরক্ত হয়, কিন্তু প্রাপ্তবয়সে মাতার নিকটে কতজন দারুণ কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াও থাকে। মাতৃ-ভক্তি দূরে থাকুক, মাতার প্রতি সন্তানের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কুসন্তানেরা তাহাও পালন করে না। সেইজন্য অজ্ঞান শিশুর ভালবাসাকে "ভক্তি" বলা সঙ্গত হয় না। সন্তান জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মাতার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া মাতাকে সম্মানপূর্ণ যে অনুরাগ দান করেন, তাহাকেই প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায়। এই ভক্তিভাব স্থায়ীভাব। মাতা ইহ জগতে থাকুন আর পরজগতে থাকুন, ভক্তিমান্ পুত্র বা ভক্তিমতী কন্যা চিরদিনই মাতৃভক্তি অনুশীলন করেন; অবস্থার দাসত্ব, বা ঘটনার দাসত্বে তাঁহাদিগের মাতৃভক্তি কখনই ভ্রষ্ট হয় না। এই স্থায়িত্ব, বিশুদ্ধ মাতৃ-ভক্তির এক প্রধান লক্ষণ।

আমরা বলিতেছি মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মুক্তির অর্থ আমরা, দেহাবসানে আত্মার স্বর্গবাস, পারলৌকিক সুখ সম্পত্তি লাভ, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়াই জানি; মৃত্যুর পরে এ রকম মুক্তি যে পুণ্যবান্ পুণ্যবতীদিগের সম্ভব, এ বিষয়ে অনেকেই বিশ্বাসী। কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় "মুক্তি" কেবল পর-লোক-বিষয়ীভূত ও মৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য নহে; মুক্তি ইহলোকেও মিলে এবং জীবিত ব্যক্তিগণও তাহাতে অধিকারী হইতে পারেন। এই ইহলৌকিক মুক্তির অর্থ পাপ কলুষাদি হইতে মুক্ত হওয়া। মানবের আত্মা বিমল, পুণ্যময়, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। কিন্তু নির্ম্মল দর্পণেও ছাই দিলে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না, আমাদের আত্মাও সেই রকম পাপ মলিনতায় অপরিষ্কৃত হইয়া গেলে তাহার মধ্যে ঐশিক জ্যোতিঃ অনুভব করিতে পারা যায় না। আয়নায় মুখ দেখিতে হইলে আয়না মাজিয়া ঘষিয়া লইলেই মুখ দেখা

যায়, আত্মার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত করিতে হইলে সমস্ত পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে হয়; মলিনতা হইতে মুক্ত হওয়াই নর জগতের মুক্তি। ভারতীয় ঋষিগণও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্যে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ অবস্থিতিঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্কন্ধ, ১০অ, ৬শ্লোক)

অর্থাৎ আত্মার অন্যরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতি করাই মুক্তি।

"বিচারাদিত্যবিদ্যান্তো,
মোক্ষো ইত্যভিধীয়তে॥"
(যোগবাশিষ্ট ৭০ সর্গ, ১শ্লোক)

বিচারাদিদ্বারা অবিদ্যা * নাশ হইলে তাহাকেই মোক্ষ (মুক্তি) কহে। ইত্যাদি।

মুক্তির বিষয়ে এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পাপ কলুষ দি হইতে মুক্তি লাভ করাই যে আধ্যাত্মিক মুক্তি, এ কথা সহজে উপলব্ধ হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতেও সন্তান ইহ জগতে এই মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আমাদের একটু "বিজ্ঞাপন" আবশ্যক হইতেছে। কারণ আমরা যদি (মুক্তির বিষয়ে) পারলৌকিক মুক্তিই খাড়া রাখিতাম, তাহা হইলে আমরাও সহজে প্রবন্ধ শেষ করিতাম, পাঠক পাঠিকাগণও বিনাশ্রমে (না হয় অল্প শ্রমে) আমাদিগের কথায় অনুমোদন করিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যখন প্রত্যক্ষীভূত ইহলৌকিক মুক্তি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রবন্ধ সহজে শেষ হইবে, এমন দুরাশা করি না। এই জন্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

বারমেসে।

অগ্রহায়ণ।

যে সকল শস্যের চাস আবাদ কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়, যদি কোন গতিকে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সকল চাস আবাদ এই অগ্রহায়ণ মাসে করিলেও হয়।

শাক, সবজি,—কার্ত্তিক মাসে যে সকল শাকাদির চাস আবাদ করা হয়, তাহাদের গোড়া খোঁড়া ও আবশ্যক মত সপ্তাহে সপ্তাহে জল সিঞ্চন ভিন্ন এ মাসে আর কোন কার্য্য নাই।

* অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞানতা, এজগতে অজ্ঞানতাই মানবের সকল পাপের মূল। হিতাহিতবিচার করিতে শিখিলে অজ্ঞানতা দূর হয়, তখন মুক্তি লাভ সহজ-সাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রে অবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ রকম "অবিদ্যা" কেবল অজ্ঞানতার নামান্তর।

প্রঃ লেঃ।

আলু,—আলুর ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা। এ মাসে আলুর অন্য কোন কার্য্য নাই।

লঙ্কা,—অনেক কৃষক এই মাসে লঙ্কার পাকা চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে ফল মোটে হয় না, কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। খনা বলিয়াছেন,

"ভাদ্র কি আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাসা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়ে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা।
পূরিতে হবে না ঝালের গোলা॥"

এই প্রবাদেই দৃষ্ট হইতেছে যে, ভাদ্র আশ্বিনই ঝাল রোপণের প্রশস্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসে ঝাল রোপণ করা দূরে থাকুক, এই মাস হইতে লঙ্কা ফলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে যত লঙ্কা ফলিবে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তুলিয়া না ফেলিলে লঙ্কায় কিছুমাত্র ঝাল হয় না।

আমন ধান্য,—আমন ধানের যত দূর পুষ্টি ও পরিপাক হইতে পারে, তাহা এই মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে; সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসই ধান্য ছেদনের প্রশস্ত কাল। খনার বচন,

"এক আমন ধান।
তিন শাওনে পান॥"

পানের সম্পূর্ণ পরিপাক হইতে তিন শ্রাবণ আবশ্যক হয়।

আমনে পৌটি, পৌষে ছেউটি।
মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া॥"

অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিতে পারিলে যোলআনা ফসল মিলে, পৌষমাসে কাটিলে ছেউটা, অর্থাৎ সকল ক্ষেতের ধান পাওয়া যায় না, মাঘ মাসে কাটিলে ধান কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু যথেষ্ট নাড়া-খড় বা বিচালী পাওয়া যায় এবং ফাল্গুন মাসে কাটিলে না ধান, না খড়, কিছুই পাওয়া যায় না।

কাঁটাল,—যে বার অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হয়, সেবার অপরিমিত কাঁটাল জন্মে। তাহার অন্যথায় কাঁটাল ভাল হয় না। খনা,—

যদি না হয় অগ্রহায়ণে বৃষ্টি।
তবে না হয়, কাঁটালের সৃষ্টি॥"

পৌষ।

আলু,—এই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই আলু তুলিতে আরম্ভ করিবে। ঘরামীরা বাখারির যে সোমাজ কাঠী দিয়া বাঁধন তোলে, সেইরূপ একটী দ্বারা গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া আলু তুলিতে হয়। পাছে আলুর গাছের শিকড়াদি কাটিয়া যায়, এজন্য এদেশের কৃষকেরা আলু তুলিতে কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহার করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার কৃষকগণ কোদাইল দ্বারা আলু তুলিয়া থাকেন। মটরের ন্যায় ছোট ছোট আলুগুলি রাখিয়া প্রথম বারে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিতে হয়। আলু তোলার পর গাছগুলি ঈষৎ হেলাইয়া

গোড়ায় মাটী ধরাইতে হয়। প্রথম আলু তোলার ৩।৪ দিন পরে জল সিঞ্চন করিবে। আলু তোলার পর গাছ গুলির একটু তেজ বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতি পত্র-কক্ষে, অর্থাৎ পাতার গোড়াতেও আলু ফলিতে আরম্ভ করে।

কপি,—এই মাস হইতে কপিও তুলিতে ও খাইতে আরম্ভ করিবে। কোন কোন স্থানে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই কপি ভোজন আরম্ভ হয়। ফুলকপি, তদপেক্ষা পূর্ব্বেও প্রস্তুত হয়। পাটনা অঞ্চল হইতে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ফুলকপির আমদানী হইয়া থাকে।

খনা কোন বচনে অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে সে বচন শ্রুত হইয়াছে। আবার অন্য বচনে পৌষ মাসে ধান্য ছেদনের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। খনাকে অযথাবাদিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। সুতরাং ঐ বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের একটা মীমাংসা করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষারম্ভের অগ্রপশ্চাৎ হেতু কোনবার ধান্যাদি ফসল কিছু অগ্রে, কোনবার কিছু পরে জন্মিয়া থাকে। তদনুসারে খনার দুইটী কথাই সত্য। একটী বচন অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে প্রকাশ করিয়াছি; আর একটী এই,—

"হলে ফুল কাট শণ।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ॥
পৌষের মধ্যে ধানে লাভা।
খনা বলে দুগুণের বোঝা॥"

পৌষ মাসের মধ্যে ধান্য কাটিলে দ্বিগুণ লাভ হয়।

তামাক,—এই মাসে তামাক কাটিতে হয়। এই মাসে কাটিয়া হালা ও ছালা না বাঁধিলে তামাক নষ্ট হইয়া যায়। খনা,—

"খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মুলা বুন॥
তামাক বুন গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পুঁত গুটি গুটি॥
ঘন রূপে পুঁতনা।
পৌষের অধিক রেখোনা॥

এইবচনে তামাক চাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা কয়টী আছে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের উপ্ত ও রোপিত যে সকল ফসল তোমার ক্ষেত্রে আছে, আবশ্যক মতে তাহাদের পাইট্ ভিন্ন এ মাসে আর কোন কাজ নাই।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

রাগ ভৈরব।

ব ব ব
ঠাট। সা ঋ গ ম প ধ নি সা॥

চৌতাল। ধ্রুপদ *

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বর-লিপি।

অস্থায়ী

৪। । ১। । | +। ব ব ।ব
মগ মগ ম প | প নি ধ ধপ
নি- রা- | ধা- র,
(সঙ্কেত) ধা ধা

০।ব । ৩। । ০। ব। ৪।ব।
পধ পম পম গ ঋ ঋ ম
জ- গ- দা-
দিন্ তা তেটেকতা কদেতা তেটেকেটে

১। । | +॥ ০। ।ব ৩। ব
গ ম | গ গ ঋ গ ঋ
ধা- | র, বি- ধা-
গদিঘেনে।

৩। ০। । ৪॥ব ১॥ব | +॥ব
সা˙ সা সা .নি .ধ | .ধ
তা, জ- গ- ত- পা- | তা,

০। । ৩। । ০। ।
সা সা সা সা সা মগমগ
গ- তি মু- ক্তি- দা- তা,

৪। । ১।ব ।ব | +। ব ।
ম প ধপ ধপ | পধম ম প
নি- ত্য নি- র্মল | তা, নি-

০। ৩। ব। ০॥
গ ম গ ঋ সা ||
রা- , কা- র ||

অন্তরা।

৪॥১॥+॥ ০। । ৩।ব ।ব ০। ।
প পম নিধ সা˙ সা˙
স- র্ব্ব ব্যা- পী, জ-

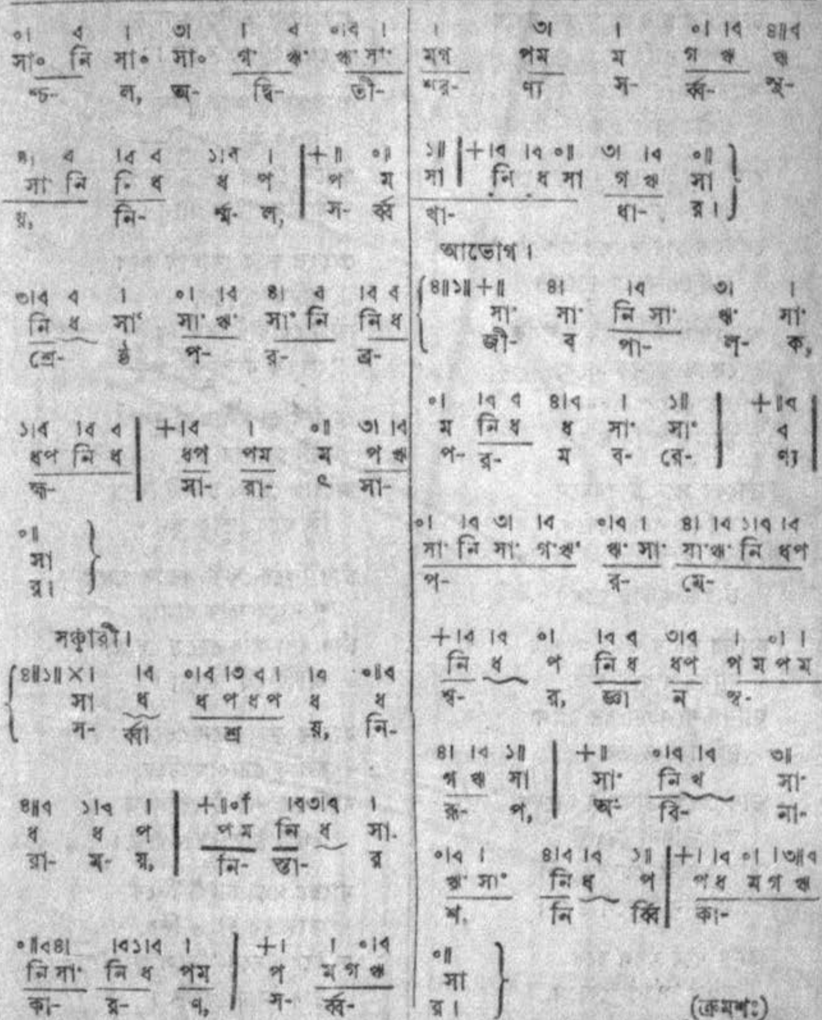
৪॥ ১।ব ৮ ৮ | +॥ব
সা॰ নিসা॰ সা॰ সা॰ | ধ
ন ব- ন্দি- ত, | নি-

---

* চৌতাল ধ্রুপদের তাল। একতালার ন্যায় ইহারও মাত্রা সমষ্টি বার, এবং ইহা দুই দুই মাত্রা-বিশিষ্ট ছয়টী পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদে চারিটী তালি; এইজন্য ইহার নাম চৌতাল। ঠেকা যথা,—

÷॥ । | ০। । | ৩৮ ৮ ৮ ৮ | ০৮ ৮ । | ৪৮ ৮ । ৮ | ১৮ ৮ ৮ ৮ |
ধ ধা | দিন্ তা | তে টে কতা | ক দে তা | তে টে কে টে | গ দি ঘে নে। |

ধ্রুপদ গানই হিন্দুদিগের উন্নত ভদ্রসমাজে চলিত ছিল। ইহার রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে গায়কেরা তুক্ বলিয়া থাকে। যথা, অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রত্যেক তুকই তালের চারি ফেরে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু গায়কদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ কখন কখন তালের তিন পাঁচ বা ততোধিক ফেরেও কোন কোন তুক্ নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা, ঝাঁপতাল, তেওট, আড়াচৌতাল, রূপক, ঢিমেতেতালা, সওয়ারী এই সকল তালেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়।



(ক্রমশঃ)

মাও ছেলে।

মায়ের কোলে ছেলের খেলা,
দেখ্‌লে জুড়ায় প্রাণ,
ভালবাসি চাঁদের হাসি
তাও কি এর সমান?

যখন ছেলে মায়ের কোলে
চোক্ পানে চোক্ চেয়ে,
আপন ভাবে বিভোর হয়ে
থাকে অবাক্ হয়ে;

চায় চায় চায় চোক্ না সরায়
পলক নাহি পড়ে,
মায়ের হৃদি স্নেহের নদী
সুধীর মূর্ত্তি ধরে।

সেই ধীরতা চোকের কোণে
বারেক্ যদি দেখে,
দেখ্‌তে চায় তা শতবার সে
ভুল্‌তে নারে তাকে।

আবার যখন চোকের পলক
ফেলে ক্ষণেক পরে,
চাঁদের ছেলে চাঁদবদনে
চাঁদের হাসি ধরে;

ভাবের সনে চাঁদবদনে
হাসির লহর দেখে,
থেকে থেকে মেঘের কোলে
চাঁদটি লুকায় সুখে।

হাসির ছটায় জগৎ মাতায়
হাসির বাহার কত,
হাসির সনে ভাবের রাশি
ফুটিয়া উঠে তত।

ভাব দেখে ভাবময়ী মায়ের
ভয় ভাবনা ছোটে,
ভাব-তরঙ্গে স্নেহের নদী
আপনি উথ্‌লে উঠে।

তনয় যবে মৃদুল রবে
সহজ সরল বোলে,
'মা' তোর কোলে যাব' বলে
ঝাঁপ খেয়ে যায় কোলে,

উঠিয়ে কোলে জড়িয়ে গলে,
বলে মায়ের কাছে,
দে 'মা' আমায় চাঁদ ধরে দে'
অই আকাশে আছে।

দেখদেখি চাঁদ কেমন ভাল
মোর দিকেতেই আসে,
ধরে দেনা ভাইয়ের সনে
খেল্‌ব ঘরে ব'সে।

প্রাণজুড়ান আধ ফুটন
শিশুর মধুর বাণী—
শুন্‌তে পেয়ে নেচে উঠ্‌ল
মায়ের পরাণ খানি।

স্নেহের ভরে সোহাগ করে
অমিয়ময় মুখে,
চুমটি খেয়ে ধীরে ধীরে
বল্‌ছে মাতা তাকে—

ওরে বাছা ননীর পুতুল
অমিয় মোর বল,
অবোধ ছেলে-চাঁদটি নিয়ে
কি হবে তোর ফল?

চাঁদ কিরে কেউ ধরতে পারে
শূন্যেতে তার বাসা,
চাঁদ ধরা সাধ ছেড়ে দে বাপ
অইটি বৃথা আশা।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
বলছে সোহাগ ভরে,
না দিলে, অই চাঁদের মত
একটি চাঁদ দেও গড়ে।

মায়ের গড়া চাঁদটি নিয়ে
ভাইয়ের হাতে দিব,
ভাইয়ের সনে 'মিলে জুলে'
চাঁদ-নিয়ে খেলিব।

তোমরা দে'খো চাঁদের খেলা
চাঁদের বাহার কত,
তাই বলি মা গড়ে দে চাঁদ
একটি, চাঁদের মত।

সোহাগভরে চুমু খেয়ে মা
শিশুর মধুর মুখে,
তাও কি বাছা হয় কখনো
বলছে তনয়টিকে,—

চাঁদ ধরিতে চাঁদ গড়িতে
মানুষ কখন পারে?
অবোধ ছেলে বোঝনা তা?
বুঝ্‌বে কদিন পরে।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
অমনি বলছে তাঁকে—
অই চাঁদ কে গড়ছে মা
বলে দেও আমাকে—

ছেলের মুখে গভীর ভাবের
মৃদুল কথা শুনে—
সুখের সিন্ধু উথ্‌লে উথ্‌লে
উঠছে মায়ের মনে।

বল্‌ছে মাতা "শোন বাছাধন
স্থাবর জঙ্গম আদি
অনল পবন গহন কানন
ভূধর সাগর নদী—

তোমায় আমায় জীব সমুদায়
গড়িয়াছেন যিনি,
অই যে দেখ আকাশে চাঁদ
তাও গড়েছেন তিনি।

সেই কারিকর ভিন্ন ইহা
কেউ গড়িতে নারে,
কও যদি তার নিকটে সে
গড়লে গড়তে পারে।

কুতূহলে তনয় অমনি
বল্‌ছে মায়ের কাছে,—
তাই যদি হয় তবে বল
ভাবনা কি আর আছে?

কারিকরের নাম কি গো মা
কোন্‌ খানে সে থাকে—
বলে দে মা চাঁদ গড়িয়ে
দিতে বলব তাকে।

স্নেহের ভরে আলিঙ্গিয়ে
চুমটি খেয়ে মুখে,
সোহাগ ক'রে তনয়েরে
বলছে মাতা সুখে;—

তিনিই বাছা দয়ার সাগর
"দয়াময়" তাঁর নাম,
এ সংসারে হেথায় হোথায়
সব ঠাঁই তাঁর ধাম।

তাঁর বাড়ীতে আমরা থাকি
তিনিই সবার গতি,
আয় বাছা আয় তাঁর চরণে
করি মোরা নতি।

শ্রী শ।

আমেরিকার আশ্চর্য্য পক্ষী।

আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে পক্ষিজাতির যেরূপ বংশবৃদ্ধি ও উন্নতি, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। তথায় তাহাদিগের বাসের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গল আছে, আহারের জন্য জলা ও মাঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার কীট পতঙ্গের অভাব নাই। আর সে সকল স্থানে মানুষের সমাগম কম, এই জন্য তাহাদিগের মৃত্যুর আশঙ্কাও কম।

১। বৃহৎ জাতীয় পক্ষীর মধ্যে টৌকান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের চঞ্চু অতি বৃহৎ ও ধারাল, তাহা দ্বারা কখনও কখনও জাহাজ ফুটা করিয়া আরোহী-দিগকে বিপন্ন করে। এই ঠোঁট

হাল্‌কা ও সছিদ্র না হইলে ইহারা উড়িতে পারিত না, তথাপি চঞ্চুর ভরে উড়িবার সময় ইহাদিগকে মাথা গুঁজিয়া যাইতে হয়। এই জন্য উড়িবার সময় ইহাদিগকে বিশ্রী দেখায়। ঠোঁট কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর, উপরের ঠোঁটে ঘোরাল লালের উপর হরিদ্রাবর্ণের রেখা, নীচের ঠোঁট নীল। মৃত্যুর পর ইহা বিবর্ণ হইয়া যায়। টৌকান যখন উচ্চ বৃক্ষের মস্তকে বসে, ব্যাধেরা তখন বিষাক্ত বাণ বা গুলি দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া মারে। ইহার মত কোলাহল ও বিবাদ-কারী পক্ষী আর নাই। সায়ংকালে পরিষ্কার আকাশে উড়িতে উড়িতে বিকট শব্দ করে, বর্ষাকালে চীৎকার বেশী শুনা যায়। গায়েনার এক কৃষিক্ষেত্রে টৌকান সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সকল পক্ষী ও চতুষ্পদের উপর রাজত্ব করিত। ইহাকে সকলে ভয় করে। কোন স্থানে কোনও খাদ্যদ্রব্য লইয়া অপর জন্তুরা কোলাহল করিতেছে, এমন সময় টৌকানের আগমন হইলে সকলে চুপ করিয়া সরিয়া যায়। তাহার আহার অগ্রে, তাহার ভুক্তাবশেষ মাত্র অন্যের প্রাপ্য। তবে কুকুরের কাছে টৌকান জব্দ হইয়া থাকে। টৌকান আহার লুকিয়া লুকিয়া খায়, জলপানের সময় ঠোঁট ডুবাইয়া জল শুষিয়া লয়, পরে বার বার মাথা ঘুরাইয়া জলপান করে। ইহার জিহ্বা লম্বা, সরু ও পালকের মত দুদিকে ধারাল। ইহারা চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষে কোটর করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। কখনও কখনও ভো গাছের মধ্যেও বাসা ঠিক্ করিয়া লয়।

২। আমেরিকার (হমিংবার্ড) গুণ গুণ পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সুন্দর। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে ইহাদিগের পাখার পালক না থাকিলে ইহাদিগকে পতঙ্গ বলা যাইত। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় গুণ গুণ শব্দ করে বলিয়া ইহাদিগের নাম হমিং বা গুণগুণ। ইহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় ও বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী আশ্চর্য্য।

৩। কটিঙ্গা নামে আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। আমেরিকার নির্জ্জন, নিবিড় ও সজল বনে ইহারা বাস করে এবং ফল ও বীজ খায়। ইহারা লাল, বেগুনে, নীল নানা বর্ণের। দুঃখের বিষয় ইহারা গানশক্তি-বিহীন।

৪। কাম্পানিরো—ইহারা বরফের ন্যায় শুভ্র। ঘণ্টারবের ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রোতাদিগকে চমৎকৃত করে। ইহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, রাত্রে, সকল সময়ে সঙ্গীতালাপ করে। ইহারা থামিয়া থামিয়া শব্দ করে। ইহাদের গানে অনেক কালোয়াতও মোহিত হইয়াছেন।

৫। রুপিকোলা—গায়েনা পাহাড়ের পাটলবর্ণের একজাতীয় মোরগ। ইহারা অতি নির্জন বনে থাকে। ইহারা আশ্চর্য্য নৃত্যাভিনয় করে। রিচার্ড সোমবর্গ একজন প্রামাণিক পর্য্যটক, তিনি স্বচক্ষে

ইহাদিগের কাণ্ড দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"একটা মসৃণ পাথরের উপর এক-দল পক্ষীর নৃত্য দেখিলাম। বৃক্ষশাখায় প্রায় ২০টী দর্শক উপবিষ্ট। প্রথমে একটা মোরগ আসরে নামিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। সে ময়ূরের মত পাখা ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে একবার ভূমি আঁচড়ায়, একবার ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করে, নানা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে লাগিল। যখন সে ক্লান্ত হইল, তখন সরিয়া গিয়া আর একটীকে আসর দিল। এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে এক একটী নাচিতে লাগিল। পুরুষেরাই নর্ত্তক, পক্ষিনীরা এক দৃষ্টিতে দর্শন করে ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বাহবা দেয়। নৃত্যের সময় অভিনেতা ও দর্শকেরা আমোদে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, শিকারীরা সুযোগ পাইয়া সেই সময় বিষাক্তবাণে তাহাদিগকে বধ করে। ইহাদের পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হয়।

৬। বাল্টীমোর বা তন্তুবায় পক্ষী। ইহারা টিউলিপ গাছের শাখায় আশ্চর্য্য বাসা বাঁধে। তাঁতীরা টানা ও পড়েন দুইভাবে সূতা দিয়া যেমন কাপড় বুনিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপে বাসা বয়ন করে। পক্ষী লম্বে লম্বে এক একটী কুটা রাখে, পক্ষিণী উলটা বাগে আড়া আড়ি করিয়া অন্য কুটা সাজায়, এইরূপে ক্রমে জালের মত বুনিতে থাকে। বাসা বাঁধার কার্য্য যত শেষ হইতে থাকে, তত তাহাদের প্রণয় ও আনন্দ যেন গাঢ়ভাব ধারণ করে। বাসানির্ম্মাণে অনেক কৌশল প্রকাশিত হয়। বড় গরমে শাবকদের কষ্ট হইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে বায়ুর পথ রাখে। লাউসিয়ানাতে উত্তর পূর্ব্বের শীতলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাহার জন্য বাসা বিশেষভাবে ঝুলাইয়া দেয়। পেনসিলভিনিয়া ও নিউইয়ার্কে দক্ষিণ-বায়ু উপাদেয়, এজন্য সেখানকার পক্ষীরা বাসার দক্ষিণদিক্ খোলা রাখে। কোমল শাবকদের সুখকর হইবে বলিয়া পশম ও তুলা বিছাইয়া বাসা নরম করে। এই পক্ষীদের চলন সুন্দর, গান সুন্দর। ইহারা ভ্রমণকারী, শীতকালে মেক্‌শিকো প্রভৃতি উষ্ণতর দেশে গিয়া বিষুব (চৈত্র) সংক্রান্তির পর যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া আসে।

৭। কাসিক বা ঝুঁটিধারী পক্ষী— ইহারা আমাদের দেশের বাবুইয়ের মত তালগাছের উচ্চডগায় বা যেখানে বোল্‌তা প্রভৃতির বাসা আছে, এমত গাছে বাসা বাঁধে। বাসা ৪ ফিটের অধিক লম্বা হয়। ইহারা বিড়াল ও সর্প প্রভৃতিকে বড় ভয় করে। ইহারা অত্যন্ত সামাজিক। এক একটী গাছে ইহাদের শত শত বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। গাছের একদিকে কতকগুলি পক্ষী বাসা বাঁধিতেছে, অন্যদিকে অন্যদল, কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নাই। এ বড় সুখের দৃশ্য!

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

মনে কর দুইটী দণ্ডের উপর একটী ফাঁপা নল রাখা হইয়াছে। ঐ নলের একটী মুখ ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচল হইয়াছে। ঐ ছুঁচল মুখের সম্মুখে একটী বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঐ নলের অপর মুখের দিকে দুই খানি পুস্তক লইয়া যদি আঘাত করা যায়, তবে আঘাত বল চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইবে। নলের ভিতরে যে পরমাণু শ্রেণী আছে, তাহাতেও ঐ বল প্রসৃত হইবে। যদি অল্প বলে আঘাত করা যায়, তবে বাতির শিখা কম্পিত হইতে থাকিবে। আর যদি সজোরে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ বাতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। যে স্থানে আঘাত করা যাইতেছে, যদি তাহার চতুর্দ্দিকে এইরূপ নল ও বাতি সাজান যায়, এবং উপযুক্ত বলের সহিত দুইখানি পুস্তক উপরি উপরি আঘাত করিয়া শব্দ করা যায়, তাহা হইলে সমকালেই সব কয়েকটি বাতি নিবিয়া যাইবে। এখন অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে আঘাতে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, ঐ আঘাত-বল চতুর্দ্দিকেই বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীতে প্রসৃত হইতেছে। আরও প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ শব্দ সহজে যেরূপ শ্রবণ-গোচর হয়, নলের ছুঁচল মুখে কাণ রাখিলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক শুনিতে পাওয়া যাইবে। নলের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু শ্রেণীর বেগ একত্র হইয়া ঐ ছুঁচল মুখ দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া ঐ শব্দ অধিক শোনা যায়। পাশাপাশি বা উপর্য্যুপরি দুইটী গৃহ এরূপ অবস্থিত আছে যে, এক গৃহের শব্দ অপর গৃহে শোনা যায় না। দেওয়ালের মধ্য দিয়া যদি একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা নল চালান যায়, এবং নলের এক মুখে একজন কথা কহে ও অপর মুখে একজন কাণ দিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কথা গুলি অনায়াসেই শোনা যাইবে।

নলের যে মুখে পুস্তকের আঘাত করা হইতেছে, যদি ঐ মুখে নীলবর্ণের কাগজ পোড়াইয়া ধোঁয়া করা যায়, এবং যদি অবিলম্বে পুস্তকদ্বয়ের দৃঢ় আঘাতে শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বাতির শিখা পূর্ব্ববৎ নিবিয়া যাইবে, কিন্তু ঐ ধোঁয়া ছুঁচল মুখ দিয়া বাহির হইবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বন্দুক হইতে গুলি যেরূপ ছুটিয়া বাহির হয়, বায়বীয় পরমাণু সেরূপ চালিত হইয়া বাতি নিবাইতেছে না। কিন্তু পুস্তক-দ্বয়ের আঘাত বেগ ক্রমে পূর্ব্বোক্ত গোলক শ্রেণীর ন্যায় পরমাণু শ্রেণীর একটীর পর আর একটীতে, তাহার পর আর একটীতে, প্রসৃত হইয়া বাতির শিখায়

উপস্থিত হইয়া উহাকে নির্ব্বাণ করিতেছে। আঘাত বেগ প্রসূত হইবার সময়ে প্রত্যেক পরমাণু যে কিছুমাত্র চালিতে হয় না এরূপ নহে। আমরা গোলা শ্রেণীতে আঘাত বেগ প্রসারের বর্ণন সময়ে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক গোলা পরবর্ত্তী গোলার উপর চাপিয়া পড়ে এবং উহা হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। সুতরাং প্রত্যেক গোলাই কিছু দূর যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপ পরমাণু শ্রেণীতে যখন আঘাত বল প্রসূত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণুর এই গতির আয়তির উপর ধ্বনির স্থূলতা ও মৃদুতা নির্ভর করে। কোন বস্তুতে আঘাত করিলে ঐ আঘাত বল প্রসারের আশ্রয়ীভূত পরমাণু যদি অধিক দূর ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি স্থূল হইবে, এবং যদি অল্পদূর মাত্র ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি মৃদু হইবে। আর পরমাণুর এই গতির সময়ের আধিক্য ও স্বল্পতার উপর ধ্বনির নীচতা ও উচ্চতা নির্ভর করে অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর যাতায়াতে যদি অধিক সময় লাগে, তবে ধ্বনি নীচ হইবে, আর যদি অল্প সময়ে উহার যাতায়াত সম্পন্ন হয়, তবে ধ্বনি উচ্চ হইবে।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৫ সংখ্যা ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

প্লীহা ও যকৃৎ—প্রত্যহ ২।৩টী পিপুল পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অথবা হরিদ্রা চূর্ণ ৬ রতি ঘৃতকুমারীর রসের সহিত, কিম্বা পেঁপের আটা ২০ ফোঁটা অল্প চিনির সহিত সেবন করিলে, অথবা তাল জটা ভস্ম, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ রোগের শান্তি হয়। চিতার মূল জলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা ৩ বটিকা পাকা কলার ভিতর করিয়া সেবন করাইলে প্লীহার শান্তি হয়। ছয় মাসের বেশী নয় এরূপ নৈ বাছুরের চোনা অল্পমাত্রায় ১০।১৫ দিন প্রাতে পান করিলে প্লীহা প্রশমিত হয়।

অজীর্ণ ও উদরাময়।—সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলের ছাল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত, অথবা পাতি বা কাগজি লেবুর রস চিনির সহিত, কিম্বা ।০ আনা যোয়ান ও ।০ আনা লবণ জলসহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি ও পেট-ফাঁপা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

হিঙ্গ, মরিচ পিপুল, শুঁট ও সৈন্ধব-লবণ একত্রে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ

দিয়া নিদ্রা যাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

আধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া লেবুর রসে একটী গেঁটে বা ঘিঁচি কড়ি দিয়া পূর্ব্বরাত্রে রাখিতে হইবে, পরদিন প্রাতে তাহাতে অল্প পরিমাণ ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিলে তিন চারি দিনের মধ্যে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

যোয়ান ১ তোলা, মুতা ১ তোলা, এই উভয়কে থেঁতো করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে ছাঁক ও শীতল হইলে ৪ তোলা পরিমাণ ২ বারে সেব্য।

শুণ্ঠীচূর্ণ ৫ ভাগ, পিপ্পলীচূর্ণ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীর চূর্ণ ৩ ভাগ, যবানী চূর্ণ ২ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ, হরীতকী ১৫ ভাগ—মোটে ৩০ ভাগ, একত্র করিয়া, জলদ্বারা মর্দ্দন তৎপরে কুলের ন্যায় বটী করিয়া দিবসে দুই বটী দুই সন্ধ্যায় সেব্য। ইহা সেবনে অজীর্ণ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

উদরে শূলনি থাকিলে, ৫ ফোঁটা পরিমাণে "অয়েল পিপারমেণ্ট" জলসহ ২।৩ বার সেবন করিলে পেট কামড়ানি নিবারণ হয়।

অতি প্রত্যুষে যোয়ান, মুতা, মরিচ, লবণ, এই সকল দ্রব্য অল্প পরিমাণে যোগ করিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুশীতল বারি পান করিলে গ্রহণী ও অজীর্ণ রোগীর অসীম উপকার দর্শে।

অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় বা মিছরির গুঁড়া সহ পাঁচ সাত দিন সেবন করিলে গ্রহণী ও অতিসার রোগের উপকার দর্শে।

এক আনাভর সৈন্ধবলবণ ১০টী গোল মরিচের সহিত চিবাইয়া খাইলে পেট কামড়ানি ভাল হয়।

খাঁটী মুড়া মাখন এক ছটাক ও মিছরি একত্রে মিশাইয়া খাইলে, একদিনে পেট গরম ভাল হয়। ঔষধটী খাইয়া ২।৩ ঘণ্টা জল খাওয়া বন্ধ করিবে।

কিছু পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল দেড় ছটাক মিছরির গুঁড়ার সহিত খাইলে পেট গরম সারে ও বদ্ধমল দাস্তদ্বারা বাহির হইয়া শরীর সুস্থ হয়।

শর্দ্দি—খুব হোতকুঁতে শর্দ্দি হইলে, রাত্রে শয়নকালে হস্তের ও পায়ের তালুতে সরিষার তৈল মালিস করিয়া ঘুমাইলে শর্দ্দি ভাল হয়।

আহারের পর মুখ ধুইয়া সেই মুখে জল না খাইয়া একটী ডাবের জল এক নিশ্বাসে যত পার খাইবে, পরে ২।৩ ঘণ্টা জল খাইবে না, একদিনে শর্দ্দি ভাল হইবে।

মৃত্যু কালীন উক্তি।

মৃত্যু সংসারাসক্ত ও পাপবিরত লোকের পক্ষে ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগী ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগের নিকট অতি সহজ ও স্বাভাবিক। এ দেশের অনেক বিশ্বাসী হিন্দু স্বরং গঙ্গাতীরস্থ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নাম ডাকিতে ডাকিতে মরিয়াছেন। ইহা আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। শুনিতে পাই চূড়ামণি দত্ত নামে কলিকাতার এক প্রচীন ধনাঢ্য হিন্দু "চল লো চুড়ো যম জিনিতে" এই বাজনা বাজাইতে বলিয়া তাহা গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গিয়া সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ কতকগুলি নরনারী শেষ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। নিম্নে কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যুকালীন উক্তি প্রকটিত হইল, ইহাদ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসিরাজ চতুর্দ্দশ লুই মৃত্যু কালে তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে বলেন "তোমরা কেন অশ্রুপাত কর? তোমরা কি ভাবিয়াছিলে আমি চিরজীবী হইয়া থাকিব?" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় বলিলেন "আমি মৃত্যুকে ইহা অপেক্ষা কঠিন মনে করিয়াছিলাম।"

ডাক্তার হান্টার মৃত্যুশয্যায় মৃত্যু-যন্ত্রণা এত কম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার যদি কলম ধরিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মরা যে কিরূপ সহজ এবং সুখজনক তাহা লিখিয়া যাইতাম।"

ভূতপূর্ব্ব কেণ্টারবারির (Arch Bishop) প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মৃত্যুযন্ত্রণার একটু হ্রাস হইলে শান্তভাবে বলিলেন "যাহা-হউক মরাটা কিছুই নয়।"

সক্রেটিসের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইলে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট গিয়া বলিল "এথেনিয়ানেরা আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।" ইহাকে সক্রেটিস সহাস্যে উত্তর করিলেন "প্রকৃতি তাহা-দিগকে এই দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।"

কবিবর অলিভার গোল্ড্স্মিথের অন্তিমকালে তাঁহার নাড়ীর উত্তাপ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাঁহার ডাক্তার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার মনে কি কোন দারুণ চিন্তা আছে?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ মনের চিন্তা।"

ডাক্তার জন্সনের মুমূর্ষু অবস্থায় ডেবিড গ্যারিক তাঁহার নিকট তাঁহার সুশোভন অট্টালিকা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে জন্সন বলিলেন "হায় ডেবিড! এই সকলের জন্যই ত মৃত্যু এত ভয়ানক বোধ হয়।"

জন ওয়েসলিকে এক মহিলা জিজ্ঞাসা

করেন "আচ্ছা, বলুন দেখি আপনি যদি জানিতেন যে কাল দুপর রাত্রির সময় আপনাকে মরিতে হইবে, তাহা হইলে আপনি মধ্যবর্ত্তী সময়টা কিরূপে ব্যয় করেন ?" তিনি উত্তর করিলেন "ঠাকুরুণ! তাতে কি ? এখনও যেরূপে সময় ক্ষেপণ করিবার ইচ্ছা করি, তখনও সেইরূপে করিতাম। আজ রাত্রে ও কল্য প্রাতে পাঁচটার সময় মাষ্টারে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ যাইব, তৎপরে অশ্বারোহণে টিউকেসবারিতে গিয়া প্রচার করিব এবং সন্ধ্যাকালে সামাজিক সম্মিলনে একত্র হইব। তৎপরে বন্ধুবর মার্টিনের বাড়ীতে যাইব। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আহার ও কথোপকথন করিব এবং তাঁহার পরিবারদিগের সহিত সচরাচর যেমন উপাসনা করি, সেইরূপ করিব। পরে ১০টার সময় শয্যায় গিয়া স্বর্গীয় পিতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। বিশ্রামের পর জাগ্রত হইয়া দেখিব স্বর্গের জ্যোতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি।"

আমেরিকার সেনাপতি ষ্টোনওয়াল জ্যাকসনকে যখন বলা হইল যে আপনি আর দুই ঘণ্টা মাত্র বাঁচিবেন, তিনি বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক, এপি-হিল্‌কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা কর, পদাতিকদিগকে দ্রুতবেগে সম্মুখে আনিতে বল। মেজার হক্‌কে বল——" এই সময়ে তাঁহার বিবর্ণ মুখে অপূর্ব্ব মধুর হাস্য দেখা দিল এবং তিনি নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বলিলেন "এখন—এখন তবে আমরা (ভব) নদী পার হইয়া তরুচ্ছায়াতে গিয়া বিশ্রাম করি।"

নূতন সংবাদ।

১। দুইটী নরপতির আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া সভ্য জগৎ বিশেষতঃ আমাদিগের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোর চিন্তাকুল। একজন রুসীয় সম্রাট, আর একজন কাবুলের আমীর। রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডার বড় শান্তিপ্রিয়, বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিয়োগে রুসীয়েরা চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে এই আশঙ্কা। আমীর আবদুর রহমন ইংরাজবন্ধু, তিনি থাকাতে ইংরাজের রুসীয় ভীতি কম আছে, তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগান গোলযোগ এবং রুসীয় গোলযোগে ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত হইবে হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম রুসীয় সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, আমীর সুস্থ হইতেছেন।

২। চিন জাপান যুদ্ধে জাপানীরা ক্রমশঃ বিজয়ী ও প্রবল হইতেছে এবং চিনেরা হীনবল হইতেছে। জাপানীরা ইয়া-লু নদীর দক্ষিণ তীর অধিকার করিয়াছে এবং কোরিয়া হস্তগত করিয়া

তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে। চিন বন্দী সকল জাপানে দলে দলে নীত হইতেছে, ইহাতে জাপানীরা মহোল্লাস করিতেছে। ইংরাজেরা উভয় দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক।

৩। গুইকুমারের মহারাজা সুরা দমনের চেষ্টা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। তথায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে রাজমন্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন আর নূতন মদ্যালয় খোলা হইবে না এবং ৫।৬ টী গৃহস্থ কোন পল্লীতে মদ্যালয়ের বিরোধী হইলে তথা হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মৃত্যু সংবাদে আমরা সন্তাপিত হইলাম।

৫। সমুদ্রের গভীর তলে মৃতদেহ নাকি বিকৃত হয় না।

৬। ৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ লোক মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজা, এত প্রজা পৃথিবীর আর কোনও রাজার নাই।

৭। লর্ড ও লেডী এলগিন গত ২৪শে অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া সদলে পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন। তথায় রাজদরবার হইবে।

৮। আগামী নবেম্বরে ইংলণ্ডেশ্বরীর দৌহিত্রী হেস্ষণ রাজকুমারী আলিকসের সহিত রুসীয় যুবরাজের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। রুসীয় সম্রাটের সাংঘাতিক পীড়াজন্য বিবাহ কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল, শুনিতেছি তাহা সমাধা হয় নাই।

৯। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৭৫টী মহিলা ধর্ম্মযাজিকা, ২৫০০ চিকিৎসা ব্যবসায়িনী, ৬০০০ স্ত্রীলোক ডাক বিভাগে কর্ম্ম করেন। ১৮৮০ সাল হইতে স্ত্রীকারীকরের। ২৫০০ পেটেণ্ট লইয়াছেন, এক এক শিল্প বিষয়ে তাঁহারাই উদ্ভাবিকা।

বামারচনা।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম, কলিকাতা অনাথাশ্রম, ও দানাশ্রম স্থাপয়িতৃগণের প্রতি।

১

স্বর্গের দেবতা ভাই তোরা কি সকলে ?
মানব দুর্গতি হেরি,
আসিলি স্বরগ ছাড়ি,
দূরিতে দুঃখীর দুঃখ নামিলি ভূতলে ?

২

পথে পথে কেঁদে কেঁদে কুষ্ঠ রোগী যত।
তাদের বারতা পেয়ে,
আসিলি মরতে ধেয়ে,
ঘুচাতে তাদের দুঃখ চেষ্টা অবিরত ?

৩

দেখিয়া তাদের মরি কষ্ট অগনন,
করিলি এ ব্রত সার,
লইলি এদের ভার,
এদের রোদনে হায় গলে গেল মন।

৪

ইহাদের দুঃখ তাই ঘুচাবার তরে,
তোদের কতই যত্ন;
সংসারের সার রত্ন
হয়ে জন্মেছিলি তোরা সংসার ভিতরে।

৫

অনাথ দরিদ্র কত কাঁদে অসহায়!
হায় এই স্বার্থ ভরা,
সংসারে রয়েছি মোরা;
দুঃখী তাপী দেখে কভু গলে না হৃদয়।

৬

কারু কাছে তারা কভু পায় না আশ্রয়!
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ!
যন্ত্রণায় আনচান!
কেহ তাহাদের পানে ফিরে নাহি চায়!

৭

পথে পথে কেঁদে ফেরে রোগী দুঃখী কত;
সদা করে হায় হায়!
কেহ নাহি ফিরে চায়।
করে না যতন কেহ এমনি জগত!

৮

চিরদিন সংসারের এই রীতি হায়!
সম্পদে সহায় যোটে,
সুখের লহরী ছোটে,
বিপদ দেখিলে সবে পায় ঠ'লে যায়!

৯

কি মহান্ উচ্চ ভাব তোদের অন্তরে!
সংসারে যা মেলা ভার;
দৃষ্টান্ত দেখালে তার,
দেবতাও আছে মরি অসুরের পুরে?

১০

বড়ই কঠিন ব্রত করিয়া গ্রহণ,
বিভুর আদেশ মত
খাটিতেছ অবিরত,
স্বার্থ সুখ ভোগ সব দিয়া বিসর্জ্জন!

১১

আমি সাথে যোগ দিই বড় সাধ মনে;
তোদের চরণ তলে
বসে ভাই বোন্ মিলে
শিখিয়ে তোদের ব্রত। শিখিব কেমনে?

১২

নরকের কীট মোরা নিয়ত নরকে
আছিরে আমরা পড়ি,
অবলা দুর্ব্বলা নারী,
আমরা স্বরগে যাব? কে রবে নরকে?

১৩

পারিব না-পারিব না-নাহি সে শকতি।
বিরলে বসিয়া ভাই,
মাগিব বিভুর ঠাঁই
তোদের মঙ্গল সুখ অনন্ত উন্নতি।

১৪

ভগিনীর আশীর্ব্বাদ করহে গ্রহণ,
লভ শান্তি ভক্তি প্রীতি,
বিভু পদে থাক্ মতি,
কর সদা জগতের দুর্গতি মোচন।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী—কাকিনীয়া।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। *

"ভর্ত্তুশ্চিন্তানুগামিন্যা সেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্য কুলস্ত্রিয়া॥"

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণের গৃহাশ্রম যে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, ইহা সংসার-বিরাগী আর্য্য ঋষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

"যস্মাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥"

কিন্তু এই গৃহাশ্রমে নারীই পুরুষের প্রধান সহায়, সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্মে নারীর অধিকার পুরুষের সহিত সমভাবেই বিস্তৃত। সেইজন্য স্ত্রীর গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক, না করিলে বানরের হস্তে বহুমূল্য হীরক প্রদান করিলে তাহা যেরূপ ব্যবহৃত হয়, গৃহধর্ম্মে অনভিজ্ঞা রমণীর হস্তেও পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেইরূপ ব্যবহৃত হয়। অতএব গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা ও উহা পালন করা রমণীর জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা শৈশবে পিতৃগৃহে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা বিলাসের কুসুম শয্যা নহে—সখের পুতুল সাজান নহে—সোহাগের গোলাপটী নহে—অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার লীলাক্ষেত্র নহে—বসন ভূষণের জন্য স্বামীকে লাঞ্ছনা খাওয়ান নহে এবং বাসনা পূরণের চাতুর্য্যও নহে। উহা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই কয়েকটি উপদেশের উপর নির্ভর করিতেছে—

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশাচ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্॥
শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পত্যুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্॥
পতি পুত্রাতিথীন্ ভৃত্যানন্যান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙক্তে সুখং সতী॥"

এই সারগর্ভ উপদেশ কয়েকটীর উপর গার্হস্থ্যধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিণামদর্শিতা ও আশুভাবগ্রাহিতাশক্তি পরিচালনা করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি সাহায্যে প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা, সত্য ধৃতি ও অলোভ দ্বারা হিন্দুনারীকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে; তাঁহাকে পারিবারিক সুখের জন্য—সাধারণের হিতের জন্য—সর্ব্ব প্রকার আশ্রমীর জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে কেননা—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ॥"

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাহাতে যে কর্ম্ম গুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলে যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহাতে শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দুরমণীগণ যদি গৃহ কার্য্যে অশিক্ষিতা হইয়া বিএ এমএ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—যদি ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ, কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, সেকস্‌পিয়র, বায়রণ, শেলি, স্কট,

* পারিতোষিক রচনা—বিদ্যানন্দকাটী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত।

পোপ ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থগুলি জলের মত আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন—জ্যামিতির অনুশীলনীগুলি এক মিনিটের মধ্যে কসিয়া দিতে পারেন—যদি অঙ্ক শাস্ত্রে লীলাবতী ও জ্যোতিষে খনার ন্যায় জ্ঞান লাভ করেন এবং বররুচি, গ্যালিলীয়, নিউটন প্রভৃতিকে পরাস্ত করিতে পারেন—অদ্ভুত বিজ্ঞান রহস্য গুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারেন—যদি সঙ্গীত বিদ্যাদিতে দেবী সরস্বতীকে পরাভূত করিতে পারেন, আর গৃহধর্ম্ম কর্ম্মের কোন ধার না ধারেন, (বঙ্গীয় ভগিনীগণ! ক্ষমা করিবেন) তাহা হইলে তবুও আমরা তাঁহাদের শিক্ষার অপূর্ণতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা না হইলে গৃহধর্ম্ম পালন করা বড়ই কঠিন। সুতরাং শৈশব হইতেই হিন্দু-নারীগণের ঈশ্বর ভক্তির সহিত সুনীতি ও গৃহকার্য্য শিক্ষা করা উচিত। হিন্দুনারী যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবেন। ঈশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মে রত এই কথাটী স্মরণে রাখিবেন, তাহা হইলে তিনি সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য-গুলিও পালন করিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অতি নীরস হইলেও উহা ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করা রমণীর কর্ত্তব্য। এইরূপে দুর্ব্বল ও কোমলহৃদয়া রমণীগণ ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হৃদয়ে বল আনয়ন করিয়া কর্ত্তব্যের উর্ব্বর ভূমিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন। আমার অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের কার্য্য গুলি ঈশ্বর সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন, সর্ব্বদা মনে এইরূপ ভাবথাকিলে, অন্যায় কার্য্য করিতে কোন মতে লোকের সাহস হইতে পারে না (অবশ্যই বিশ্বাসী ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তি গণের)। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আপনাকে উত্তমরূপে গঠন করা আবশ্যক, আত্মগঠন না করিলে এই ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইতে পারেনা। সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ক্রোধ, আলস্য, বিলাসিতা, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিবে। লেখা পড়া শিক্ষাদ্বারা মনকে সমুন্নত করিবে, সংসারের আয় ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব রাখিয়া কার্য্য করা, বালক বালিকাদিগকে পাঠাভ্যাস করানও ইহাতে চলিতে পারে, সুতরাং লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিলে অনেক সময় নিজের ও সংসারের উপকার হইতে পারে। যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও কঠোর কর্ত্তব্য গুলি পালন করা উচিত, তেমনি সেই ইচ্ছাকেও বিবেক দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনের অসৎ প্রবৃত্তি গুলি উন্মূলিত না করিতে পারিলে আপনাকে বশে আনিয়াছ মনে করিও না, কারণ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নিচয় ছিদ্র পাইলেই কার্য্যের সহিত যোগ দিতে ছাড়িবে না। সর্ব্বভূতে দয়া করাই

ধর্ম্ম; সর্ব্ব জীবের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করাই স্নেহ; সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন করাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদগণের সুখ সাধন করাই হিন্দু-রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম। গৃহে অন্নের অভাব হইলেও অতিথি অভ্যাগতের প্রতি আদর যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাকচতুর্থীচ সুনৃতা।
একানাপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।"

যখন অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র, কুটুম্ব, পরিজনগণের তৃপ্তি সাধন করাই রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ পাক কার্য্যটীতে তাঁহাকে সুদক্ষা ও নিরলসা হওয়া চাই, নতুবা কখনই তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন না, কেননা আহার, সুনৃত বচন ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে পাক করিতে না জানিলে বা না করিলে হয় ত আহারে কাহারও তৃপ্তি লাভ নাও হইতে পারে, সে জন্য পাকের ভারটা রমণীগণ নিজে নিজে বহন করিলে ভাল হয়। কোন পরিবারের মধ্যে ঠাকুর বা বামুনদিদির উপর পাকের ভার দিলে অনেক সময় গার্হস্থ্যধর্ম্মের অসুবিধা হইয়া থাকে। ঠাকুর বা বামুন দিদি বেতন লইয়া পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন সুতরাং বেতনটার উপর যত যত্ন থাকিবে, রসুইটার প্রতি তত্তটা যত্ন থাকা সম্ভব নহে, কেননা তাঁহাদের রসুই করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বেতন পাওয়া। "ঠাকুর বা বামুনদিদি ভাল রসুই করেন না" একথা আমরা অনেক পরিবারের মুখে শুনিয়া থাকি, এবং কোন কোন গৃহিণী সে কারণ বাবুর জন্য নিজে পৃথক্ রসুই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্যক্ পালন করা হয় না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রমণীগণের গার্হস্থ্যধর্ম্ম পারিবারিক সুখের জন্য—অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্বদিগের জন্য। একদিন কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী দুঃখিনী রমণী তাহার ক্ষুধা-কাতরা বালিকার জন্য একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করায় গৃহিণী "ঠাকুর, ঠাকুর" করিয়া ডাকিতে থাকিলে ঠাকুর রসুই ঘর হইতে উত্তর প্রদান করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ঐ বালিকাটীকে চারিটী ভাত দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "এখন ভাত কোথা পাব, এক জনের মাত্র ভাত আছে, সুতরাং ভাত দেওয়া হইবে না।" গৃহিণী নীরব। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'যদি একজনের ভাত আছে তবে তাহা হইতে এক মুঠা ভাত এই বালিকাটিকে দেওয়া হইল না কেন? যাঁহার ভাত তাঁহার কম হইলে ঠাকুর আর চারিটী ভাত চড়াইলেও ত পারিতেন।" গৃহিণী বলিলেন "ঠাকুরকে তাহা বলিতে আমার সাহস হয় না, অতিথি অভ্যাগতের ভাত রাঁধিতে বলিলে, ঠাকুর

চটিয়া বলেন যে "আমার ৮৲ টাকা বেতনে এত গুলি লোকের ভাত রাঁধাই ঠকা, তাহাতে আবার উপরি লোকের ভাত রাঁধিতে হইলে এ কার্য্য আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে গৃহিণী যদি নিজে ভাল রন্ধই করিতে জানিতেন ও নিজে রন্ধই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনগণকে মন্দ রান্না খাইতে হইত না; দুঃখিনী বালিকাটীও একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষাকরিতে আসিয়া হতাশচিত্তে তাঁহার দ্বারা হইতে ফিরিয়া যাইত না। একারণে রন্ধই কার্য্যের ভার গৃহিণী নিজে লইলে বড়ই সুখের হয়। এখন ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণী যিনি তাঁহার স্ত্রীরও একটী রন্ধয়ে নহিলে চলে না, কিন্তু হিন্দু মহিলা মহানুভবা দ্রৌপদী দেবী সম্রাজ্ঞী হইয়াও পাক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন, এবং পাক কার্য্যকে তিনি নীচকার্য্য মনে না করিয়া যত্নের ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। কথিত আছে যতক্ষণ দ্রৌপদী দেবী আহার না করিতেন, ততক্ষণ গৃহের অন্ন ব্যঞ্জন অক্ষয় থাকিত। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে ইহাতে তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সর্ব্বশেষে আহার করা এই তাৎপর্য্যটী গ্রহণ করিতে পারি, অর্থাৎ আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন অভ্যাগত আসিলে তাঁহার নিজের অন্ন গুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার রন্ধই করিতেন এবং আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে নিজে আহার করিতেন ও তাঁহার আহারের পর আর অন্ন ব্যঞ্জন থাকিত না। বনে অবস্থান কালেও দ্রৌপদী উক্তরূপে সুন্দর গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, বনবাসী পাণ্ডবালয়ে দুর্ব্বাসার সশিষ্যে ভোজনের বিষয় হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অবগত আছেন সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য। মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে যদিও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী যুবা সুদগণ পরম যতনে উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিত, কিন্তু দ্রৌপদী দেবী তখনও সকলের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে আহার করিতেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহিণীটী যদি বাবুর সহিত দশটার সময় আহার না করিতেন, তাহাহইলে ঐ দুঃখিনী বালিকাকে নিজের ভক্ষ্য অন্ন হইতেও কিছু অন্ন দিতে পারিতেন। ধিক্ আমাদের বিলাসিতায়—ধিক্ আমাদের সুখে—ততোধিক ধিক্ এখনকার ইংরেজ অনুকারী বাবুদের; তাঁহারা যত পারেন ইংরেজের গুণগুলি ত্যাগ করিয়া দোষগুলির অনুকরণ করিয়া সাহেব হউন, কিন্তু "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" এই সম্মানটুকু আর্য্য ঋষিগণ আমাদের যে গুণের আদর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই গুণের মাথা যে বাবুরা খাইতে বসিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখ।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৯ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০১—ডিসেম্বর ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুক্মাবাই—বোম্বাই-খ্যাত রুক্মাবাই স্কটলণ্ডের মেডিকাল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা পাইয়া এম ডি উপাধির জন্য বেলজিয়ম যাইতেছেন। ইনি বোম্বাইয়েই চিকিৎসারম্ভ করিবেন।

কনগ্রেস—আগামী বড় দিনের সময় মান্দ্রাজ নগরে কনগ্রেসের দশম অধিবেশন হইবে। পার্লেমেণ্টের সভ্য মেঃ আলফ্রেড ওয়েব সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। দুই হাজার টাকা দিয়া এক প্রকাণ্ড স্থান ভাড়া লওয়া হইয়াছে, তথায় সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। মান্দ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বসাধারণ কন্‌গ্রেসের সুসিদ্ধির জন্য উৎসাহ সহকারে অর্থদান ও পরিশ্রম করিতেছেন।

বাবা নানক—গত নবেম্বরে শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরু নানকের স্মরণার্থ ৪৫১ সাংবৎসরিক মেলা রাওলপিণ্ডীতে হইয়াছিল। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বাবা ক্ষেম সিং এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া শিখদিগের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

দাতব্য—(১) সাকৃসনির রাণী নিজব্যয়ে ৪টী চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পীড়িত গরিব লোকদিগকে দাতব্যে চিকিৎসা করেন। (২)দ্বারভাঙ্গার গঙ্গাপ্রসাদ বাহাদুর উক্ত নগরে এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১২০০০ টাকা দিয়াছেন।

অধিকাঙ্গী—পৃথিবীতে ৬ অঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ২১৭৩ এবং সপ্তাঙ্গুলিবিশিষ্ট ৫৩১ জন।

স্ত্রী-পরীক্ষার্থিনী—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনীর

সংখ্যা ৫৯, তন্মধ্যে ৩৪ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী এবং ২টী মাত্র হিন্দু। গত বৎসরে ৬৪ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ৩৬ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী, ১ জন য়িহুদি এবং ৪ জন হিন্দু ছিল।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—আমাদের রাজপৌত্রবধু ইয়র্কের ডচেস ডফারিণ ফণ্ডের বিলাতী শাখার প্রতিপোষিকা হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কমিটীর সম্পাদিকা স্বয়ং লেডী ডফারিণ এবং কুমারী এডিথ হিথারবেগ তাঁহার সহকারিণী।

বিদেশী রমণী দিগের কার্য্য—(১) প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পিলের পৌত্রী কুমারী হেলেন পিল পিয়ারী সাহেবের দৃষ্টান্তে উত্তর হিমসাগর ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। (২) তুরস্কের [illegible] যুবতী ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকাল উপাধি লাভের জন্য আসিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন এক পাশার কন্যা। (৩) শ্রীমতী চিকা সাকুরাই একজন বিদুষী জাপান রমণী। ইনি জাপানের সুরাপান নিবারিণী স্ত্রী সভার প্রতিনিধি হইয়া চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। ইনি টোকিওতে দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের প্রথম ইংরাজী শিক্ষালয় স্থাপন করেন, তাহাতে তথায় স্ত্রীশিক্ষার যুগান্তর হইয়াছে। (৪) রোমের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হমোনিমের কন্যা লাত্রিওলা রোমীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এল উপাধি পাইয়াছেন। (৫) লেডী সমারসেট গত বৎসরে ১১৫টী সভা ও ২৭টী সমিতি অধিবেশনের সম্পাদকতা করিয়াছেন, ৮০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ২০টী দেশে প্রায় ২লক্ষ লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা।*

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

বিগত শতাব্দী উন্নতির শতাব্দ। ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্ব অবসান হইলে ভারতের চক্ষে যে এক গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল—যে গাঢ় নিদ্রার ফলে ভারত মৃত কি জীবিত তাহা বুঝিতে পারা যাইত না, সেই গাঢ় নিদ্রা বিগত শতাব্দীতেই ভাঙিয়াছে। আর্য্য রাজত্বের পরে ভারতে রাজাও ছিল—হিন্দু, তুর্ক, পাঠান, মোগল কত জাতিই রাজত্ব করিল; ভারতে ধার্ম্মিকও ছিল—চৈতন্য নিত্যানন্দ, নানক ছিলেন; ভারতে স্বদেশভক্ত বীরও ছিল, রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতির কথা কে না জানে?—বাঙ্গালাতেও প্রতাপাদিত্য ছিল, রাজা সীতারাম ছিল, মোহন লাল ছিল,—শুধু পুরুষ কেন, সে দিনও ঝান্‌সিতে লক্ষ্মী বাই ছিল; ভারতে কবিও ছিল—বিদ্যাপতি, জয়দেব, জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ছিল; ভারতের ধনও ছিল—ভারতের ধনেই তাজ মহল, ময়ূরাসন হইয়াছিল, ভারতের ধনেই

* বামাবোধিনীর ৩০ সাংবৎসরিক পারিতোষিক রচনা—শ্রীমতী মান কুমারী বসু লিখিত।

জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রাধান্য করিয়াছিল; তাই বলিতেছি ভারতের সবই ছিল, কেবল একটী জিনিস ছিল না। সেই একটী জিনিস ছিল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ভারত এত দিন ঘুমাইয়াছিল।—ভারতে ছিল না কি?—ছিল সবই, কেবল ভারতীয় সমাজে "সম্পূর্ণতা" ছিল না। যে সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জীবন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে উপযুক্তরূপে গঠিত, জগতে সেই সমাজই সম্পূর্ণ। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল; তাই আমরা বলিতেছি, ভারত এতদিন ঘুমাইয়া ছিল।

আর্য্য ভারতের পরে, গত পূর্ব্ব শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত রমণীর জাতীয় উন্নতি কিছুই ছিল না। রাজস্থানে মহাপ্রাণা রমণীগন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, ভারত খুঁজিলে আরও দুই একটী—অহল্যা বাই, তারা বাই, রাণী ভবানী প্রভৃতি রমণী রত্ন মিলিত সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি শ্রেণীবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—তাহাকে ভারত মহিলার জাতীয় উন্নতি বলিতে পারি না; উন্নতির পথ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, রমণীজীবনের উদ্দেশ্যও সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি—একথা আর্য্যভারতের লোক ভিন্ন এদেশে বড় কেহ বুঝিত না। বহুশতাব্দীর পরে বিগত শতাব্দীতে সেই কথা অনেকে বুঝিয়াছে, ঘুমন্ত ভারতের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সে ঘুম কেমন করিয়া ভাঙ্গিল, সেই কথাই আমাদিগের আলোচ্য। আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সাধ্য, সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার উপরে অনুগ্রহ করিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীকে, অনেকগুলা নীরস পুরাতন কথা শুনিতেও হইবে।

জগতে প্রায় সকল সভ্য জাতির সমাজে দেখা যায় যে পুরুষজাতি বহির্ভাগ ও স্ত্রীজাতি অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। * শারীরবিজ্ঞানবিৎ অথবা সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী পুরুষের এইরূপ পার্থক্য অনুমোদন করেন। এইজন্য পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ। সুতরাং পুরুষজাতির উন্নতি না হইলে স্ত্রীজাতির উন্নতি একরূপ অসম্ভব। সমাজের শীর্ষভাগ রাজা। (১) তাই যে সমাজে রাজা লোক শিক্ষার ও প্রজাগণের উন্নতির সহায়, সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষিত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির

* স্ত্রীজাতি যে সমাজে অন্তর্ভাগ ও পুরুষজাতি বহির্ভাগরূপে অবস্থিত, সেই সমাজই প্রকৃত উন্নত সমাজ। যে সমাজে ইহার অন্যথা, সভ্য বলিয়া গণিত হইলেও সে সমাজকে "উন্নত সমাজ" বলা যায় না, প্রকৃত পক্ষে তাহা বিকৃত সমাজ।

(১) যে দেশে একজন ব্যক্তি রাজা নহে, সে দেশের রাজশক্তিই 'রাজা' স্থানীয়।